ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

The Ahmadi
Fortnightly

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ১৮তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ চৈত্র, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ৭ জুমাদা-আল-উলা, ১৪৩৩ হিজরি | ৩১ আমান, ১৩৯১ হি. শা. | ৩১ মার্চ, ২০১২ ঈসাব্দ

এবারের বিষয়সমূহ:

- কুরআন শরীফ
- হাদীস শরীফ
- অমৃত বাণী
- প্রেসরিলিজ
- ২৪ ফেব্রুয়ারি ও ৯ মার্চ ২০১২-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- কুসংস্কারের উপর প্রার্থনার বিজয়
- আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের স্বরূপ ও নিদর্শন
- পোপ বেনিডিক্ট-১৬ রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান-কে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায়
- জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
- স্বাধীনতার পূর্ণ উৎকর্ষদানকারী হলেন আমাদের মহানবী (সা.)
- ২৩ মার্চ আহমদীয়াতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একটি দিন

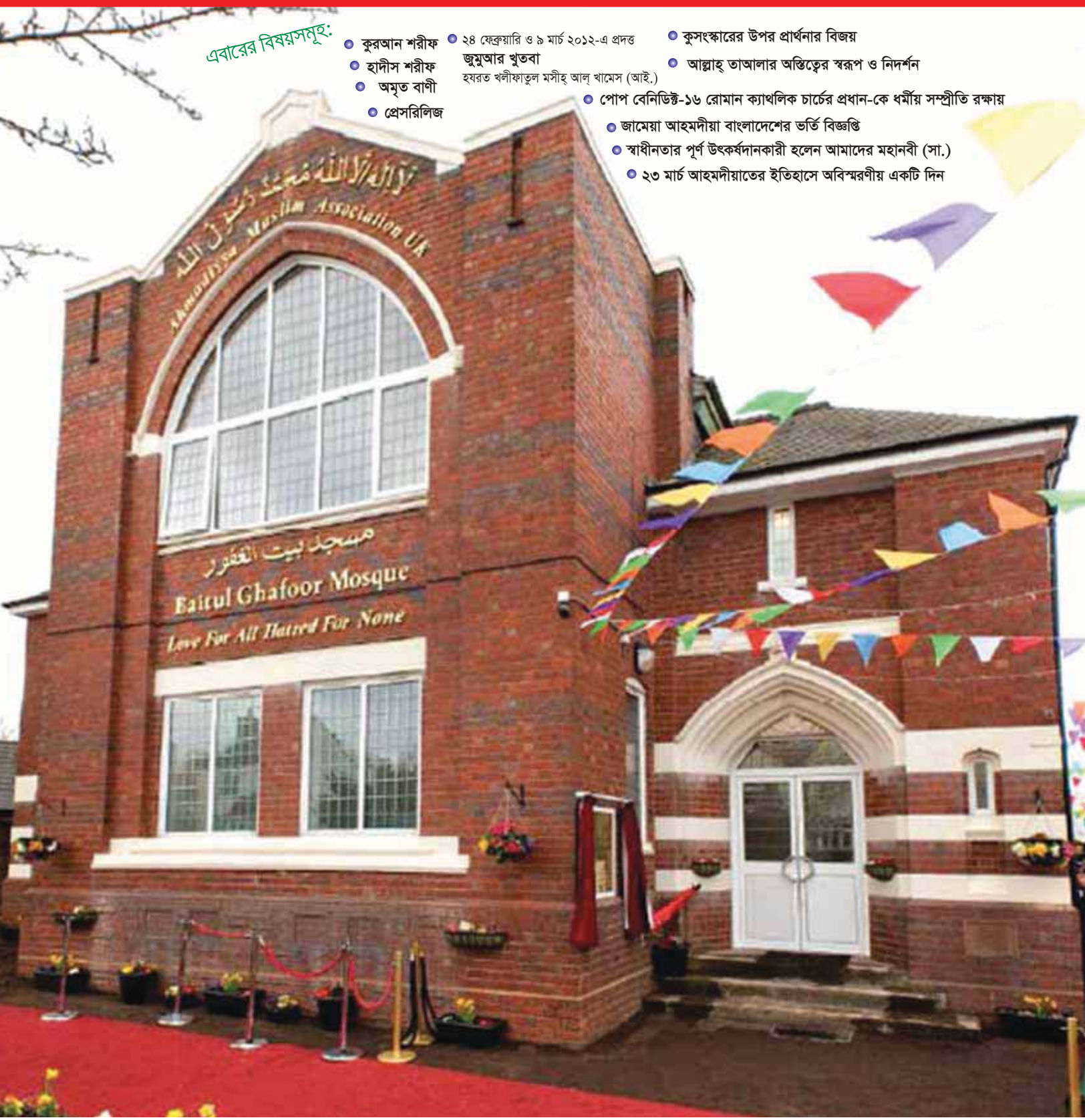

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

Member | REHAB

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌশিক প্রপার্টিজ লিঃ

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**

207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.
Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities

- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari, Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola Jessore. Tel : 67284	Kanas Gari, Sherpur Road Bogra. Tel : 73315	205, Baizid Bostami Road Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mPxc Î

সুসংবাদ তাদের জন্য যারা চিন্তা করে

কুফরীবাজদের একটি আপত্তি হলো, এ ব্যক্তি নবী হবার দাবী করেছে এবং বলে আমি নবীদের অন্তর্ভূক্ত। এর উত্তর হলো, হে ভাই! আমি নবী হবার দাবী করি নি আর আমি তাদের বলিনি, আমি নবী। আসলে তারা তড়িৎ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আর আমার কথা বুঝতে ভুল করেছে। তারা সত্যিকার অর্থে চিন্তা করেনি বরং প্রকাশ্য অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। তুমি দেখবে, তারা ঝট করে কাউকে কাফির বলে বসে, মু'মিনদের একদলকে কাফের আখ্যা দেয় আর অপর দলকে প্রতারিত করে।

অত্যচারীদের হৃদয়ের স্বরূপ খোদার অজানা নয়। তাদের ভেতর এমন মানুষও আছে, যার কথা মানুষের কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয় আর সে কসম খেয়ে বলে, সে সত্যে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন ব্যক্তি ঘোর মিথ্যুক। সে সত্য মিথ্যা ঘোলাটে করতে ত্বরাপ্রবণ। আর মিথ্যার উপর সত্যের প্রলেপ দেয় আর দানবীয় অপচেষ্টা চালায় এবং কুসংস্কার ও কূটচালের মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠকে কলুষিত করে। তার চক্রান্ত সব ষড়যন্ত্রকারীকে হার মানায়। এ ছাড়া সে সত্যবাদীদের নাম রাখে দাজ্জাল।

আমি আমার বইতে যা লিখেছি মানুষকে তার বাহিরে কিছু বলিনি অর্থাৎ আমি মুহাদ্দাস আর আল্লাহ্ আমার সাথে সেভাবে বাক্যালাপ করেন যেভাবে মুহাদ্দাসদের সাথে করেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন, তিনিই আমাকে এ মর্যাদা দান করেছেন। অতএব খোদা আমাকে যা দান করেছেন আর যে রিয্ক আমাকে দিয়েছেন তা আমি কীভাবে প্রত্যাখান করতে পারি? আমি কি তবে বিশ্ব স্রষ্টার অবাধ কল্যাণ অগ্রাহ্য করবো? আর আমার দ্বারা নবুওয়াতের দাবী করে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়া এবং কাফের জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া মোটেও সম্ভবপর নয়।

দেখো! কুরআনের মাপকাঠিতে যাচাই না করে আমি আমার কোন ইলহামকে গ্রহণ করি না। জেনে রাখো! যা কুরআন বিরোধী তা মিথ্যা, খোদাদ্রোহীতা ও ধর্মদ্রোহীতা। সেক্ষেত্রে আমি মুসলমান হয়েও কীভাবে নবী হবার দাবী করতে পারি? আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ, আমার ইলহামসমূহের মধ্যে একটিও আমি এমন দেখি না যা খোদার কিতাবের বিরোধী বরং এর সবক'টি খোদার কিতাব সম্মত দেখতে পেয়েছি।

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত 'হামামাতুল বুশরা' বাংলা সংস্করণ পৃ: ১৪২-১৪৩ থেকে উদ্ধৃত]

৩১ মার্চ ২০১২

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
প্রেসরিলিজ	১১
৯ মার্চ ২০১২-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১৫
কুসংস্কারের উপর প্রার্থনার বিজয় মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	২২
আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের স্বরূপ ও নিদর্শন মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান	২৫
পোপ বেনিডিক্ট-১৬ রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান-কে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায়	২৯
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি	৩১
২৩ মার্চ আহমদীয়াতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একটি দিন মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী	৩২
স্বাধীনতার পূর্ণ উৎকর্ষদানকারী হলেন আমাদের মহানবী (সা.) মাহমুদ আহমদ সুমন	৩৪
পাঠক কলাম	৩৫
সংবাদ	৩৭
এমটিএ-এর এপ্রিল মাসের বাংলা সময়সূচী	৪২
দুই ফুট ডিশে এমটিএ দেখুন	৪৩
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৪৪

কুরআন শরীফ

সূরা আর্ রা'দ-১৩

وَهُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِیْهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۴

৪। আর তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং এতে পাহাড়পর্বত ও নদনদী সৃষ্টি করেছেন। আর এতে প্রত্যেক প্রকার ফল জোড়া জোড়া করে ১৪২১ দুই লিঙ্গে সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনকে রাত দিয়ে ডেকে দেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَفِی الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِیْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَیْرُ صِنْوَانٍ یُّسْقٰی بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۫ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰی بَعْضٍ فِی الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝۵

৫। আর পৃথিবীতে পাশাপাশি অবস্থিত (বিভিন্ন প্রকারের) ভূখন্ড রয়েছে এবং বহু আঙ্গুর বাগান, শস্যক্ষেত এবং খেজুর গাছও (রয়েছে)। (এগুলো) একই মূল থেকে গজিয়ে উঠে এবং (অন্যগুলো) এভাবে গজায় না। (এসবই) একই পানি দিয়ে সিঞ্চিত। অথচ ফলের১৪২২ দিক থেকে আমরা একটিকে আরেকটির চেয়ে উৎকৃষ্টতা দান করেছি। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

১৪২১। যদিও এই আয়াত শুধু ফলের প্রতি ইঙ্গিত করেছে, অন্যত্র কুরআন করীম ব্যক্ত করেছে যে আল্লাহ্ তাআলা সকল বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন (৩৬:৩৭, ৫১:৫০)।

এটা এমন এক বাস্তব সত্য যা সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কুরআনই সর্বপ্রথম বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেছে। বৈজ্ঞানিকগণ অজৈব পদার্থের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষ অর্থাৎ জোড়া আবিষ্কার করার কাজে লেগে গেছেন। এই আয়াত এই বাস্তব ঘটনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে যে প্রাকৃতিক বিধান বা নিয়মের অধীনে সকল বস্তুরই যেমন জোড়া রয়েছে, তেমনি মানবের বৃদ্ধি ও বিচারশক্তির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। স্বর্গীয় জ্যোতি বা নূর যদি মানব বুদ্ধির উপর পতিত না হয় তবে মানুষ প্রকৃত জ্ঞান পেতে পারে না। ইলহাম এবং মানবের বৃদ্ধিশক্তি এই দুয়ের সংযোজন বা সম্মিলন নির্ভুল ও সত্য জ্ঞানের জন্ম দেয়।

১৪২২। এই বাক্য বুঝাচ্ছে যে, একই পানি সিঞ্চিত বৃক্ষরাজি স্বাদে ও রঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ফল দিয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) একই শহরে এবং একই জনগোষ্ঠীতে বাস করে কেন তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবেন না, বিশেষত তিনি যখন ওহী ইলহাম ভিত্তিক জীবনীশক্তির দ্বারা প্রতিপালিত এবং বিরুদ্ধবাদীরা শয়তানের অধীনে লালিত?

হাদীস শরীফ

যারা নিজের ঈমানের ওপর অবিচল থাকেন আল্লাহ্ তাআলা তাদের পুরস্কৃত করেন

কুরআন :

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্,' অতঃপর তারা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকে, তাদের ওপর ফিরিশ্‌তাগণ নাযেল হয় (এই বলে), 'তোমরা ভয় করিও না, এবং দুঃখিত হয়ো না এবং সেই জান্নাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

(সূরা হামীম আস্ সাজ্‌দা)

হাদীস :

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন কথা বলুন যেন আপনি ছাড়া অন্য কাউকে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি (সা.) বললেন বল : আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি তারপর এর ওপর অবিচল হয়ে যাও।

(মুসলিম)

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্,' অতঃপর তারা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকে, তাদের ওপর ফিরিশ্‌তাগণ নাযেল হয় (এই বলে), 'তোমরা ভয় করিও না, এবং দুঃখিত হয়ো না এবং সেই জান্নাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে"

ব্যাখ্যা :

যুগে যুগে যারা আল্লাহ্‌র বাণীকে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের বড় বড় বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনকি সত্যের জন্য নিজের জান-মাল আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করতে হয়েছে। সত্যের ওপর অবিচল হয়ে যাওয়া একটি মহান গুণ এ গুণের চরম বিকাশস্থল হলেন আল্লাহ্‌র নবীগণ। তাঁরা নিজেদের জীবনে ইস্তেকামাত ও ধৈর্য দেখিয়ে তাঁদের অনুসারীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে থাকেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যারা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পর ঈমানের জন্য অবিচল থাকে, পৃথিবীর কোন বিরোধিতার পরওয়া করে না-খোদা তাআলা তাদের হৃদয়কে প্রশান্তি দেন। তাঁদের জন্য জান্নাত রেখেছেন। অর্থাৎ, সত্যকে গ্রহণ করার পর তাঁরা নিজেদের জীবনকে সত্যের ওপর পরিচালিত করে। এর ফলে তাঁদের কর্ম তাঁদেরকে জান্নাতের হকদার করে দেয়।

উপরোক্ত হাদীস হতে এ বিষয়টি জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পর এর ওপর নিষ্ঠাবান ও অবিচল থাকলে পৃথিবী কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ্‌কে এক অদ্বিতীয় মানার পর তাঁর সাথে কোন ধরনের অংশীদার না করা আসল বিষয়। সকল মিথ্যা হতে মুক্ত হয়ে–ওয়াহেদ লা শারীক– অংশবিহীন খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে কোন ধরনের ভয়ের আশঙ্কা থাকবে না। আর এ সব কিছু নির্ভর করে আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তির আনুগত্যের মধ্যে। তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি আমাদেরকে অবিহিত করেন যে, কোন বিষয়টি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ আর কোনটি অসন্তুষ্টির। তাই হযরত রসূল করীম (সা.) বলছেন যে, এক-অদ্বিতীয় খোদার ওপর ঈমান এনে এ বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকলে তোমার কোন ভয় নেই। খোদা স্বয়ং তোমার অভিভাবক হয়ে যাবেন।

আল্লাহ্‌র পথে নানা ধরনের পরীক্ষা আসে-যাতে তিনি দেখেন যে, কে তার ওপর আস্থা রাখে। এভাবে যারা নিজের ঈমানের ওপর অবিচল থাকেন আল্লাহ্ তাআলা তাদের পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন আমাদের ঈমানে দৃঢ় প্রত্যয় দেখাই এবং খোদার আশিসের ভাগীদার হই, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

মুসলমানরা কুরআনের সুমহান শিক্ষাকে পরিত্যাগ করবে এবং এমন সব বিভ্রান্তিকর বিদা'তের অনুসরণ করবে যা কুরআন থেকে প্রমাণিত নয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

আল্লাহ্ তাঁর আদি জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতেন, শেষ যুগে খ্রীষ্টান জাতি সত্য ধর্মের সঠিক পথের বিরোধিতা করবে এবং সম্মানিত প্রভুর পথে বাধা সৃষ্টি করবে ও প্রকাশ্য মিথ্যাচার করবে। একই সাথে তিনি এটিও জানতেন, সে যুগে মুসলমানরা কুরআনের সুমহান শিক্ষাকে পরিত্যাগ করবে এবং এমন সব বিভ্রান্তিকর বিদা'তের অনুসরণ তারা করবে যা কুরআন থেকে প্রমাণিত নয়। ধর্মের জন্য সহায়ক এবং মু'মিনদের ঈমানী পোষাকের সৌন্দর্য বর্ধনকারী বিষয়াবলীকে তারা পরিত্যাগ করবে। তারা বিদা'ত, কুপ্রবৃত্তি ও দুষ্কৃতিপরায়ণতার ধ্বংসাত্মক গহ্বরে পতিত হবে। নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ধর্ম বলতে তাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

এ যুগে দু'শ্রেণীর সীমালঙ্ঘনকারীদের সংশোধন ও মিথ্যাবাদীদের মুখ বন্ধ করার জন্য তখন অনুগ্রহ ও করুণার নিদর্শনস্বরূপ তিনি এক ব্যক্তিকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনার দাবি ছিল, প্রেরিত ব্যক্তির নাম খ্রীষ্টানদের সংশোধনের নিরিখে 'ঈসা' আর মুসলমানদের তরবিয়তের নিরিখে 'আহমদ' রাখা, এবং তাঁকে উভয় দলের রীতি-নীতি ও পথ ঘাট ভালভাবে অবগত করা।

অতএব তিনি তাঁকে উল্লেখিত দু'টো উপাধি দিয়েছেন এবং উভয় পানীয় থেকে পান করিয়েছেন আর তাঁকে মু'মিনদের দুঃখবিমোচনকারী ও খ্রীষ্টানদের নৈরাজ্য নির্মুলকারী নিযুক্ত করেছেন। অতএব খোদার দৃষ্টিতে একদিকে তিনি ঈসা এবং অপরদিকে আহমদ। সুতরাং তুমি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মত আচরণ পরিহার কর আর বিরোধিতা ও অন্যায়ের পথ এড়িয়ে চল, সত্যকে গ্রহণ করো আর কৃপণদের মতো হয়ো না। নবী (সা.) যেখানে তাঁকে মসীহের গুণে গুণান্বিত আখ্যা দিয়েছেন বরং তাঁকে ঈসা নাম দিয়েছেন আর তাকে তাঁর নিজ মহান সত্তার গুণে গুণান্বিত আখ্যায়িত করেছেন এবং মুস্তফা সদৃশ 'আহমদ' নামে অভিহিত করেছেন। তোমার জানা উচিত, তিনি যে এ দু'টো নাম পেয়েছেন তা দু'টো সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টির কারণে।

সুতরাং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি ও বন্দীর প্রতি সহমর্মীতার ন্যায় তাদের খাতিরে ব্যথিত হবার কারণে স্বর্গের অধিপতি তাঁকে ঈসা নাম দিয়েছেন। অনুরূপভাবে নবী (সা.)-এর উম্মতের জন্য তাঁর গভীর হিতাকাঙ্ক্ষিতার কারণে তাঁকে আহমদ নাম দিয়েছেন। তাদের ভয়াবহ মতভেদ এবং ঘৃণ্য জীবন দেখে তাঁর মর্মপীড়া আরও বেড়ে যায়। সুতরাং তোমার জেনে রাখা উচিত, প্রতিশ্রুত ঈসাই আহমদ আর প্রতিশ্রুত আহমদই ঈসা। এ সমুজ্জ্বল রহস্যকে অবজ্ঞা করো না। তুমি কি অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা আর খ্রীষ্টানদের হাতে যা ঘটেছে তা দেখছো না?

তুমি কি দেখছো না, আমাদের জাতি ধর্মীয় সংস্কার ও ধর্মীয় শিক্ষাকে কলুষিত করেছে? শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে করতে তাদের অধিকাংশের জ্ঞান জোনাকীর আলোর ন্যায় ক্ষীণ এবং তাদের আলেমরা মরুভূমির মরীচিকাতুল্য হয়ে গেছে। দুস্কৃতির অনুসরণ তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং মানব স্বভাব বিরুদ্ধ সব অপকর্ম এক পর্যায়ে তাদের জন্য স্বভাবসিদ্ধ বাসনার রূপ নিয়েছে আর তারা নাছোড়বান্দার ন্যায় জাগতিকতার প্রতি আসক্ত হয়েছে।

(সির্‌রুল খিলাফাহ্ পুস্তকের
বাংলা সংস্করণ পৃঃ ৭১-৭২ থেকে উদ্ধৃত)

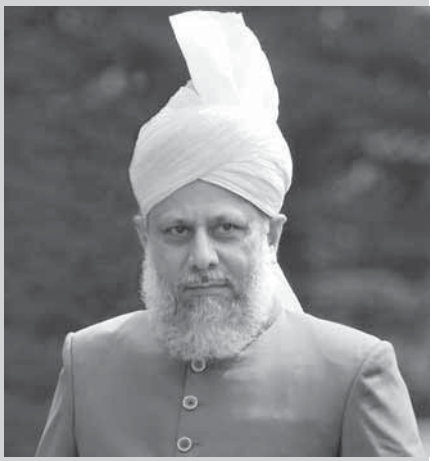

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনের ফেলথামস্থ বাইতুল ওহীদ মসজিদে প্রদত্ত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২-এর (২৪ তবলীগ, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (সূরা আল্ জিন্: ১৯)

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (সূরা আল্ আ'রাফ: ১৯)

এই আয়াত দ্বয়ের অনুবাদ হচ্ছে: এবং মসজিদ সমূহ আল্লাহরই জন্য। অতএব আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে ডেকো না। এটি সূরা জিন্ এর আয়াত। পরবর্তী আয়াত সূরা আ'রাফে থেকে নেয়া যার অনুবাদ হল, তুমি বল, আমার প্রভূ-প্রতিপালক ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ ও যে, তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজেদের মনোযোগ (আল্লাহ্‌র দিকে) নিবদ্ধ রেখো এবং পুরো আনুগত্যের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তাঁকে ডাক। তিনি যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন সেভাবে (মৃত্যুর পর তাঁর দিকে) ফিরে যাবে।

আলহামদুলিল্লাহ্, এ অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ করে আজ আমরা এর উদ্বোধন করার সুযোগ লাভ করছি। সকলের জ্ঞাতার্থে বলছি, এ অঞ্চলকে ফেলথাম বলা হয় যা হন্সলো এর নিকটে অবস্থিত। এটি আঞ্চলিক মসজিদ। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের এটি যৌথ মসজিদ বরং এখানকার রিজিওনাল আমীর সাহেবের কথায় মনে হল, এটি তাদের জামে মসজিদ হবে। আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত এ অঞ্চলের এটিই বড় মসজিদ যেখানে মানুষ দৈনিক নামায এবং জুমুআর জন্য আসবেন। আর এটিই মসজিদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের সর্বত্র মানুষ মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য লাভ করবে, আমি এই দোয়াই করি যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছার বাস্তবায়ন এবং প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যমে আমাদের মসজিদ ইসলাম ও আহমদীয়া জামাতের পরিচয়ের কারণ হয় এবং তবলীগের নতুন নতুন ক্ষেত্র উম্মোচিত হয় বরং বিশ্ববাসী প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা জানতে পারে। কারণ বর্তমান যুগে কেবল আহমদীয়া জামাতই একমাত্র জামাত যারা খাঁটি ইসলামকে পৃথিবীবাসীর সামনে উপস্থাপন করতে পারে। মসজিদ নির্মাণ করা আমাদের জন্য আর একটি কারণেও গুরুত্বপূর্ণ তাহলো, হাদীসে আছে, হযরত আয়শা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, বরং নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা প্রত্যেক গোত্রে, বা প্রত্যেক পাড়ায় বা বাড়ীতে মসজিদ বানাও। সে যুগে মানুষ সাধারণত গোত্রবদ্ধভাবে মহল্লা বা পাড়ায় বসবাস করত। বরং আজকালও আপনারা দেখবেন, বিভিন্ন জাতির মানুষ বিভিন্ন দেশে গিয়ে একই অঞ্চলে একত্রে বসবাস করতে পছন্দ করে। চীনারা যেখানেই যায় 'চায়না টাউন' আবাদ করে। যাহোক এই হাদীসে আছে, প্রত্যেক এলাকায় মসজিদ বানাও এবং মসজিদগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতেও মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ রয়েছে। বিশেষ করে আহমদী মুসলমানদের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম যেন সমষ্টিগত ইবাদতের জন্য একটি পরিষ্কার পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্থানের ব্যবস্থা করা যায়, এর বিশেষ আয়োজন হয়। একই সাথে আজকাল যখন ইসলামের বিরুদ্ধে অগণিত ভুল ধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে এমন সময় ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা যেন মানুষের সামনে তুলে ধরা যায়। এতদাঞ্চলে যদিও সাউথ হল ও হন্সলোতে আমাদের কেন্দ্র আছে আর আমাকে বলা হয়েছে, এছাড়া আরো কয়েকটি কেন্দ্র আছে যেখানে নামাযের সময় সবাই সমবেত হন, জামাতের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিও সেখানে করা হয়, বহিরাগতদের নিয়েও অনুষ্ঠানাদি করা হয় কিন্তু পরিকল্পিত (যথারীতি) মসজিদ থাকলে অবশ্যই আরো নতুন নতুন পথ খুলে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে অত্র অঞ্চলের 'হেয' জামাতও মসজিদ নির্মাণ করেছে এবং আগামী সপ্তাহে এর শুভ উদ্বোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

যে মসজিদ থেকে এখন খুতবা দেয়া হচ্ছে যদিও এটি পারপাস বিল্ট মসজিদ নয় বা বিশেষভাবে মসজিদের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়নি, একটি অফিস ভবনকে মসজিদে রূপান্তর করা হয়েছে। একইভাবে হেযেও কমিউনিটি সেন্টারকে মসজিদের রূপ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব মসজিদকে ইসলামী শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে পরিণত করুন এবং আমাদের ঈমানের উন্নতির কারণ হোক। ঈমানের উন্নতির বিষয়টি প্রতিটি মসজিদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। মসজিদের গুরুত্ব ও এর উদ্দেশ্যের প্রতি তোমাদের কতটা লক্ষ্য

রাখা উচিত তা আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনের অন্যস্থানেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

যাহোক এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মসজিদ এমন স্থান যা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার জন্য । এখানে যারা আসবে তারা যেন একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে আসে এবং মসজিদে যেন কখনো কুফর,(অবিশ্বাস) শির্ক (অংশীবাদিত্ব) এমনকি বৈষয়িক কোন কথাবার্তাও না হয়। এজন্যই মহানবী (সা.) ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা এমনকি হারানো বিজ্ঞপ্তি দিতেও বারণ করেছেন। তবে হ্যা! আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের পর যেসব বিষয়ের অনুমতি রয়েছে তা হল, আল্লাহ্ তা'লার বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ, জগদ্বাসীকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করার পরিকল্পনা করা এবং তদনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করা, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কল্যাণের উপকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা এবং সে উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রস্তুত করা। পঠিত প্রথম আয়াতটি হলো فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ডেকো না। এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হল যে, আমরা সাধারণত জগদ্বাসীকে এ কথা বলে থাকি, আমাদের মসজিদ সবার জন্য উন্মুক্ত। এর একটি অর্থ হল, একজন মানুষ সে যে কোন ধর্মের অনুসারী হোক বা নাস্তিক হোক বা সে যা-ই হোক না কেন এখানে আসতে পারে, আসে এবং তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানও হয়। কিন্তু আমাদেরকে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার এ আদেশ স্মরণ রাখতে হবে, মসজিদ কেবল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের স্থান। আমরা যদি অন্য কোন ধর্মাবলম্বিকে ইবাদতের অনুমতি দেই তবে তা হতে হবে শুধু আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ। কেননা প্রতিটি ধর্মেই এক খোদার বিশ্বাস পাওয়া যায়। অতএব যতটা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অংশ তা তোমরা নিঃসন্দেহে আমাদের মসজিদসমূহে পালন করতে পার এবং যা প্রতিমাপূজার অংশ, শির্কের অংশ তা অবশ্যই মসজিদের বাহিরে গিয়ে করতে হবে। এ শর্ত সাপেক্ষে যে কোন ধর্মের অনুসারী আমাদের মসজিদে এসে ইবাদত করতে পারে। মসজিদ এমন একটি স্থান যেখানে নিশ্চিতরূপে শির্ক বা অংশীবাদিতার কোন স্থান নেই। وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا অর্থাৎ নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ কেবল আল্লাহ্‌র জন্য, এগুলো নির্মাণের উদ্দেশ্য এক খোদার ইবাদতের লক্ষ্যে একত্রিত হওয়া। এটি আল্লাহ্ তা'লার ঘর আর আল্লাহ্ তা'লাই বলেছেন, ইবাদতের জন্য যদি আমার ঘরে আস তবে শুধু আমারই ইবাদত কর এবং আমার শিক্ষা মেনে চল। এর পূর্ববর্তী আয়াতেও একই বিষয় আলোচিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা এক ও অদ্বিতীয় সত্তা এবং তাঁকে ছেড়ে যারা দূরে যাবে তারা শাস্তি পাবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভূত হওয়ার পর তো এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন তাঁর একত্ববাদ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবেন আর মসজিদ হল সেই উদ্দেশ্য সাধনের একটি মাধ্যম। এখন শুধুমাত্র মসজিদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ ও সত্যতা বিস্তার লাভ করবে।

অতএব সেই সকল লোক যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার দাবীদার এবং আমরা যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগমনকারী তাঁর নিষ্ঠাবান দাসের জামাতভূক্ত বলে দাবী করি, এখন আমাদের দায়িত্ব এবং আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এটিই হওয়া উচিত, একনিষ্ঠভাবে এক খোদার ইবাদতের উদ্দেশ্যে আসা যেন মানসম্মত ইবাদত হয় এবং খোদা তা'লার সাথে এক জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর একই সাথে আমরা যেন সত্যের এই আলোকে জগতময় বিস্তারের কারণ হতে পারি। অতএব যেহেতু আমাদেরকে সত্যের আলোকে জগতে বিস্তৃত করতে হবে তাই কেবল বাহ্যিক ইবাদতের দাবী করাই যথেষ্ট হবে না বরং এ আলোতে নিজেকেও আলোকিত করতে হবে।

আমি সূরা আ'রাফের দ্বিতীয় যে আয়াতটি পাঠ করেছি, তাতে আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ যেক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-কে প্রদান করা হয়েছে সেখানে এটি প্রত্যেক প্রকৃত মু'মিনের জন্যও প্রযোজ্য যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনার দাবী করে।

অতএব এখানে সর্বপ্রথম এ ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ রয়েছে, আমরাই তারা যাদেরকে সুবিচার প্রতিষ্ঠা, অধিকার প্রদান, সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের ঊর্ধ্বে থাকা এবং তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর যাদের অবস্থা এরূপ হয়, তারাই খোদা তা'লার দিকে পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে তার প্রকৃত ইবাদত করে থাকে। অতএব পবিত্র হৃদয়ের ব্যক্তিরাই প্রকৃত অর্থে ইবাদত করে থাকে। যাদের স্বভাবে পুণ্য, পবিত্রতা এবং ন্যায়পরায়ণতা নেই তারা না বান্দার অধিকার প্রদান করে আর না-ই আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করে। এক ক্ষেত্রে যদি ভাল ও ন্যায়পরায়ণ হয় তবে অন্য বিষয়ে এসব লোকদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয় না।

অতএব তাক্বওয়া-ই সুবিচার প্রতিষ্ঠা আর তাক্বওয়া-ই আল্লাহ্ তা'লার দিকে পূর্ণ মনোযোগ প্রদানের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং একমাত্র তাক্বওয়াই ইবাদতের দায়িত্ব পালনে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নামাযের সময় যখন মসজিদ অভিমুখী হও তখন যদি কোন মানবিক কারণে জাগতিকতা বা তোমাদের ব্যক্তি স্বার্থ তোমাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে তখন নামাযের আহ্বানের সাথে সাথেই তোমাদের মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের প্রতি নিবদ্ধ হওয়া উচিত আর তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দাদের শ্রেণীভূক্ত করা উচিত। নতুবা এসব ইবাদত বিফল, অথবা মসজিদে আগমন নিরর্থক। অতএব যেক্ষেত্রে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে খোদা তা'লাকে আহ্বান করার আদেশ রয়েছে সেক্ষেত্রে ইবাদতের উন্নত মানে অধিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে যে ঐশী নির্দেশাবলী রয়েছে সেগুলো অনুসরণের শর্তও জুড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীও মেনে চলতে হবে, আমল করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং তাক্বওয়া এ দু'টি বিষয়ই আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান নিশ্চিত করে এবং এ সবকিছুই অবশেষে এক বান্দাকে খোদা তা'লার ইবাদতকারী বান্দার সম্মান প্রদান করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ । অর্থাৎ তিনি যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, সেভাবে তোমাদের মৃত্যুর পর তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দিকে ফেরত যাবে। মানুষের স্মরণ রাখা উচিত, এ জগতের কৃতকর্ম পরকালের পুরস্কার বা শাস্তির কারণ হবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের দৈহিক সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর এবং জীবন – এ বিষয়ের প্রতি তোমাদের

মনোযোগ আকৃষ্ট করা উচিত যে, মৃত্যুর পরের জীবনেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে যার মধ্য দিয়ে আত্মাকে অতিক্রম করতে হবে। অতএব উক্ত পারলৌকিক জীবন এবং আত্মার সঠিক ও উত্তম লালন পালনের জন্য নিজের জাগতিক কর্মসমূহ সম্পর্কে ভাব। আর এটি তখনিই সম্ভব যদি প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা হয়, নিজের ইবাদতগুলোকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উৎসর্গ করা হয়, তাঁর নির্দেশাবলী পুরোপুরী মানার চেষ্টা করে আর ইবাদতের সময় যদি এ চেতনা থাকে যে, খোদা তা'লার সামনে দাঁড়ানো আছি। আর বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোসংযোগপূর্বক ইবাদতই আমাকে এ জগতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন করবে এবং পরকালেও। খাঁটি ইবাদত কীভাবে হতে পারে, নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র কেমন চিত্র মাথায় থাকায় উচিত এ মর্মে এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

'বড় কথা হলো, পবিত্র কুরআনে লিখা আছে 'মুখলেসীনা লাহুদ্দীন' অর্থাৎ পুরো আনুগত্যের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে খোদাকে স্মরণ করা উচিত আর তাঁর অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা উচিত'। আল্লাহ্ তা'লার অগণিত অনুগ্রহ রয়েছে মানুষের প্রতি। বিশেষ করে যারা এখানে বসবাস করছে, তারা ধর্মীয় স্বাধীনতা পাচ্ছে আর জাগতিক ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার অনেক কৃপা ও অনুগ্রহ তাদের উপর রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, 'এই অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করা দরকার। নিষ্ঠা থাকা উচিত এবং এ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, খোদা আমাকে দেখছেন। তাঁর প্রতি এমনভাবে মনোযোগ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত যাতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁকেই একমাত্র প্রভু ও কর্মবিধায়ক জ্ঞান করা হচ্ছে। ইবাদত সংক্রান্ত নীতির সার বিষয় হল, এমনভাবে দন্ডায়মান হওয়া যেন সে খোদাকে দেখছে বা খোদা তাকে দেখছেন। সকল প্রকার নোংরামী ও অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়া, তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য মাথায় রাখা উচিত। দোয়ায়ে মাসুরা (মহানবীর শিখানো দোয়া) এবং অন্যান্য দোয়ার মাধমে খোদা তা'লার কাছে অজস্র ধারায় আকুতি মিনতি করা উচিত। অধিক হারে তওবা ও ইস্তেগফার করা উচিত। আর বার বার নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করা উচিত যেন আত্মশুদ্ধি লাভ হয়, খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তাঁর ভালবাসায় বিলীন হওয়া যায়'। অতএব এটি সেই অবস্থা যা এক মু'মিনকে নিজের মাঝে সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিত আর মসজিদ এ অবস্থা সৃষ্টির এবং একথা স্মরণ করানোর সর্বোত্তম মাধ্যম।

অতএব আমাদেরকে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, মসজিদ নির্মাণের কারণে আমাদের দায়িত্ব পূর্বের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে গেল। যেখানে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদত সংক্রান্ত দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবে সেখানে আল্লাহ্ তা'লার অন্যান্য আদেশ-নিষেধ পালনের প্রতিও মনোযোগী হতে হবে। পূর্বের চেয়ে অধিক মানোযোগ দিতে হবে নতুবা মুখলেসীনা লাহুদ্দীন এর উপর আমরা আমলকারী সাব্যস্ত হবো না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, 'এটি এমন এক যুগ! যখন লোক দেখানো, আত্মশ্লাঘা, স্বার্থপরতা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, অহম ও প্রভৃতি নীচ অভ্যাস অনেক বেড়ে গেছে। আর মুখলেসিনা লাহুদ্দীন প্রভৃত্তি উত্তম গুণাবলী হিসেবে যা ছিল তা হারিয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর এবং তাঁর নিকট সমর্পণ প্রভৃতি গুণাবলী বিলুপ্ত প্রায়'। অর্থাৎ জাগতিকতার উপর নির্ভরতা ও অহংকার-অহমিকা ইত্যাদি বেড়েই চলেছে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা কম, বরং অন্যান্য খোদার প্রতি অধিক মনোযোগ দেখা যায়। আল্লাহ্ তা'লা যে প্রকৃত রব বা প্রতিপালক সে দিকে মনোযোগ অতি সামান্য। ইবাদতের দায়িত্ব পালন করা হয় না। যে কাজ আল্লাহ্ তা'লা সোপর্দ করেছেন, যেসব নেককর্মের তিনি আদেশ দিয়েছেন তার প্রতি একেবারেই মনোযোগ দিচ্ছে না। তিনি (আ.) বলেন, 'তাহলে এমন মানুষ মুখলেসিনা লাহুদ্দীন কীভাবে হতে পারে? কীভাবে এ অধিকার প্রদান করতে পারে? তিনি বলেন, 'খোদার ইচ্ছা হচ্ছে, এখন এর বীজ বপন করা'। অর্থাৎ এসব সৎকাজের বীজ বপন। এর অর্থ কি বা এটি কীভাবে বাস্তবায়িত হলো? এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন।

অতএব আমরা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কের দাবী করি তখন জাগতিকতা পরিহার করে আমাদের খাঁটি হতে হবে তবেই আমাদের মসজিদ নির্মাণ সার্থক হবে। ইবাদতের পাশাপাশি নিজেদের কর্মের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। এভাবে যে নিজেকে গড়ে তুলবে সে-ই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাক্য 'খোদা তা'লা চান এখন এ সবের (এসব গুণাবলী) বীজ বপিত হোক' এ বাক্য কেবল কিছু শব্দের সমাহার নয় বরং মানব প্রকৃতিতে এ বিপ্লব এরূপ বীজ বপনের ফলেই হয়েছে। আজ হতে ১২৩ বছর পূর্বে যে বীজ বপন করা হয়েছিল তার ফলেই লক্ষ লক্ষ পুণ্যাত্মার সৃষ্টি হয়েছে, এসব পুণ্যবান বান্দারূপী ফল তাঁকে দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লার এ ব্যবহার আজও অব্যাহত রয়েছে। জামাতে যারা নতুন যোগ দিচ্ছে তাদের শুধু একটিই চিন্তা কীভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে, কীভাবে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন হবে এবং কীভাবে ইবাদতের মান উন্নত করা যায়। আর কীভাবে (ইবাদতের) উচ্চ মার্গে উপনীত হওয়া যায়, যার ফলে বান্দা আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে? আমার সামনে এখন যারা বসে আছেন তাদের অধিকাংশের পিতা বা পিতামহ আহমদী হয়েছেন, তাঁরা খোদার অভিপ্রায় বুঝে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন এবং আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই এসব পূণ্যাত্মাদের ইবাদতকে যদি আরো ফলপ্রদ করতে হয় তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য হল, তারা শুধু আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিতই রাখবে না বরং তা আরো দৃঢ় করার চেষ্টা করবে। এটিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতকে অন্যদের মাঝে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করবে। নতুবা বাহ্যিক নামায, রোযা, কুরআন তিলাওয়াত করার কথা তো অনেকেই বলে থাকে আমাদের ও অন্যদের মধ্যে পার্থক তখনই প্রকাশ পাবে যদি আমাদের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা হয় আর জাগতিক বিষয়েও আমরা খোদার সন্তুটির সন্ধানে থাকি। আর তাহলেই মসজিদে গিয়ে ইবাদত করার সময়ও আমাদের দৃষ্টি খোদার প্রতি নিবদ্ধ থাকবে আর পুরো আনুগত্যের চেতনায় তাঁকে ডাকতে পারবো। নামায পড়ার সময় আমাদের মন ব্যবসা-বাণিজ্যে পড়ে থাকবে না, চাকরির প্রতি যাবে না, পার্থিব কামনা-

বাসনার পিছনে ছুটবে না, অন্য কারো কাছ থেকে জাগতিক প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে না বরং সব কিছু খোদার হাতে সোপর্দ করে তাঁরই সমীপে বিনত হতে পারবো। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর আদেশ নিষেধ পালন করতে করতে পারি। আল্লাহ্‌র সেসব নির্দেশ পালনকারী হই যা তিনি পবিত্র কুরআনে আমাদের দিয়েছেন। আমরা যেন পুণ্যকাজে অগ্রগামী হই এবং তাক্বওয়ায় উন্নতি লাভ করি। পাপ ও অত্যাচার এড়িয়ে চলি এবং এর বিরুদ্ধে জিহাদ করি, শুধু এড়িয়ে চলাই নয় বরং এর বিরুদ্ধে যেন আমরা সংগ্রাম করি। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(সূরা আল্ মায়েদা: ৩) অর্থাৎ আর মসজিদে হারামে তোমাদেরকে (প্রবেশ করতে) কোন জাতির বাঁধা দেয়ার (কারণে সৃষ্ট) শত্রুতা যেন তোমাদের সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। আর তোমরা পুণ্য ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

ইসলামের বিরুদ্ধে আজ এ আপত্তি করা হয় যে, এটি কট্টরপন্থী এবং যুদ্ধংদেহী ধর্ম আর বল প্রয়োগ ও তরবারীর বলে প্রসার লাভ করেছে (নাউযুবিল্লাহ্)। ইসলাম বিরোধী সকল ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে ইসলাম তরবারী উঠিয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিরও আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে অপনোদন করেছেন। আয়াতের এ অংশে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার খাঁটি ও নিষ্ঠাবান বান্দাগণ– যাদের উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন, যাদের ইবাদত শুধু খোদার উদ্দেশ্যে হয়, শত্রুর বিপক্ষে তাদের আচরণ এমন হওয়া উচিত যেন কোনভাবেই তাদের উপর অত্যাচার না হয়। যারা অত্যাচার করেছে তার জবাবেও বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

অতএব একজন মুসলমান, যে প্রকৃত বিশ্বাসী, যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি চায়, সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে আপনপর সবার সাথে পূর্ণ সহযোগিতার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং গুনাহ্ ও সীমাতিক্রম অপছন্দ করে, সে কখনো এমন কাজে সাহায্য করতে পারে না কেননা এটি তাক্বওয়া পরিপন্থী। এটি নিজের ইবাদতসমূহ্ নষ্ট করার সমতুল্য। যে নামায পুণ্যকর্মের প্রতিবন্ধক হচ্ছে, সীমাতিক্রম মূলক কাজে মদদ যোগাচ্ছে যা তাক্বওয়া শূন্য এবং লোক দেখানো, আল্লাহ্‌র কাছে এসব নামায ও ইবাদতের কোন মূল্য ও তাৎপর্য নেই। এমন নামাযীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ অর্থাৎ এমন নামাযীদের জন্য দুর্ভোগ। আমরা যারা যুগের ইমামকে মেনে ইসলামের বিধি-নিষেধের উপর চলার অঙ্গীকার নবায়ন করেছি, আমাদের কারো কাছে এটি আশা করা যায় না যে, সে মসজিদের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইবাদতের জন্য আসবে কিন্তু পাপ ও বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়ে যাবে। অতএব এখানে বসবাসকারী আহমদীদের এসব অঞ্চলের লোকদের ভুল ধারণা দূর করতে হবে। মসজিদ নির্মাণের ফলে তবলীগের পথ যেমন সুগম হয়, তেমনি বিরোধিতাও বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা এজন্য হয় যে, তাদের আলেমরা আহমদীয়াতের ভ্রান্ত চিত্র তুলে ধরে থাকে। বলা হয়, আহমদীরা (নাউযুবিল্লাহ্) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খতমে নবুয়ত পদমর্যাদাকে কুক্ষিগত করেছে। অথচ আহমদীরা সর্বদা ঘোষণা করে থাকে, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খাতামান্নাবীঈন মর্যাদায় সর্বাধিক বিশ্বাসী। তাঁর (সা.) খাঁটি প্রেমিক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এর সঠিক জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করেছেন। যাহোক আমাদেরকে মুসলমানদের বিরোধিতার সম্মুখীনও হতে হয়। অনুরূপভাবে স্থানীয় অমুসলমানরা তাদের মাথায় ইসলাম সম্পর্কে লালিত ভুল ধারণার কারণে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আমাদের উপর অত্যাচার করে। কিছু লোক এমনও আছে যারা এমনিতেই বিদেশীদের বিরোধী, তাদের পক্ষ থেকেও বাড়াবাড়ি হয়। আমরা সবদিক থেকেই অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকি।

পরশু রাতেও এখানে মসজিদের দেয়ালে যে অশালীন কথা লেখা হয়েছে বা রং ইত্যাদি ফেলে নোংরা করার চেষ্টা করা হয়েছে এটি সেই শত্রুতারই বহিঃপ্রকাশ যা আমাদের বিরুদ্ধে বা ইসলামের বিরুদ্ধে অমুসলমানদের হৃদয়ে রয়েছে। তাই আমাদেরকে সব ধরনের মানুষের দ্বিধাদন্দ দূর করতে হবে। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আমাদের ইবাদত সমূহ্ খাঁটি ভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে। যখন আমরা মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করব। অনুরূপভাবে আমাদেরকে এটিও স্মরণ রাখতে হবে, পুণ্য ও তাক্বওয়াতে অগ্রগামী হবার জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাঝেই জামাতের মঙ্গল নিহিত। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এমন সুমধুর বানানো প্রয়োজন যেন সবাই দেখে বলে যে, পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জামাতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব। বাজামাত নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসার নির্দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, নেতৃত্বের অধীনে একতাবদ্ধ জামাত সামনে আনা আর সবাই যেন এক সত্তায় পরিণত হয়, পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং মনোমালিন্য দূর হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় আমাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'দুর্বল ভাইদের সাহায্য করা আর তাদের শক্তি যোগানে, রীতি ও নীতি হওয়া চাই। এটি কতই না অশোভনীয় বিষয়-দুই ভাইয়ের, একজন সাঁতার জানে অপর জন জানে না। দ্বিতীয় জনকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করা কি প্রথম জনের দায়িত্ব নয়! নাকি সে তাকে ডুবতে দিবে? তাকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করাই তার জন্য আবশ্যক। এ জন্য পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ التَّقْوَى (সূরা আল্ মায়েদা: ৩)। দুর্বল ভাইদের বোঝা বহন কর। ব্যবহারিক জীবনে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ও আর্থিক দুর্বলতায় তাদের সহমর্মি হও। শারীরিক দুর্বলতা সমূহেরও চিকিৎসা কর। যতক্ষণ দুর্বলদেরকে শক্তিশালীরা শক্তি না যোগাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জামাত, জামাত আখ্যা পেতে পারে না। এর উপায় হল, দুর্বলতা ঢেকে রাখা। সাহাবাদের এ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে- কোন নও মুসলিমের দুর্বলতা দেখে ব্যঙ্গ করবে না। কেননা তোমরাও এমনই দুর্বল ছিলে। একইভাবে বড়দের জন্য আবশ্যক হল, ছোটদের সেবা করা আর ভালবাসা ও স্নেহসূলভ আচরণ প্রদর্শন করা'।

তিনি (আ.) আবার বলেন, 'দেখ! সেই জামাত জামাত হতে পারে না যাদের একে অন্যের কুৎসা করে আর যখন চারজন মিলে বসে তখন একজন তার গরীব ভাইয়ের

কুৎসা ও সমালোচনা করবে, দুর্বল ও গরীবদের অসম্মান করবে আর তাদের তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে। এমনটি কখনো হওয়া উচিত নয় বরং জামাতবদ্ধ হবার সুবাদে শক্তি ও ঐক্য পরিলক্ষিত হওয়া চাই যার ফলে ভালবাসা ও বরকত সৃষ্টি হয়। কেন চারিত্রিক শক্তিকে ব্যাপকতর করা হয় না? যদি সহমর্মিতা, ভালবাসা, ক্ষমা ও দয়াকে সার্বজনীন করা হয় আর সমস্ত অভ্যাসের উপর দয়া, সহমর্মিতা ও দোষত্রুটি গোপন করাকে অগ্রগণ্য জ্ঞান করা হয় তাহলে ছোট ছোট বিষয়ে এত কঠোর ভাবে ধৃত করা উচিত নয় যা লোকদের মনোকষ্ট ও মর্মপীড়ার কারণ হয়। পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং পরস্পরের দুর্বলতা সমূহ ঢেকে রাখার সুবাদেই জামাত গড়ে উঠে। যখন এ অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন সবাই এক সত্তায় পরিণত হয়ে একে অন্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিণত হয় আর পরস্পরকে আপন ভাইয়ের চেয়েও প্রিয়তর জ্ঞান করে। খোদা তা'লা সাহাবীদেরকেও এই রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়েছেন। তারা যদি স্বর্ণের পাহাড়ও খরচ করত তবুও এই ভ্রাতৃত্ব তারা পেতেন না যা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে তারা পেয়েছেন। এই ভিত্তির উপরেই খোদা তা'লা এ জামাতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর এখানেও এমন ভ্রাতৃত্বই প্রতিষ্ঠা করবেন'।

অতএব এই বিপ্লব আনয়নের জন্যই, খোদাভীতিকে জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্‌র অধিকার এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী রহমান খোদার প্রিয় দাসদের একনিষ্ঠ দল সৃষ্টি করার জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছিলেন । কাজেই আমাদের আনন্দ কেবল মসজিদ নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং ধর্মের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে প্রকৃত বান্দা হবার মাঝে নিহিত। এই বস্তুবাদিতার যুগে যখন কিনা চর্তুদিকে মানুষ বৈষয়িক স্বার্থে জাগতিকতার পিছনে হন্যে হয়ে ছুটছে তখন এই সম্মান অর্জন নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণ করবে।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আজকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাচ্ছে। যেখানে অমুসলমানরাও ইসলাম গ্রহণ করে রহমান আল্লাহ্‌র দাসত্ব বরণ করছে সেখানে মুসলমানরাও বিদাত মুক্ত হয়ে প্রকৃত ইসলাম অনুধাবন করছেন আর তাঁর হাতে বয়আত করছেন। আমি প্রারম্ভেই বলেছি, প্রকৃত ইসলাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই এ যুগে মহানবী (সা.)-এর প্রতিনিধিত্বে উপস্থাপন করছেন।

গত পরশুর ডাকে যেসব চিঠি পত্র এসেছে তাতে আমি একটি পত্র দেখছিলাম যা ছিল একজন উজবেক আহমদীর। কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তার অবস্থায় পরিবর্তন এনেছেন সেকথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা, কীভাবে পুণ্যবানদেরকে জামাতভূক্ত আর বিদাতমুক্ত করছে এটি তারই বিবরণ।

তিনি উজবেক ভাষায় যা লিখেন তার অনুবাদ হল- যেই জীবন আমরা এখন অতিবাহিত করছি তাতে এমন কিছু বিষয় ঘটছে যা সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি অনবহিত ছিলাম। অদ্যবধি না এমন কথা শুনেছি না জানতে পেরেছি। উদাহরণ স্বরূপ মৃত ব্যক্তির কবরে গিয়ে কুরআনখানী করা (তাদের সমাজের বিদাতের কথা উল্লেখ করছেন) অথবা ঈসা (আ.)-কে মৃত মনে করা ইত্যাদী। কিন্তু ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেসব পুস্তক অধ্যয়ন করেছি অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়েছি যার মাত্র কয়েকটি উযবেক ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

তিনি বলছেন, যখন আমরা বই পড়ছিলাম তখন মনে হলো আমাদের অন্তরাত্মায় আলো প্রবেশ করে আমাদের শক্তি যোগাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ্ সেই পুস্তকগুলো পাঠের পর আমাদের বিশ্বাস জন্মালো যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার রাস্তা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। আপনার সমীপে দোয়ার আবেদন করছি, দোয়া করবেন জামাত থেকে যে ঐশী শক্তি এবং জ্যোতি লাভ করেছি তা যেন আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছেয়ে যায়।

তিনি আরো লিখেন, মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ যে, পূর্বের বিদাতে কলুষিত জীবন থেকে আমরা মুক্তি লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। কিন্তু যদি আপনি (তিনি তার নিজ গ্রাম সম্পর্কে আরো লিখেন) আমাদের গ্রামের অলি-গলিতে বের হন তাহলে সেখানে এসকল বেদাতে নিমজ্জিত লোকদের দেখতে পাবেন।

দেখুন নবাগতরা কত প্রশংসনীয়ভাবে পূর্বের বিদাত থেকে মুক্ত হচ্ছে তাই আমাদেরকেও বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, এখানে অনেক বুযর্গদের সন্তানরা আছেন তাদের বেদাতকে পরিত্যাগ করা উচিত। কুপ্রথা পরিহার করুন। শুধু যুগের প্রবাহে বয়ে যাবেন না। নয়তো এই নবাগতরা সম্মুখে এগিয়ে যাবে (আপনারা পিছিয়ে থাকবেন)।

আরটিকো বংশের ৬৮ বছর বয়স্ক রাসূল জান নামের ব্যক্তি লিখেন, আমাদের পুরো পরিবার এই বিশ্বাস স্থাপন করছি যে, মসীহ্ মওউদ এসে গেছেন আর আমাদের ইচ্ছা, আমাদেরকে যেন সাক্ষীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আর সেই সাথে আমরা আপনার কাছে এ আবেদনও করছি, দোয়া করুন যেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ইসলামের আলেম এবং মুসলমান ডাক্তার সৃষ্টি করেন। হ্যাঁ! তাদের দেশে ডাক্তারেরও ঘাটতি আছে। কিন্তু নামধারী উলামাতো এখনো তাদের কাছে আছে, তিনি সেই প্রকৃত আলেম সৃষ্টির জন্য দোয়ার আবেদন করছেন যারা রহমান খোদার প্রকৃত দাস হবে যারা সঠিক অর্থে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মান্যকারী হবে। তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব সূচারুরূপে পালনকারী হবে ।

একোনসা কটো সাহেব সম্পর্কে সেখানকার মুবাল্লেগ লিখেন, তিনি আহমদীয়াতের চরম বিরোধী ছিলেন। প্রথমে তার ছেলে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন আর তিনি বিরোধিতা করতে থাকেন বরং তাকে শাসাতে থাকে যে, তোমাকে ঘর থেকে বের করে দিব। কিন্তু ২০০৮ সালের খিলাফত জুবিলীর জলসায় তিনি কোনভাবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান। আর এই জলসা তার উপর এমন প্রভাব ফেলে যে, তিনি বয়আত করে ফেলেন। মুবাল্লেগ লিখেন, তিনি এখন এতই নিবেদিত প্রাণ যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে মহানবীর প্রতি প্রেমের কারণে এক অসাধারণ ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে যখন আমাদের সাথে বাহাস হত তাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভয়াবহ ঘৃণা প্রকাশ করতেন। কিন্তু এখন অবস্থা পাল্টে গেছে আর সৈয়দনা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখেন এবং তাঁর জন্য নিবেদিত। প্রথম দিকে যখন তাকে জামাতী বই-পুস্তক দিতাম তখন তিনি অনেক আপত্তি করতেন আর বর্তমান অবস্থা এমন যে, তিন বলেন,

'ইসলামী নীতি দর্শন' (উজবেক অনুবাদ) প্রথমে আমি একবার পাঠ করি এবং উপভোগ করি, দ্বিতীয়বার পাঠ করে আমি আরো আনন্দ পাই। এখন আমি তৃতীয়বার পড়ছি অধিক আনন্দ পাচ্ছি।

অতএব এই হল নতুন আগমনকারীদের ঈমানের চিত্র। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা উন্নতি করেই চলছে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে মিনতি করছি, সেই সময় অচিরেই আসুক যখন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামকে এখানেও পূর্ণ হতে দেখব আর বালুকণার ন্যায় এখানে আহমদী যেন আমাদের চোখে পড়ে। (এটিও তদানিন্তন রাশিয়ার একটি দেশ)

অতএব এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে পৃথিবী অবহিত হচ্ছে। এটি সেই এলাকা যেখানে আমাদের মসজিদ নেই বরং প্রকাশ্যে তবলীগেরও অনুমতি নেই, আর আহমদীয়াতের পরিচিতি তুলে ধরাও সম্ভব নয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়াকে গ্রহণ করে জগতের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিজ থেকেই লোকদের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হচ্ছে। আর আহমদীয়াতের বিজয়ও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা দোয়ার মাধ্যমেই হবে।

আমাদের যারা পৃথিবীর এসব দেশে অর্থাৎ পশ্চিমা দেশে বসবাস করে, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতাও আছে আর ইবাদতেও কোন বাঁধা নেই– তাদের উচিত এসব দেশে বসবাসকারীদের জন্য দোয়া করা। যেসব রাশিয়ান দেশের কথা আমি উল্লেখ করেছি এছাড়া আরও কয়েকটি মুসলমান দেশেও আমাদেরকে স্বাধীনভাবে তবলীগের অনুমতি দেয়া হয় না, আল্লাহ্ তা'লা এসব নিষেধাজ্ঞা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করুন আর তারাও যেন স্বাধীনভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন। যেন নিজেদের মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন। এখানে আমি এসব দেশের ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু এখানকার কাউন্সিলের আইন প্রতিবেশীদের এই স্থায়ী অনুমতি দিয়ে রেখেছে যে, যদি তারা চায় তাহলে যেকোন নির্মাণ কাজে বাঁধা দিতে পারবে। এখানকার মসজিদ নির্মাণের সময়ও কাউন্সিলের পক্ষ থেকে প্রথমে অনুমতি পাবার পরপরই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় আর এ কারণে মসজিদ নির্মাণে কিছুটা বিলম্বও হয়েছে, অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়েছিল। আমি মনে করি, আল্লাহ্ তা'লা এখানকার আহমদীদের দোয়া গ্রহণ করেছেন এবং শুনেছেন। এই মামলা আদালত পর্যন্ত গড়ালে আদালতে আমাদের পক্ষে রায় প্রদান করা হয় বরং মামলার সমস্ত ব্যয়ভারও কাউন্সিলকে বহন করতে হয়েছে।

অতএব এভাবে এখানকার আহমদীরা আদালত থেকে সুবিচার পেয়েছে। তাই আহমদীদেরকে আদালতের প্রতিও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতিও এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কাছে অধিক বিনত হওয়া প্রয়োজন। এই মসজিদের সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা উচিত। আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা হিসেবে নিয়মিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের লক্ষ্যে সবসময় মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে নামাযীদের আসা উচিত।

একটি হাদীসে এসেছে। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, ফিরিশ্‌তাগণ তোমাদের প্রত্যেক সে ব্যক্তির জন্য দোয়ায় রত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের নামাযের স্থানে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি নামায পড়ে ফিরিশ্‌তারা তার ব্যাপারে বলে, হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করে দাও, তার প্রতি করুণা কর। তারা কতই না সৌভাগ্যশালী যাদের জন্য ফিরিশ্‌তারা দোয়া করে। আর তাদের দোয়ার পাশাপাশি এমন লোকদের নিজেদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণের কারণ হয়। যে খোদা তা'লার ক্ষমা ও করুণা লাভ করেছে তার আর কী চাই। যারা আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও দয়ার পাত্র হয় খোদা আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন।

পরিশেষে মসজিদের নির্মাণ সম্পর্কে আমাকে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তাও সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। কীভাবে মসজিদ তৈরী হয়েছে এবং অফিস ভবনের নকশা কীভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে তা প্রারম্ভে কিছুটা বর্ণনা করেছি। এর ক্রয় ও নির্মাণ বাবত প্রায় নয় লক্ষ পাউন্ড ব্যয় হয়েছে। আমার ধারণা আল্লাহ্ তা'লার কৃপার হন্সলোর দু'টি জামাতই বেশীরভাগ ব্যয় নির্বাহ করেছে। আঞ্চলিক অন্যান্য জামাতও হয়ত চাঁদা দিয়ে থাকবে। যদি শুধু হন্সলো ও ফ্যালথাম জামাতের সংখ্যা গণনা করা হয় তাহলে এই জামাতে দু'শতাধিক চাঁদা দাতা রয়েছেন। এই জামাত দু'টির সর্বমোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ছয়শত। তারা এই ব্যয় নির্বাহ করে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। যদি রিজিওনকেও হিসাবে ধরা করা হয় তাহলে চাঁদা দাতার সংখ্যা সর্বোচ্চ চারশত হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি অনেক বড় অংক। এ জামাতগুলো আল্লাহ্‌র কৃপায় অনেক বড় আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের কুরবানীকে গ্রহণ যোগ্যতার মর্যাদা দান করুন। বিশেষ ভাবে ছয়জন এমন সদস্য আছেন যারা বেশ মোটা অংকের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তারা প্রায় দুই লক্ষ আশি হাজার পাউন্ড দিয়েছেন। একজন লক্ষাধিক পাউন্ড দিয়েছেন। অন্যান্যরা বিশ হাজার থেকে নিয়ে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার ধন ও জনসম্পদে প্রভূত বরকত দিন।

পরিশেষে স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে বলছি, মসজিদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব দশ, বিশ, পঞ্চাশ বা লক্ষ টাকা প্রদান করলেই পালিত হয় না। এ উদ্দেশ্য কখনো এভাবে অর্জিত হবে না। প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হবে তা আবাদ করার মাধমে। আর তা কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই আবাদ করতে হবে এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মসজিদ থেকে বাইরে বের হলেও সেই ইবাদতের প্রভাব পরিলক্ষিত হওয়া চাই অর্থাৎ খোদা ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান নিশ্চিত করুন। সৎকর্ম এবং তাক্বওয়ায় অগ্রগামী হোন। এটি যদি হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত সার্থক হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সামর্থ দান করুন। দোয়ার আহবান জানাচ্ছি, পাকিস্তানে আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত অঘটনতো ঘটছেনই। ইন্ডিয়ার হায়দ্রাবাদ দক্ষিণেও আমাদের মসজিদের প্রতি অন্যদের লোভাতুর দৃষ্টি পড়েছে এবং তারা তা জবর দখল করার পায়তারা করছে। সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা অধিক আর তাদের হৈ-হুল্লোড় শাসক গোষ্ঠীকেও প্রভাবিত করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অশুভ পায়তারা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

22nd March 2012
PRESS RELEASE

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

New Mosque opened by World Muslim Leader in West Midlands, UK

Baitul Ghafoor Mosque inaugurated by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

The Ahmadiyya Muslim Jamaat is pleased to announce that on 18 March 2012, its world leader, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, the Fifth Khalifa of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, inaugurated the new Baitul Ghafoor Mosque in Halesowen, a town in the West Midlands.

Upon arriving at the premises, His Holiness officially inaugurated the Mosque by unveiling a commemorative plaque and then offering a silent prayer in thanks to God Almighty. Thereafter a tree was planted by His Holiness to further mark the occasion.

After offering prayers in the Mosque, His Holiness held an audience with local Ahmadi Muslims, in which he reminded them of the great debt they owed the United Kingdom where they were able to practice their religion freely, which was a right denied to them in Pakistan.

An afternoon reception was then held to mark the opening of the Mosque and this was attended by dignitaries and guests from various backgrounds. Phil Bennion, MEP for West Midlands, said that it was a true ‘ privilege’ to attend the opening of the Mosque and he pledged to always be ready to assist the Ahmadiyya Community in its efforts to promote peace and understanding. James Morris, MP for Halesowen and Rowely Regis said that it was a ‘great honour’ for him to welcome Hadhrat Mirza

Baitul Ghafoor Mosque opened by World Muslim Leader Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (ai.)

Masroor Ahmad to his local constituency. Councillor Michael Evans, Mayor of Dudley Council, praised the Ahmadiyya Muslim Community for raising hundreds of thousands of pounds each year for UK charities.

The highlight of the event was the keynote address delivered by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad during which he outlined the key objectives with which the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, was sent by God Almighty as the Promised Messiah.

The Promised Messiah had been sent to bring mankind closer to God Almighty, to make the world aware of the need to fulfil the rights of God's Creation and to bring an end to all religious warfare. His Holiness said that this was not a new teaching but the same teaching that had been brought by the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him).

His Holiness also used his address to highlight the plight of those suffering from poverty and deprivation. He said those who were in a position to help had a moral duty to do so. In this regard His Holiness said:

"When destitute people feel that their deprivation has reached its peak, then it leads to the spread of restlessness and disorder throughout society and so ultimately the peace and tranquillity of the community is shattered. Therefore helping deprived people has multiple benefits, because where on the one hand, it helps to bring man closer to God, on the other it leads to the creation of a peaceful and harmonious environment. This is because those who were once impoverished, are finally able to stand upon their own two feet and gain self-respect and dignity."

Speaking about the efforts of the Ahmadiyya Community towards sering humanity, His Holiness said:

"We, the Ahmadiyya Muslim Jamaat, have a passionate desire to serve humanity. And whilst we do not have huge resources, still the members of our Community give generously in alms, according to their abilities, out of a desire for piety and in an effort to relieve the pain and suffering of humanity. Under the supervision and management of our Jamaat, many schools, hospitals, orphanages and various other projects are being established and administered in the poorer countries of the world. Our services are rendered irrespective of religious, ethnic or social background."

His Holiness concluded his address by speaking about the true and peaceful teachings of Islam. Addressing the ways in which the Ahmadiyya Community chose to propagate its message, based on the true teachings of Islam, His Holiness explained:

"The Founder of the Ahmadiyya Community taught us that, today rather than using the sword, we must use the pen to spread the beautiful characteristics of Islam in the form of books, literature, and through the media. And also we must utilise all other positive means of educating the world about Islam's real and loving teachings. This is the 'Jihad of the Pen' which the Promised Messiah (peace be upon him) brought and which he taught and this alone is a representation of true Islam. We, Ahmadi Muslims, follow this Islam, and it is this Islam that we spread and convey to others."

Press Secretary AMJ International

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

২২ মার্চ ২০১২
প্রেস রিলিজ

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

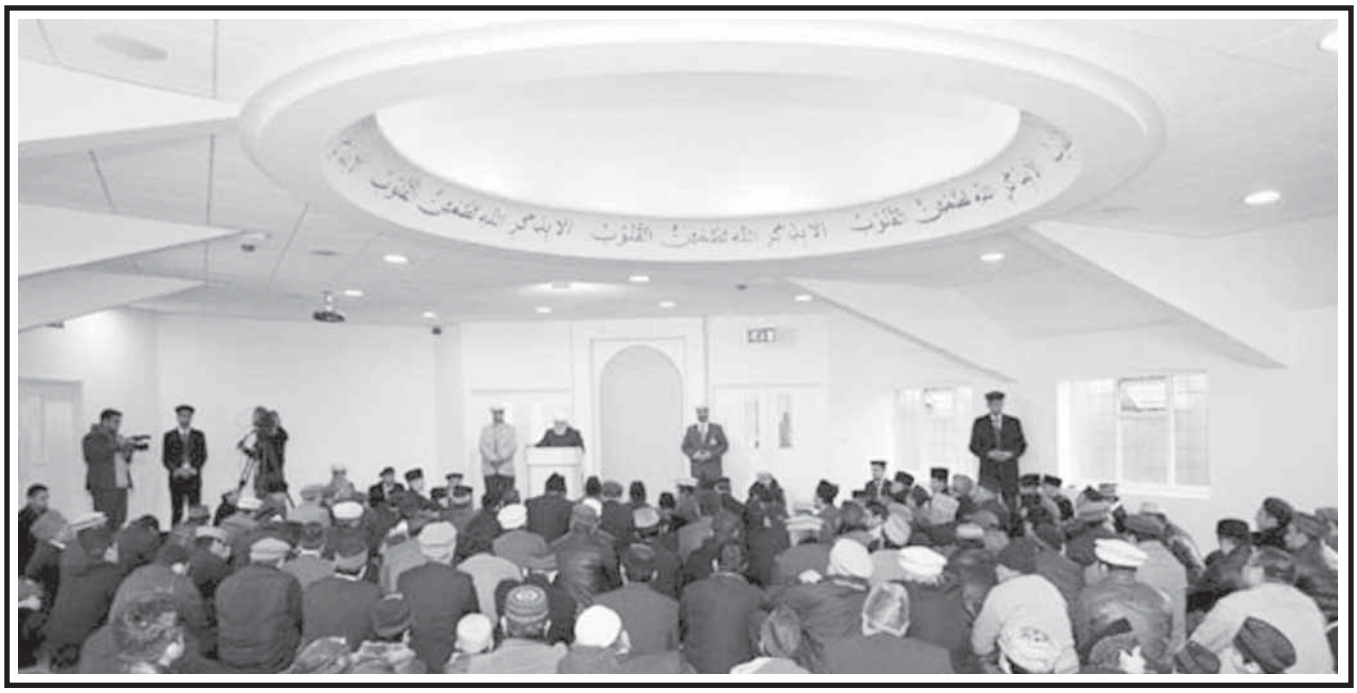

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) যুক্তরাজ্যের ওয়েস্ট মিডল্যান্ড-এ নব-নির্মিত 'বায়তুল গফুর' মসজিদের শুভ উদ্বোধন করেন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত আনন্দের সাথে জানাচ্ছে যে, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বৃটেনের West Midland এর Halesowen নগরে গত ১৮ মার্চ ২০১২ 'বায়তুল গফুর' মসজিদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মসজিদ প্রাঙ্গনে পৌঁছার পর তিনি (আই.) মসজিদের দেয়ালে উৎকীর্ণ নামফলকের পর্দা উন্মোচন করেন আর মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাআলার সমীপে বিগলিত চিত্তে নীরবে দোয়া করার মধ্য দিয়ে মসজিদ 'বায়তুল গফুর'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। শুভ এ মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এরপর তিনি (আই.) মসজিদ প্রাঙ্গনে একটি বৃক্ষের চারা রোপন করেন।

আভ্যন্তরে পৌঁছে দোয়া করার পর মসজিদে সমবেত স্থানীয় আহমদী মুসলিম শ্রোতাবৃন্দের উদ্দেশ্যে তিনি (আই.) সংক্ষিপ্ত এক বক্তব্য দান করেন। এতে তিনি (আই.) তাদের সচেতনভাবে স্মরণ রাখতে বলেন, যুক্তরাজ্যে তারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন ও প্রচারের ব্যাপক ও অবাধ যে অধিকার ভোগ করছে, সেই একই অধিকার তাদেরকে পাকিস্তান প্রদান করতে অস্বীকার করছে (অথচ পাকিস্তান ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত একটি দেশ)।

মসজিদ উদ্বোধন-কে ঐতিহাসিকভাবে চিহ্নিত করে রাখতে অপরাহ্নে এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে এতে আমন্ত্রণ জানান হয়। এদের মধ্যে West Midlands এর MEP ফিল বিন্‌নিওন তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, মসজিদ উদ্বোধনে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করতে পারাটা তার জন্য সত্যিই সম্মান লাভের বিরল সুযোগ এনে দিয়েছে। সেই সাথে তিনি এ প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেন যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে সহায়তা করতে সর্বাবস্থায় তিনি

প্রস্তুত আছেন কারণ এই জামাত শান্তি ও সম্প্রীতি বাড়ানোর কাজে প্রচেষ্টারত রয়েছে। Halesowen - এর সাংসদ জেমস মরিস ও রাউলি রিগিম তাদের বক্তব্যে বলেন এটি তাদের জন্য মহাগৌরবান্বিত বোধ করার বিষয় যে, তারা তাদের সংসদীয় এলাকায় হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-কে স্বাগত জানানোর সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সুশীল সমাজের আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হয়ে আরও যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন–ডাডলি কউন্সিলের মেয়র মাইকেল ইভানন। তিনি তার বক্তব্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন–এই আহমদীয়া মুসলিম জামাত হলো সেই সম্প্রদায় যারা যুক্তরাজ্যে মানবসেবা মূলক কাজে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড-এর তহবিল দান করে থাকে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটি হলো হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর দিকদর্শী ভাষণ। গুরুত্বপূর্ণ তার এই বক্তব্যে তিনি কাদিয়ানে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সবিস্তারে তুলে ধরেন। ***মানবজাতিকে মহান আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য দান করতে তিনি (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। সেই সাথে তিনি আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টদের অধিকার পূরণ ও সংরক্ষণে বিশ্বকে সতর্ক করবেন আর ধর্মের নামে সর্বপ্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কলহ-বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন।*** এ প্রসঙ্গে তিনি (আই.) আরও বলেন যে, ***এটা নতুন কোন শিক্ষা নয় বরং এটা হলো মহানবী (সা.) আনিত দ্বীনেরই আদি ও অকৃত্রিম শিক্ষা।***

তিনি (আই.) বিশ্বের দারিদ্র পীড়িত ও বঞ্চনার শিকারে পরিণত অসহায় লোকদের দূরাবস্থার করুণ চিত্র তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। সংকটাপন্ন এ লোকদের সাহায্য ও সহয়াতা দানে সামর্থবানদের এগিয়ে আসাটা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। এ প্রাসঙ্গিকতায় হুযূর (আই.) আরও বলেন–

"বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্থ লোকেরা যখন অনুভব করতে শুরু করে যে, তাদের বঞ্চনা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছে, সমাজে তখনই অস্থিরতা বেড়ে যায় আর বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শান্তি ও স্বস্তি হুমকির মুখে পতিত হয়। অতএব, অভাবগ্রস্থ লোকদের সাহায্য করার মাঝে বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। কারণ এর মধ্য দিয়ে মানুষ যেমন আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের সুযোগ পায়, তেমনি অন্যদিকে এতে করে সমাজে শান্তি, সহমর্মীতা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এর ফলে, এক সময় সহায়-সম্বলহীন অসহায় হয়ে পড়েছিল যারা, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় তাদের আত্মসম্মান বোধ জেগে ওঠে আর তারা ফিরে পায় তাদের আত্মমর্যাদা।"

মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রচেষ্টার উল্লেখ করে হুযূর (আই.) আরও বলেন–

"আমরা, আহমদীয়া মুসলিম জামাত মানবসেবা প্রদানের স্থায়ী এক অনুপ্রেরণা লালন করে থাকি। যদিও আমাদের বিশাল কোন ধন-ভান্ডার নেই তবুও আমাদের জামাতের সদস্যরা তাদের সামর্থ অনুযায়ী যথাসাধ্য ত্রাণ-সামগ্রী প্রদান করে থাকেন। ধর্মীয় পবিত্রতা লাভের অনুপ্রেরণা থেকে তারা মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের প্রচেষ্টা চালান। আমাদের জামাতের ব্যবস্থাপনায় ও তত্ত্বাবধানে বহু স্কুল, হাসপাতাল, এতীমখানা পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে মানব-সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পসমূহ। যার অধিকাংশই বিশ্বের দরিদ্রতম রাষ্টগুলোতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমাদের এই সেবা কার্যক্রম ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরে প্রদান করা হয়ে থাকে।"

তিনি (আই.) তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে ইসলামের শ্বাশ্বত ও শান্তিপূর্ণ অনুপম শিক্ষার বিষয়টি তুলে ধরেন আর বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শান্তিপূর্ণ আহ্বান প্রচারে যে পন্থা অবলম্বন করা হয় তা মূলত: ইসলামেরই শিক্ষা। সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন– ***আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মহান প্রতিষ্ঠাতা আমাদের শিখিয়েছেন যে, এ যুগে তরবারী নয় বরং ইসলামের শাশ্বত সুন্দর ও পরিপূর্ণ শিক্ষার সৌন্দর্যকে বিস্তার দান করতে আমাদেরকে অবশ্যই কলমের ব্যবহার করতে হবে। পুস্তক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা আর মিডিয়া তথা তথ্য-প্রযুক্তিকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। ইসলামের খাঁটি ও প্রেমপূর্ণ শিক্ষায় মানুষকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে ইতিবাচক সব পন্থা অবশ্যই আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। এটাই হচ্ছে সেই জিহাদ-"কলমের যুদ্ধ" যার অবতারণা করেছেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আর এটাই হলো খাঁটি ইসলামের সঠিক উপস্থাপনা। আমরা, আহমদী মুসলমানরা এই ইসলামের-ই অনুসরণ করে থাকি আর এই ইসলাম-ই আমরা অন্যদেরকে পৌঁছাই আর ছড়িয়ে চলি তা সর্বত্র।***

-আবু সালমান তারেক

জুমুআর খুতবা

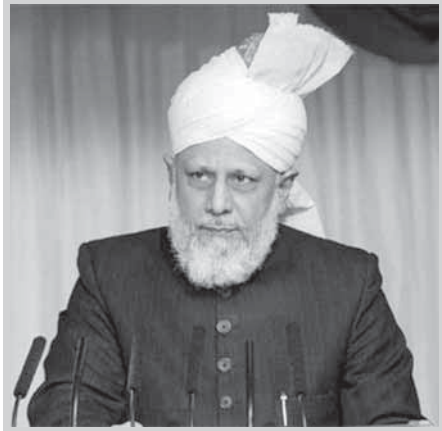

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯ মার্চ ২০১২-এর (৯ আমান, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করা, ইবাদত বন্দেগীতে অভ্যস্ত করা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষানুসারে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে নবীগণ এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। সকল নবীর মধ্যে আমাদের প্রিয় নেতা ও অভিভাবক হযরত মুহম্মদ (সা.) সবচেয়ে পূর্ণ বা সম্পূর্ণ শিক্ষা এনেছেন। যে শিক্ষা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছেন আর এত সুন্দরভাবে তা করেছেন যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার।

তিনি আরবের বেদুঈনদের মাঝে সেই বাণী প্রচার করেছেন, কৃতদাসদের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছেন, মক্কার নেতৃবৃন্দের কাছে নির্ভয়ে সেই বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। বড় বড় রাজা-বাদশাহ্‌দের কাছেও এই মর্মে সত্যের বাণী পৌঁছিয়েছেন যে তারা যেন যথাযথভাবে ইবাদত-বন্দেগী করে। তারপর হুযূর (সা.) এর সম্মানিত সাহাবীরাও এই মহান কাজের গন্ডিকে বিশ্বময় বিস্তৃত করেছেন। এর চৌদ্দশত বছর পর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসাওে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত অনুগত দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন।

যিনি এসে পুনরায় এই মহান কর্মকান্ডে নুতনভাবে গতি সঞ্চার করেছেন এবং পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেছেন। পৃথিবীবাসীকে শিখিয়েছেন কীভাবে খোদার পথের সন্ধান করতে হয় আর কীভাবে খোদা পর্যন্ত পৌঁছা যায়। তিনি বলেছেন, যদি কেউ আল্লাহ্‌র সন্ধানে থাকে, যদি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের বাসনা থাকে তাহলে এর একমাত্র উপায় হচ্ছে, ইসলাম ধর্ম। তিনি ভিন ধর্মের লোকদেরও একই আমন্ত্রন জানিয়েছেন। তিনি (আ.) তাঁর এক কবিতায় বলেছেন, 'আও লোগো কে এহীঁ নূরে খোদা পাও গে' অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা আস, এখানেই ঐশী জ্যোতির সন্ধান পাবে। তিনি (আ.) তাঁর এক রচনায় লিখেছেন, 'পৃথিবীর ধর্মগুলোকে গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জানা যাবে, ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মে কিছু না কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে। আর এটি এজন্য নয় যে, ঐসব ধর্ম গোড়াতেই মিথ্যা ছিল'। অর্থাৎ আজকাল যেসব ধর্মের মাঝে ভুল ভ্রান্তি আছে তা এজন্য নয় যে, প্রথম থেকেই সত্য ছিল না। 'বরং এর কারণ হচ্ছে, ইসলাম ধর্ম প্রকাশিত হবার পর আল্লাহ্ তা'লা ঐ সকল ধর্মের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন। সেগুলো এমন বাগানের মত হয়ে গেছে যার দেখাশোনার জন্য কোন মালী নেই, যার সেচ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে ধীরে-ধীরে তাতে বিভিন্ন প্রকার ক্রটি দেখা দিয়েছে। ফলবাহী বৃক্ষ শুকিয়ে গেছে। তার পরিবর্তে কাঁটা ও আগাছা ইত্যাদি বিস্তার লাভ করেছে আর আধ্যাত্মিকতা যা ধর্মের মূল তা সম্পূর্ণ ভাবে অবলুপ্ত হতে থাকে, কেবল অন্তঃসার শূন্য বাক্যগুলো অবশিষ্ঠ রয়ে গেছে'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবারো সুস্পষ্ট করে বলেছেন, 'ইসলাম যেহেতু সর্বশেষ শরীয়ত তাই আল্লাহ্ এর সাথে এমন ব্যবহার করেন নি যারফলে এর শিক্ষা বিলুপ্ত হতে পারে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় প্রত্যেক শতাব্দীতে এ বাগানকে সবুজ-সতেজ রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগত পাহারাদার বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে থাকেন'। তিনি (আ.) বলেছেন, 'এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি শেষ সহস্রাব্দের জন্য মুজাদ্দিদ হয়ে এসেছি'।

অতএব ইসলাম নামক সুন্দর এই বাগানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং ফলবাহী বৃক্ষে পরিণত হবার জন্য মহানবী (সা.)-এর এই নিবেদিতপ্রাণ দাসের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আজ প্রত্যেক মুসলমানের আবশ্যকীয় কর্তব্য। কারণ আল্লাহ্‌র সাথে ফলপ্রসূ সম্পর্ক গড়ার এটিই একমাত্র উপায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাকে কেবল হিন্দুস্তানেই নয় বরং বহির্বিশ্বেও পৌঁছে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর হাতে বয়আতকারী পরিমন্ডলে এবং সাহাবীদের মাঝে জগদ্বাসীর কাছে এই বাণী পৌঁছে দেয়ার প্রেরণা সঞ্চার করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে আস, তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। আর মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র সাথে সঠিক অর্থে সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতকারীদের মধ্যে দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষও ছিলেন, কৃষিজীবিও

ছিলেন, জমিদারও ছিলেন, অশিক্ষিত গ্রামবাসীও ছিলেন, চাকরীজীবি, ব্যবসায়ী ও শিক্ষিতরাও ছিলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে তাঁর (আ.) বাণীর মর্ম অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর সাহচর্য থেকে কল্যাণ লাভ করেছেন, তাঁর পয়গাম এবং ইসলামের শিক্ষাকে বুঝেছেন এবং বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। নিজ নিজ গন্ডিতে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। তারা অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে সঠিকভাবে বুঝেছেন এরপর তাঁরা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীদের অন্তভূর্ক্ত হয়েছেন। তাঁরা খাঁটি ইসলামের বাণীকে কেবল হিন্দুস্তানেই নয় বরং বাইরে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। তবলীগ বা প্রচারের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন সব লোকদের কিছু ঘটনা এখন আমি বর্ণনা করছি।

হযরত ইমাম দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মৌলভী ফতেহ্ দ্বীন সাহেব আমাদের নামে একটি পত্র লিখেন যে, ধরমকোট নামক স্থানে মমিয়ানী ওয়ালার মৌলভী আব্দুস সোবহান সাহেব মুবাহেসা বা বিতর্ক করতে এসেছেন। কাদিয়ান থেকে কোন মৌলভী সাহেবকে সাথে নিয়ে সত্ত্বর আসুন। আমরা মৌলভী আব্দুল্লাহ্ কাশ্মিরী সাহেবকে সাথে নিয়ে ধরমকোট পৌঁছাই। সেখানে অনেক মানুষ সমবেত হয়েছে। মৌলভী সাহেব অনেক বড় জন সমাগম দেখে সর্দার বিষণ সিং এর নিকট ভাগোওয়ালে চলে গেছেন। আমাদের পুরো জামাতও ভাগোওয়ালে চলে যায়। তবলীগের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল তাই সেখানে চলে যান। শেষ পর্যন্ত সর্দার বিষণ সিং-এর সভাপতিত্বে মুবাহেসা (ধর্মীয় বির্তকের) আয়োজন করা হয় এবং ঈসা (আ.)-এর জীবন মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা হয় কিন্তু বিরোধী দল এ কথায় গোঁ ধরে বসে অর্থাৎ এ কথায় জিদ করতে থাকে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মির্যা সাহেবের নাম কুরআন শরীফ থেকে দেখিয়ে দিতে সম্মত না হবে আমি মুবাহেসা করব না। অধিকন্তু বলে, কুরআন শরীফে 'মির্যা গোলাম আহমদ পিতা মির্যা গোলাম মর্তুযা' লেখা দেখাতে হবে; তাহলেই আমি মেনে নিব অন্যথায় আমি বাহাস বা ধর্মীয় বিতর্ক করব না। মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেব বললেন, কুরআন শরীফ থেকে দেখিয়ে দিব; কেবল এরপরই আলোচনা শুরু হয়। সেই মৌলভী জানতে চাইলে মৌলভী সাহেব (আহমদী মৌলভী) বলেন, প্রথমে আপনি পূর্ববর্তী নবীগণ সম্বন্ধে যেসব ভবিষদ্বাণী রয়েছে তাতে পিতার নামসহ তাঁদের নাম লিখা দেখিয়ে দিন তবে আমরাও দেখিয়ে দিব। পূর্ববর্তী নবীদের ক্ষেত্রে যদি এ রীতি প্রমাণিত না হয় তবে কেন আমাদের এমন প্রশ্ন করা হয়? বিরোধী পক্ষ এর সদুত্তর দিতে পারে নি। অবশেষে লজ্জিত হয়ে বসে পড়ে। সর্দার বিষণ সিং যার সভাপতিত্বে এ মুবাহেসা হয়েছিল তিনি বলেন, এ মৌলভী কিছুই জানে না, পরে পাঞ্জাবী ভাষায় কিছু গালিও দেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ বিজয় দান করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমরা এ মুবাহেসার কথা উল্লেখ করলে তিনি (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেব কেন বলেন নি, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা আমার নাম 'ইসমুহু আহমদ' বলেছেন।

হযরত পীর ইফতেখার আহমদ সাহেব তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা আহমদ জান সাহেব সম্পর্কে লিখেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই দাবীতে বিশ্বাস করতেন যে, তিনিই এ যুগের মুজাদ্দিদ। এটি বয়আতের পূর্বের ঘটনা। তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও চেনা-অচেনা লোকদের মাঝে জোরেসোরে প্রচার আরম্ভ করেন এবং দীর্ঘ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন যার অনুলিপি তখন আল্ ফযল-এ প্রকাশিত হয়েছে (যখন তিনি লিখছিলেন সে যুগের কথা)। তিনি লিখেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা তবলীগ বা প্রচার ছাড়াও আর্থিক কুরবানীও করতেন আর তাঁর মুরীদদেরও এতে অন্তর্ভূক্ত করতেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ অংশ যথাসম্ভব চাঁদা দেয়ার চেষ্টা ও প্রচারের কাজে অতিবাহিত করেছেন আর এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবেরও এটিই উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আজ বই পুস্তক ও অন্যান্য লিটারেচার ছাড়াও এমটিএ এর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহ্ তা'লা ধর্মের প্রচার করাচ্ছেন। এক সময় প্রথমদিকে যখন এমটিএ'র সম্প্রচার আরম্ভ হয় তখন একটি-ই মাত্র স্যাটেলাইটে সম্প্রচার হতো তাও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য। আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দশটি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এমটিএ'এর অনুষ্ঠানাদি বিশ্বের সর্বত্র সম্প্রচারিত হচ্ছে। বরং যেখানে ভারতে বড় বড় ডিশের প্রয়োজন হতো বর্তমানে সেখানেও বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা চলছে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অতি অচিরেই এমন একটি স্যাটেলাইট নেয়া হচ্ছে যেখানে ছোট ডিশের মাধ্যমে অর্থাৎ দেড় ফিট ডিশের মাধ্যমে ইনশা আল্লাহ্ তা'লা এমটিএ এর অনুষ্ঠানাদি দেখা যাবে।

যাহোক আমি পুনরায় রেওয়ায়েত বা ঘটনার বর্ণনায় ফিরে আসছি। হাকীম মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব ওরফে 'মরহুমে ঈসা' সাহেবের পুত্র হযরত মাস্টার নাযির হোসেন সাহেব বলেন, আশৈশব আমার তবলীগের প্রতি একাগ্রতা ছিল। সেপ্টেম্বর ১৯০৩ পর্যন্ত আমার সম্মানিত পিতা লাহোরের ভাটি দরজার পাটরাঙ্গা পাড়ায় থাকতেন। সে যুগে একবার আব্বাজানের কাছে এক আহমদী আবু সাঈদ আরবও আসেন। তিনি আমার ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ও তবলীগের আগ্রহ দেখে আমাকে ওফাতে ঈসা(হযরত ঈসা মৃত্যু) এবং সাদাকাতে মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে কয়েকটি সহজ দলীল-প্রমাণ শিখিয়ে দেন। আমি সেসব দলিল-প্রমাণ তখন বিভিন্ন মসজিদের ইমামের কাছে গিয়ে উপস্থাপন করতাম এবং বলতাম যে, এর উত্তর দিন। সে যুগে একবার ভাটি দরজার উঁচু মসজিদের ইমামের কাছে যাই এবং তার সামনেও উক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করি। তখন তিনি বলেন, আমি তখনই তোমার কথার উত্তর দিব যখন তুমি মির্যা সাহেবের সাথে উড়ন্ত ধুলা-বালির মাঝে হাটবে আর তার ঘরে ফিরে যাবার সময় দেখবে, অন্যান্য মানুষের ন্যায় তার চেহারায়ও ধুলা-বালি লেগেছে কি না? অর্থাৎ এ শর্ত আরোপ করেছে যে, তার সাথে যাও, বাইরে হাটো আর দেখ যখন ধুলা উড়ছে তখন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেহারা ধুলোমলিন হয় কি না? যদি তুমি স্বয়ং মির্যা সাহেব সম্পর্কে দেখে বলতে পার কেবল তাহলেই আমি এর উত্তর দিব। (অর্থাৎ এটি বলেনি যে, আমি মেনে নিব বরং বলেছে উত্তর দিব আর বলব যে প্রকৃত বিষয় কি।) যেহেতু ইতোপূর্বে আমার মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কাদিয়ানে ভ্রমণে যাবার সুযোগ হয়েছিল, তাই অতি সত্ত্বর পিতাজীর সাথে কাদিয়ান চলে আসি এবং হযরত সাহেবের সাথে প্রাতঃভ্রমণে বের হই। হুযূর ভ্রমণের সময় অতি দ্রুতবেগে হাটতেন আর আমি হুযূরের সাথে তালমিলিয়ে চলার জন্য অনেক সময় দৌড়াতাম। কাকতালীয় ব্যাপার হল, সেদিন কিছুটা বাতাস বইছিল এবং ধুলা-

বালি উড়ে সবার উপর পড়ছিল। হুযূর যখন ভ্রমণ শেষে ফেরত আসলেন এবং তাঁর বাড়ির গোল কামরার সামনে বিদায় নেয়ার জন্য দাঁড়ালেন, সবাই হুযূরের চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল আর আমি চক্র ভেদ করে হুযূরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং সকল সদস্যের চেহারা এবং হুযূরের চেহারা মনোযোগ সহকারে এবং তুলনামূলক দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে লাগলাম। তখন আমার আশ্চর্যের কোন সীমা থাকল না যখন আমি দেখি হুযূরের চেহারায় ধুলা-বালির লেশমাত্র নেই। আর অন্যান্য সবার চেহারায় অনেক বেশি ধুলোবালি লেগে রয়েছে। আমি সেদিন-ই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে এই ঘটনা খুলে বললাম। উত্তরে তিনি বললেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটা নিদর্শন স্বরূপ। লাহোরে ফেরত এসে উঁচু মসজিদের ইমামের কাছে উক্ত ঘটনা উল্লেখ করলাম এবং সাথে সাথে ঐ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে জানানোর বিষয়টিও তাকে অবহিত করলাম এবং তিনি যে বলেছেন, 'এটি মসীহ্‌র সত্যতার নিদর্শন' তাও জানালাম। তখন সেই মৌলভী তড়িঘড়ি বলে বসলো, 'আমি মানি না'। এই পুরো কাহিনী তোমাকে নূর উদ্দীন শিখিয়েছে। মোটকথা সে অভ্যাসের কারণে বঞ্চিত থাকল অথচ আমরা স্বচক্ষে উক্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি।

হযরত শের মুহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেন, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম, একটি কুপ দুধে পরিপূর্ণ আর আমি কতিপয় বন্ধুকে কুপ থেকে বালতি ভরে দুধ পান করিয়েছি তাই সে কুপ শুকিয়ে গেছে। তখন আমি মৌলভী ফতেহ্ দ্বীন সাহেবের কাছে গেলাম এবং তাকে উক্ত স্বপ্ন শোনালাম। তিনি বললেন, তুমি মৌলভী আব্দুল করীম বা মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেবের কাছে যাও। তাই আমি কাদিয়ান চলে আসলাম এবং মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবকে উক্ত স্বপ্ন শোনালাম। তিনি বললেন, দুধ দ্বারা জ্ঞান বোঝানো হয়। আমি তাকে বললাম, আমি কিন্তু একেবারেই নিরক্ষর। তিনি আমাকে বললেন, এর অর্থ হলো, খোদা প্রদত্ত জ্ঞান। আর বালতি ভরে পান করানোর অর্থ হলো, অনেকেই আপনার মাধ্যমে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবী গ্রহণে কল্যাণমন্ডিত হবে। আর কুপ শুকিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, ঐসব লোক যারা তোমাকে তবলীগ করতে এবং হযরত আকদাসকে মাহদী বলতে বাধা দিতো, তারা একদিন তোমার সম্মুখে মৃত্যুবরণ করবে। এ তিনটি বিষয়-ই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। খাঁন ফাতাহ্-তে আমার এত বিরোধিতা সত্ত্বেও আমার তবলীগ এবং খোদা তা'লার সাহায্যে ও হুযূরের দোয়ায় গ্রামের পর গ্রাম আহমদী হয়ে গেছে।

হযরত কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বর্ণনা করেন, আমার ভ্রমণকালে ভারতের বোম্বে, করাচী, দিল্লী, আগরা, শিমলা এবং কলিকাতা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। বেলুচিস্তানে সিব্বি, কোয়েটা এবং মস্তুং দেখেছি। আফগানিস্তানে জালালাবাদ, কাবুল আর চোহারে কারনুমানি দেখেছি। পাঞ্জাবে মারী পর্বতমালা, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, অমৃতসর, রাওয়ালপিন্ডি, শিয়ালকোট, লাহোর আর উজিরাবাদ দেখেছি। পুরো সীমান্ত প্রদেশ ও সকল এজেন্সি দেখেছি। এরপর সোয়াত, জম্মু ও কাশ্মীর দেখেছি। রওয়াহ্‌বলে আমি হযরত ইউয আসেফ, ইয়াসূ ইউসূফ (হযরত ঈসা)-এর কবর দেখেছি যা খাঁন ইয়ার মহল্লায় অবস্থিত।

এই অধম যেদিন বয়আত করেছে সেদিন থেকে ইসলামিয়া স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে আর পেশোয়ার শহরের সকল পাড়ার ছাত্রদের মাঝে কাদিয়ানী, কাদিয়ান এবং মির্যা কাদিয়ানীর নাম প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ বয়আতের দিনই বয়আতের কথা এমনভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে, সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়ে যান। বলেন, ফুটবল মাঠে গেলেও সমস্ত শাহীবাগে এটিই আলোচনা হত। আর আহমদীয়াতের অনেক প্রচার হয় এবং লোকেরা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে। প্রতিনিয়ত মোবাহেসা এবং প্রশ্নত্তোর এর আসর বসত। স্কুলে, শাহীবাগে এবং যেখানে সুযোগ হতো একথা ছড়াতে থাকে। আর আমার চাকরির দিনগুলোতে স্কুল এবং শহরের গন্ডি পেরিয়ে পেশোয়ারের প্রান্তে প্রান্তে এরপর সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। কেননা আমি সম্মানিত চীফ কমিশনারের সাথে সীমান্ত প্রদেশের সকল জেলায় সফরে যেতাম, সীমান্ত প্রদশের এজেন্সীতেও যাওয়া হতো। ইসলামীয়া কলেজ এবং মিশন কলেজে সীমান্ত প্রদেশের সকল জেলার ছেলেরা পড়ালেখা করত। তাদের বোর্ডিং এ গিয়ে দেখা করতাম এবং সেখানেও তবলীগ করতাম। আমার মাধ্যমে আহমদীয়াত গোটা সীমান্ত প্রদেশে পত্র ও বক্তৃতার মাধ্যমেও প্রচার হয় আর অনেক লোক আহমদীয়া জামাভূক্ত হয়। আমার মাধ্যমে যারা আহমদী হয়েছিলেন, অথবা তাদের মাধ্যমে যারা হয়েছেন তার সংখ্যা কমপক্ষে দু-আড়াইশ'র মতো হবে। যাদের মাঝে কয়েকজন মারা গেছেন আর অন্যরা বেঁচে আছেন। কিন্তু তিনি বলেন, দ্বিতীয় খিলাফতের সময় তাদের কতক লাহোরী দলে যোগ দেয় আবার অনেকেই আহমদী জামাতের সাথে আছে ।

মানা সাহেবের পুত্র হযরত দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একবার জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মুখে শুনেছি, আমাদের জামাতের অজ্ঞরাও অন্যদের উপর জয় লাভ করবে, আর তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। অর্থাৎ গয়ের আহমদীরা তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। যেভাবে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমি অজ্ঞ এবং মুর্খ হওয়া সত্ত্বেও গয়ের আহমদী আলেমদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছি এবং জয়যুক্ত হয়েছি। এমনকি তারা বলতো, তুমি অজ্ঞ এবং মুর্খ! তোমার এ দাবী মিথ্যা, অর্থাৎ মৌলবীরা পরবর্তীতে এটি মানতে অস্বীকার করে যে, তিনি শিক্ষিত নন।

মিয়াঁ কালে খাঁন সাহেবের পুত্র হযরত ডাঃ মোহাম্মদ বখ্‌শ সাহেব বলেন, আমি পত্র যোগে শিমলা জিলার চাতকের ছাউনীতে বয়আত করি। হুযুরের সাথে সাক্ষাত করি ১৯০২ সালে। সেই সময় হুযুর দাড়ি মোবারকে মেহেদী লাগিয়ে কাপড় বেঁধেছিলেন এবং কোমরে চাদর বাধা ছিল। হুযুর মসজিদ মোবারকের নিকটবর্তী ঘরের উঠানে খাটে বসা ছিলেন। তখন হুযূর চার-পাঁচ জনের সাথে করমর্দন করলেন এবং প্রত্যেকের খবরাখবর নিলেন। আর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছেন। আমি বললাম কপুরথলার 'ক্ষীরাওয়ালী' গ্রাম থেকে এসেছি। বর্তমানে ছুটিতে আছি। আমি তোপখানায় চাকরী করছি। সেখানে আমি একমাত্র আহমদী আর সেনাবাহিনীতে তবলীগ করাও দুরূহ্ কাজ। আমার তবলীগ করার ইচ্ছা আছে কিন্তু সেনা কর্মকর্তারা তবলীগ করতে দেয় না। হুযূর (আ.) বললেন, তুমি একা থাকবে না। অবিচলতার সাথে তবলীগ করে যাও, ঘাবরাবে না। এরপর হুযূর (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি একই সেনা ছাউনীতে অবস্থান করো? আমি বললাম, তিন বছর

পর পর অন্যত্র বদলী হয়। তিনি (আ.) বললেন, যেখানেই যাও সেখানকার জামাতের সাথে যোগাযোগ রেখো।

হুযূর (আ.) তাকে একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক আহমদী, সে যেখানেই যাক না কেন স্থানীয় জামাতের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ রাখা উচিত।

কালে খাঁন সাহেবের পুত্র হযরত মামু খাঁন সাহেব বলেন, আমি ১৯০২ সালে একটি স্বপ্নে দেখি যে, চাঁদ আকাশ থেকে খসে আমার কোলে এসে পড়েছে। 'মাছিওয়াড়া' নিবাসী মরহুম সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ্ সাহেবকে আমি আমার এ স্বপ্ন শোনালাম, যিনি একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি সম্মানিত হবে অথবা কোন বুযূর্গের হাতে বয়আত করবে। সে সময় আমার বয়স ছিল চব্বিশ বছর। আমি এবং সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ্ সাহেব 'মাছিওয়াড়ার" স্কুলে চাকরী করতাম। তিনি আমাকে তবলীগ শুরু করেন। সে যুগে লেখরাম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর খুব চর্চা ছিল। আমি শাহ্ সাহেবকে বললাম, লেখরাম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য সাব্যস্ত হলে আমি অবশ্যই বয়আত করবো, কাজেই এ ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হলো আমি তাৎক্ষণিকভাবে বয়আত করে নিলাম। সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ্ সাহেব দ্বারা আমি বয়আতের চিঠি লিখালাম। বয়আতের চিঠি হুযূর (আ.)-এর সামনে উপস্থাপিত হলো। সে সময় মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব জীবিত ছিলেন, তাঁর এই মর্মে লেখা {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে লেখা উত্তর} পত্র আমার কাছে পৌঁছেছে যে আপনার বয়আত গৃহীত হয়েছে। হুযূর (আ.) আপনার জন্য দোয়া করেছেন। অর্থাৎ ১৯০৪ সালে পত্রযোগে বয়আত করি। ১৯০৬ সালে কাদিয়ানে গিয়ে হুযূর (আ.)-এর হাতে সরাসরি বয়আত করি।

হযরত মিয়াঁ আব্দুর রশীদ সাহেব বলেন, লাহোরের এক অ-আহমদী ছেলে রেল বিভাগে চাকরী করত। সে আর্য ধ্যান-ধারণা পোষণ করা আরম্ভ করলো যে কারণে তার পিতা-মাতা অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। তারা তাকে বেগম শাহী মসজিদের ইমামের কাছে নিয়ে গেলেন। সে মৌলভী সাহেবের সামনে আর্যদের কয়েকটি আপত্তি উপস্থাপন করলে মৌলভী সাহেব অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। কেননা মৌলভী সাহেবের কাছে এর কোন উত্তর ছিল না। মৌলভী রাগান্বিত হয়ে তাকে মারতে উদ্যত হয়। সেই ছেলেটি নিজের পাগড়ী এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। মানুষ তার পিছু ধাওয়া করে। মানুষের এ অবস্থা দেখে আহমদ দ্বীন সাহেব নামের একজন আহমদী যিনি কাপড়ে রিপুর কাজ করতেন তিনিও লোকদের সাথে যোগ দেন এবং তার ঘর পর্যন্ত সাথে সাথে যান। প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনের পর সে আমার কাছে আসে (মিয়াঁ আব্দুর রশীদ সাহেবের কাছে) এবং আমাকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে এবং বলে, তার সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করা প্রয়োজন। তার ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস সংশোধনের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

একজন মুসলমান আর্য ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে এ কারণে তাঁর হৃদয় ব্যথিত ছিল। এ ব্যথা শুধু আহমদীদের মধ্যেই ছিল। মৌলভী কেবলমাত্র মারার জন্যই ব্যগ্র ছিল। তিনি বলেন, আমি তার সাথে তার ঘরে গেলাম। প্রথমে সে কথা বলতে দ্বিধা করতো। পরিস্কার বলে দিত, আমি আর্য হয়ে গিয়েছি। এখন আপনার কথায় আমার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। সে মাংস প্রভৃতি ত্যাগ করে আর্য রীতি-নীতি গ্রহণ করেছিলো। তাদের সভায় যেত, তাদের ইবাদতে অংশ নিত। যাহোক তিনি বলেন, বার বার তার কাছে যাবার ফলে আমার প্রতি সে কিছুটা আকৃষ্ট হয়। যখনই সে ভ্রমণে যেত আমিও তার সাথে যেতাম। কখনো কখনো আমি তার জন্য অপেক্ষা করতাম এই আশায় যে, যখনই সে ভ্রমণে বের হবে আমি তাকে সঙ্গ দেবো। কিছুদিন পর ইস্টারের বা নবান্ন উৎসবের ছুটির দিন এসে গেল। আমি তাকে বললাম, আমার সাথে কাদিয়ান চল। কিন্তু সে তাতে সম্মত হলো না। সে বলল, আমি মৌলভীদের কাছে যেতে ইচ্ছুক নই। এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেক বোঝালাম, কাদিয়ানে আপনার কোন কষ্ট হবে না এবং আপনার সাথে কোন অসদাচরণ করা হবে না। যত খুশি আপত্তি করতে পারেন, আমি সব দায়-দায়িত্ব নিচ্ছি। অনেক অনুরোধের পর অবশেষে সে সম্মত হলো।

আমরা কাদিয়ান গেলাম। সেখানে পৌঁছে হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি অত্যন্ত স্নেহসূলভ আচরণ করলেন এবং সেই ছেলেকে বললেন, তুমি যা খুশি আপত্তি করতে পার তার উত্তর দেয়া হবে। আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে নিবেদন করলাম, হুযুর! সে মাংস প্রভৃতি ছেড়ে দিয়েছে এবং হিন্দু রীতি-নীতি অবলম্বন করেছে। হযরত মৌলভী সাহেব তার জন্য নিজের ঘর থেকে মুগ ডাল এবং কয়েকটি রুটি অতিথিশালাল পাঠিয়ে দিলেন। তার খাবারের প্রতি লক্ষ্য রাখায় এতে সে খুব প্রভাবিত হল। আমি যখন সেদিন যোহরের নামাযের জন্য গেলাম, তাকে সাথে নিলাম।

নামাযের পর হুযূর (আ.) মসজিদে মোবারকে উপবিষ্ট হলেন। ঐ সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর্যদের সম্পর্কে কিছু লিখছিলেন। এ প্রেক্ষিতে সেদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর্যদের কতক আপত্তি উত্থাপন করে তার উত্তর দিলেন যা শুনে ঐ ছেলে খুব প্রভাবিত হল। এরপর তার অনেক আপত্তি আপনা-আপনি-ই দূর হয়ে গেল এবং ইসলামের প্রতি তার এক প্রকার আগ্রহ সৃষ্টি হল। নামাযের পর আমি তাকে হযরত মৌলভী সাহেবের কুরআনের দরসে নিয়ে যাই। হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সময়ও পবিত্র কুরআনের দরস দিতেন। বলেন, আমি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম যা মসজিদে আকসায় হতো। তারপর আমরা দু'জন মৌলভী সাহেবের নিকট উপস্থিত হলাম এবং আমি নিবেদন করলাম, হুযূর তাকে কিছু বুঝান! মৌলভী সাহেব বললেন, তার যে আপত্তিগুলো আছে তা উত্থাপন করতে পারেন। সে মাংস ভক্ষণ করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। মৌলভী সাহেব অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাকে এর উত্তর প্রদান করেন যা তার মনঃপুত ছিল। মাগরিবের নামাযের পর পুনরায় আমরা মসজিদে মোবারকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হলাম। হুযূর (আ.) তাঁর আসনে বসে আলাপচারিতায় রত ছিলেন। সাধারণত লোকেরা আব্দুল করীম সাহেবের মাধ্যমে প্রশ্ন করতো। সে আলোচনা শুনতে থাকলো, এরপর আর কোন আপত্তি করেনি। দ্বিতীয় দিন যোহরের নামাযের সময় সে ওযু করে নামায পড়লো।

সেদিনও সে মৌলভী সাহেবের দরস শুনলো আর তৃতীয় দিন সেই আর্য বন্ধু হুযূর (আ.)-এর হাতে বয়আত করে ইসলামে দীক্ষিত হল। আর তিনি বলেন, এখন ইসলামের প্রতি তার এমন ভালবাসা জন্মেছে যে, আর্যদের সভায় উপস্থিত হয়ে ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করে এবং আর্যদের আপত্তির খন্ডন করে থাকে। একজন মুসলমানের ঈমানও নষ্ট হতে দেয়া উচিত নয়; এই ছিল তাদের আন্তরিকতার গভীরতা।

হযরত মিয়াঁ আব্দুল আযীয সাহেব ওরফে মোঘল বর্ণনা করেন, নীলগম্বুজে মধ্য বয়সী এক পাঠান মৌলবী (তিনি পাঠান মৌলবীর অবস্থা বর্ণনা করছেন) বসবাস করত, তাকে আমি তবলীগ করলাম আর সে সমর্থন করল যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্য, (কিন্তু একই সাথে বলল) আপনি আমাকে অযথা তবলীগ করছেন। কেননা আমাদের বংশের রীতি হলো, আমরা যদি একবার কোন কিছু অস্বীকার করি তাহলে খোদা স্বয়ং এসে বললেও আমরা তা গ্রহণ করি না। তারপর ঐ মৌলবীর পরিণতি সম্পর্কে শুনেছি, সে আত্মহত্যা করেছে।

একইভাবে তার দ্বিতীয় ঘটনাটিও একজন মৌলবীরই ঘটনা আর কাকতালীয়ভাবে সেও পাঠানই ছিল, ঘটনাক্রমে সেও ব্যর্থ প্রেমে বিষপানে আত্মহত্যা করেছিল। তিনি বলেন, লোহারী বাজারে তার দোকান ছিল। যখনই আমরা সে পথে যেতাম সে সর্বদা দেখে বলত কাফির যাচ্ছে। আমি একবার তাকে বললাম, তুমি একবার সত্য যাচাই করে দেখ, পরখ করে দেখ। গবেষণা না করে আমরা যখনই আমরা এপথে যাই আমাদের কাফির বল; সে বলল, খোদাও যদি এসে বলেন তবুও আমি মানব না। তারও একই উত্তর ছিল।

হযরত মুন্সী কাজী মাহবুব আলম সাহেব বর্ণনা করেন, আমি মিয়াঁ মূসা সাহেবকে তবলীগ করতে আরম্ভ করি। তাকে কাদিয়ানে পাঠানো হয় কিন্তু দুঃর্ভাগ্য বশতঃ তিনি বয়আত না নিয়েই ফেরত আসেন। এরপর আমি তাকে মাঝে মাঝে বদর পত্রিকা পড়ে শুনাতাম। একদিন আমি তাকে একটি হাদীসের কথা বললাম, এক বেদুঈন নবী করীম (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলে, আপনি খোদার রসূল, এই মর্মে আপনি কি খোদার নামে কসম করতে পারবেন? মহানবী (সা.) কসম খেয়ে বললেন, আমি খোদা তা'লার রসূল। তখন সেই বেদুঈন বয়আত গ্রহণ করে আর নিজ গোত্রের অন্যদেরকেও বয়আত নেয়ার জন্য উপস্থিত করে।

এই ঘটনা যখন আমি হযরত মিয়াঁ মুহাম্মদ মূসা সাহেবকে শুনাই তখন তা তার হৃদয়কে আলোড়িত করে। তিনি তখনই একটি পোষ্টকার্ড লিখে (সেই যুগে পত্র লেখার জন্য পোষ্টকার্ড ব্যবহার করা হত) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে পাঠান এই মর্মে যে, আপনি কি খোদার কসম খেয়ে বলতে পারবেন যে, আপনি মসীহ্ মওউদ? এই পোষ্টকার্ড যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে পৌঁছল তখন হুযূর (আ.) মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবকে আদেশ দিলেন, লিখে দিন, আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি সেই মসীহ্ মওউদ যাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতি নবী করীম (সা.) এই উম্মতকে দিয়েছেন। এই পোষ্টকার্ডে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব নিজের পক্ষ থেকেও দু-একটি বাক্য লিখে দেন। যার উদ্দেশ্য এটিই ছিল যে, আপনি খোদার মসীহ্‌কে কসম দিয়েছেন, এখন আপনি হয় ঈমান আনুন আর না হয় ঐশী কোপানলের অপেক্ষা করুন। উত্তরসহ সেই কার্ড যখন আসল তখন মিয়াঁ মুহাম্মদ মূসা সাহেব তার নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের বয়াতের আবেদন পত্র লিখে পাঠান। তিনি বলেন, এখন আমি আর একা নই বরং আমার সাথে খোদা তা'লা তাকেও জামাতভূক্ত করেছেন।

পুনরায় মুন্সী কাজী মাহবুব আলম সাহেব বর্ণনা করেন, লাহোরে করীম বখ্‌শ ওরফে বকরা (জানি না এটি কি নাম রেখেছে) নামে একজন উকিল ছিলো। সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে খুবই অশ্লীল ভাষায় গালী-গালাজ করত। একদিন তবলীগি তর্ক-বিতর্কে সে বললো কে বলে যে, মসীহ্ মৃত্যুবরণ করেছে? আমি উত্তরে বললাম, আমি প্রমাণ করছি মসীহ্ মৃত্যুবরণ করেছেন অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। সে হঠাৎ করে আমার গালে শক্তভাবে এক চপেটাঘাত করে বসলো। এতে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই এবং মাটিতে লুটিয়ে পরি। সেখান থেকে চলে আসার পর আমি পরবর্তী রাতে স্বপ্নে দেখি, করীম বখ্‌শ ওরফে বকরা একটি ভাঙ্গা খাটের উপর পড়ে আছে আর এর নিচে গর্ত এবং সেই গর্তে সে নিমজ্জিত হচ্ছে আর তার অবস্থা শোচনীয়। সকালে উঠে আমি তার কাছে যাই আর তাকে বলি, আমাকে স্বপ্নে বলা হয়েছে, তুমি লাঞ্ছিত হবে।

কিছু দিনের মধ্যেই তার এক কন্যার কারণে তাকে চরমভাবে অপমানিত হতে হয়, কেননা তার (মেয়ের) পেটে অবৈধ সন্তান ছিল। গর্ভপাত ঘটানোর ফলশ্রুতিতে কন্যা মৃত্যুবরণ করে। পুলিশ যখন এই বিষয়টি জানতে পারে তখন তদন্ত হয় আর এতে তার অনেক খরচও হয়। তিনি বলেন, এতে তার সম্মানও ভূলুণ্ঠিত হয়। লজ্জার কারণে সে ঘর থেকে বের হত না। এরপর একদিন আমি তাকে বললাম, তুমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গালি দিতে; এটি তার পরিণাম এর উত্তরে সে কোনই জবাব দিল না। কিন্তু আজকালকার অবস্থা এমন যে, পাকিস্তানে কোন মৌলভীকে যদি ভালভাবেও আপনি কিছু বলেন তাহলে দ্রুত আইনের মারপ্যাচে ফেলে দেয়, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি। নিজেদের সম্মান এবং নামকে হযরত নবী করীম (সা.)-এর সম্মানের সাথে মিলিয়ে রসূলের সম্মানের নামে মামলা করে। এ হল তাদের বর্তমান অবস্থা ।

হযরত মুন্সী কাজী মাহবুব আলম সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার কল্যাণে আমার বিয়ের পর আমি আমার শ্বাশুড়ীকে তবলীগ করি। তিনি এতে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি আহমদী ছিলেন না। তবলীগের ফলে বুঝতে পেরেছিলেন ঠিকই কিন্তু বয়আত করেন নি। একদিন তিনি তার সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার আমার কাছে খুলে দিয়ে বলেন, এসব হযরত সাহেবের (আ.) সমীপে উপস্থাপন কর আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, কিয়ামতের দিন এর প্রতিদান আমাকে দেওয়া হবে কি না? তদনুসারে আমি এই অলঙ্কারাদি নিয়ে কাদিয়ান যাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খিদমতে উপস্থাপন করে বলি, এসব আমার শ্বাশুড়ী আম্মা দিয়েছেন আর তিনি বলেছেন কিয়ামত দিবসে তিনি এর প্রতিদান পেতে চান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গ্রহণ করে পবিত্র মুখে বলেন, ইনশাআল্লাহ্ এর প্রতিদান তিনি পেয়ে যাবেন।

দীর্ঘকাল পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, আমি

তার জানাযা পড়িনি, কেননা তিনি রীতিমত বয়আত করেন নি। যখন আমি ১৯০৬ সালের দিকে হযরত আকদাস (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হই আর বলি, তিনি মারা গেছেন কিন্তু আমি তার জানাযা পড়িনি, হুযূর (আ.) বলেন, তার জানাযা পড়া উচিত ছিল কেননা তিনি তার কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি আহমদী। হয়ত পরিস্থিতির কারণে বা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বয়আত করেননি কিন্তু তার কর্ম এমন ছিল যার মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, তিনি আহমদী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রচার, খোদা তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বন্ধন রচনা, আর এ লক্ষ্যেই তিনি তার প্রিয় অলঙ্কারাদি ইসলামের প্রচারের জন্য দিয়ে দিয়েছেন যার প্রতি একজন নারীর সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা থাকে। সে যুগে এ আকর্ষণ ছিল দুর্বার আর আজকেও রয়েছে। তার মাঝে কিয়ামতের ভয় ছিল, হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি একাগ্রতা ছিল। কিন্তু এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, যদি কেউ এটি বলে, আমি আহমদীদের মন্দ মনে করি না তাই তাকে আহমদীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত গণ্য করা হোক; এমন অর্থ করা ঠিক নয়।

প্রথম ক্ষেত্রে যেভাবে তিনি বলেছেন, তিনি নিজের সম্পত্তি, নিজের প্রিয় বস্তু ইসলাম প্রচারের জন্য, যে উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) এসেছিলেন, তার বাস্তবায়নের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে নিয়ে আসেন। শুধুমাত্র মনে মনে ঘৃণা না করা অথবা আহমদীদের সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখাই যথেষ্ট নয়। কেননা একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথাও বলেছেন যে, যদি সে খারাপ মনে না করে থাকে তাহলে প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করে দিক। প্রকাশ কেন করে না? যদি কোন বাধ্যবাধকতা না থাকে তাহলে বয়আত করা উচিত। শুধুমাত্র একথা বলে দেয়া যথেষ্ট নয়, আমি খারাপ মনে করি না। অবস্থা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে।

হযরত মওলানা গোলাম রসূল সাহেব রাজেকী (রা.) বলেন, আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করি। হযরত আকদাস (আ.)-এর পুস্তকাদি পড়ি, একটি উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় আর আমি তবলীগ করা আরম্ভ করে দেই। আর সে যুগে আমার তবলীগের রীতি ছিল, যেখানে চার-পাঁচ ব্যক্তিকে একসাথে বসা দেখতাম, গিয়েই আসসালামু আলাইকুম বলে বলতাম, তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ। মানুষ আমার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করত ব্যাপার কি ? আমি বলতাম যে হযরত ইমাম মাহদী এসে গেছেন, এ কথায় কেউ হাসি-তামাসা করত আবার কেউ কেউ উপহাস করত। কেউ আবার বিস্তারিত জিজ্ঞেস করত। বস্তুতঃ কোন না কোন ভাবে কথা শুরু হয়ে যেত আর আমি তবলীগের সুযোগ বের করে নিতাম।

তবলীগের সুযোগ বের করার কথা বললাম এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, আজকাল এভাবে জামাত অনেক স্থানে লিফলেট বিতরণ করছে। এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষ প্রশ্ন করে থাকে, আর এর মাধ্যমে তবলীগের সুযোগ বের করা উচিত। শুধুমাত্র কাগজ দিয়ে দেয়াই যথেষ্ট নয় যে এটি জামাতে আহমদীয়ার শান্তির বাণী, এতেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বরং এই যোগাযোগ ও সম্পর্ককে যতটা সম্ভব দৃঢ় করা উচিত। একইভাবে আজকাল মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে, তিনটি মসজিদ ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় একমাসে এখানে ইউকে'তে আরও তিনটি মসজিদের উদ্বোধন করা হবে, ইনশাল্লাহ্। এখন ইউকে জামাতেরও এ দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। আর এর মাধ্যমে তবলীগের নুতন পথ বের করা উচিত। যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। আর স্থানীয় জামাতের উচিত নিজেদের চারপাশের লোকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা। কেননা মসজিদ নির্মাণের কারণে যেখানে বিরোধিতা হয় সেখানে মনোযোগও আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত যেসব মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে, প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের সাথে যাদের যোগাযোগ ছিল না তারাও এখন জামাত সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। কাজেই আমাদেরকে এই সুযোগ লুফে নেয়া উচিত।

অতঃপর হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মিয়াঁ গোলাম মুহাম্মদ সাহেব যিনি আরায়ী বংশের ছিলেন এবং গুজরাতের খারিয়া জেলার গ্রাম সাদুল্লাহ্‌পুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি আমার মাধ্যমে খোদা তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হন। অনুরূপভাবে তার বংশের সবাই বরং সাদুল্লাহ পুর গ্রামের মসজিদের ইমাম মৌলভী গাউস মোহাম্মদ সাহেব যিনি আহ্‌লে হাদীস ফির্কার অনুসারী ছিলেন তিনিও খোদা তা'লার কৃপায় আমার তবলীগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মৌলভীদের মাঝেও সৎ প্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষ আছেন, যারা ধর্মকে বুঝেন। বর্তমান কালেও এমন কোন কোন মানুষ রয়েছে। পাকিস্তান ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সমূহেও এ ধরনের মানুষ রয়েছে যারা ধর্মীয় ব্যাপারে কট্টর হওয়া সত্ত্বেও আর শোনা কথার ভিত্তিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও যখন তারা প্রকৃত বিষয় জানতে পারেন তখন পড়েন, বুঝেন এবং বয়আতও করেন।

হযরত মিয়াঁ মোহম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, আমাদের বংশে সর্বপ্রথম হাজী ফযলুদ্দীন সাহেব ১৮৯২ সালে কাদিয়ান গিয়ে বয়আত গ্রহণ করেন। হাজী সাহেব আমার চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি আমার পিতা ও অন্য ভাইদেরকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত তবলীগ করেন। আমার পিতা একরাতে স্বপ্নে দেখেন, কাদিয়ানের দিক থেকে পূর্ণিমার চাঁদ অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরণ করছে। অর্থাৎ সেটি ছিল পূর্ণ চন্দ্র। আমার পিতা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার পরিচায়ক এবং সেদিনই সকালে আমরা সবাই পত্র যোগে বয়আত করি। হযরত মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব আরো বলেন, (এটি পূর্বের ঘটনাই চলছে) বয়আতের পূর্বেও তিনি তবলীগ করতেন আর এখন বয়আতের পরে এত বেশী তবলীগ করেছেন যে, তার তবলীগে হাজার হাজার মানুষ বয়আত করে আহমদীয়াতে প্রবেশ করেছেন। এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে বর্ণনা করব।

আল্লাহ্ তা'লা ঐসব সাহাবীর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। যাঁরা অসংখ্য মানুষকে যুগের ইমামের সংবাদ পৌঁছিয়েছেন এরপর তাঁরা সত্য প্রচারের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমানে তাঁদের বংশধররা তাঁদের পরিশ্রম, সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার ফল খাচ্ছে। তাই পূর্বপুরুষদের জন্য দোয়া করুন যাদের বংশধরদের মাঝে সেসব সাহাবীর মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ছিলেন। আমাদের সবাইকে

তাঁদের প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হচ্ছে, তাঁদের জন্য দোয়া করা এবং জামাতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক দৃঢ়তর করা এবং আহমদীয়াতের বাণী প্রচারের ধারা অব্যাহত রাখা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর সামর্থ দান করুন।

আজও একটি দুঃখজনক সংবাদ রয়েছে। আমাদের এক ভাইকে নওয়াবশাহ্‌তে শহীদ করা হয়েছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ জনাব ইদ্রিস আহমদ সাহেবের ছেলে জনাব মকসুদ আহমদ সাহেব যিনি পূর্বে কুরুন্ডিতে বসবাস করতেন। কিন্তু কিছুকাল থেকে রাবওয়ার পূর্ব দারুর রহমতে বসবাসরত ছিলেন। মকসুদ সাহেবের পৈত্রিক নিবাস হল, কাদিয়ানের পার্শ্ববর্তী ভাটিয়ার গোদ। তাঁদের বংশে তাঁর পিতামহ মৌলভী আব্দুল হক নূর সাহেবের বয়আতের মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করে।

তিনি ১৯৩৪ সালে বয়আত গ্রহণ করেন। তাঁর দাদার কৃষির ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল এ কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে সিন্ধু অঞ্চলের জমি চাষাবাদের কাজে জামাতের পক্ষ থেকে নিযুক্ত করেন। প্রথমদিকে নাসেরাবাদ, মাহমুদাবাদ ও অন্যান্য এস্টেটের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তাঁর দাদা ১৯৪২ সালে জামাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির পর পুনরায় জমি ক্রয় করেন এবং খায়েরপুর স্থানান্তরিত হন। ১৯৬৬ সালের ২১ ডিসেম্বর তাঁর দাদা জনাব আব্দুল হক নূর সাহেবকেও শহীদ করা হয়। সেই সময় মকসুদ সাহেবের বয়স ছিল ১২ বছর। তিনি সেই শাহাদতের চাক্ষুস সাক্ষী ছিলেন। অতীতের শহীদদের স্মৃতিচারণের সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর কথাও উল্লেখ করেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে ১৯৯৯ সালে জুনের এক খুতবায় শহীদদের নাম উল্লেখের সময় তাঁর দাদার নামও উল্লেখ করেন। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি কুরুন্ডিতে বসবাস করেন। তারপর রাবওয়াহ্ স্থানান্তরিত হন। ১৫ বছর নয় বরং ২৬/২৭ বছর যাবত রাবওয়ায় বসবাস করছেন। রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হবার পর থেকে রাজা নাসির সাহেবের কিউরেটিভ হোমীওপ্যাথিক কোম্পানীর কারখানায় কর্মরত ছিলেন। কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাঁকে সিন্ধু অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি সেখানে সেলসম্যান (বিক্রয় প্রতিনিধি) হিসেবে প্রত্যেক মাসে ঔষধ বিক্রি বা অর্ডার নেয়ার জন্য যেতেন।

তিনি গতমাস অর্থাৎ ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে সিন্ধুতে সফরে ছিলেন। ২০১২ সালের ৭ মার্চ শাহাদতের দিন সকাল প্রায় ১১টার সময় নওয়াবশাহ্ পৌঁছেন। সেখানে নওয়াবশাহ্ শহরের প্রসিদ্ধ মোহনী বাজারে সাড়ে ৩টার সময় দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় মোটরসাইকেল আরোহী গাড়ী দাঁড় করিয়ে গুলি করে তাঁকে হত্যা করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পুলিশ লাশ হাসপাতালে নিয়ে যা এবং সেখানে ময়নাতদন্ত করে। আমরা জানি, নওয়াবশাহ্‌তে গত দশদিনে এটি দ্বিতীয় শাহাদতের ঘটনা। শহীদ একজন মুসী ছিলেন। শহীদের স্ত্রী বলেন, ২/৩ মাস পূর্বে তিনি বলেছেন যে, তাঁকে হুমকী দেয়া হচ্ছে। তিনি সেখানকার এক হিন্দু ডাক্তারের দোকানে ঔষধ সরবরাহের জন্য যেতেন। বিরোধীরা সেই হিন্দু ডাক্তারকেও এই বলে হুমকী দেয়, যদি এই মির্যায়ী তোমার দোকানে আসে তাহলে তোমাকে এবং সেই মির্যায়ীকে আমরা হত্যা করব। তাঁর স্ত্রী আরও বলেন, শহীদ অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। নিয়মিত বাজামাত নামায ও নফলে অভ্যস্ত ছিলেন অনুরূপভাবে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন।

এ বছর স্ত্রীর চাদাও তিনি নিজেই পরিশোধ করেছেন। আর সফরে যাবার পূর্বে নিজের চাদাও সম্পূর্ণ পরিশোধ করে সফরে বের হয়েছেন। তবলীগ বা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের আগ্রহ নিজের দাদা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামহের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছেন। সফরেও জামাতের বই-পুস্তক সাথে রাখতেন, বিতরণ করতেন আর ফলপ্রসূ তবলীগ করতেন। নিশ্চিতরূপে এই তবলীগের কারণেই সেখানে শত্রুতা আরম্ভ হয়। জাগতিকতার উদ্দেশ্যে বের হলেও একজন আহমদী হিসেবেই বাজারে তার পরিচয় ছিল। এই পরিচিতির সুবাদে বই-পুস্তকও বিতরণ করতেন।

তিনি অত্যন্ত মিশুক, স্নেহপ্রবণ পরিচ্ছন্ন স্বভাবের একজন মানুষ ছিলেন। সৃষ্টির সেবায় অগ্রগামী ছিলেন। অভাবীদের (রোগীদের) বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন। খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। তদ্রুপ পবিত্র কুরআনের প্রতিও তাঁর বিশেষ ভালবাসা ছিল। তাঁর স্ত্রী আরো বলেন, একবার আমি মুকাররম মকসুদ আহমদ সাহেবকে বলেছিলাম, আমরাও কি শহীদদের পরিবারের অন্তর্ভূক্ত হতে পারব? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন, কেন নয়? যদি আল্লাহ্ তা'লা বেছে নেন তাহলে আমরাও অন্তর্ভূক্ত হতে পারব। তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে স্ত্রী আমাতুর রশীদ শওকত সাহেবা ছাড়াও তিন ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। তাঁর ছেলেরা অবিবাহিত, এখানে ম্যানচেস্টারে থাকেন। মেয়েদের মধ্যে একজনের বিয়ে আমেরিকাতে হয়েছে। আর অন্যজন আমাদের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নত করুন আর তাঁর সকল উত্তরসূরীদের ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন। শত্রুদের অচিরেই শাস্তির বিধান করুন।

জুম'আর পর আরও একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। কাদিয়ানের দরবেশ মরহুম মিস্ত্রী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের স্ত্রী হাজেরা বেগম সাহেবা চার/পাঁচ মার্চের দিবাগত রাতে ঊনআশি বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তিনি আমরোহার জনাব মুন্সী আব্দুর রহীম ফানির কন্যা ছিলেন যিনি ১৯৫০ সালে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে হিজরত করে কাদিয়ান স্থানান্তরিত হন। ১৯৫১ সালে মরহুমার বিয়ে হয়েছিল। তিনি বেশ কয়েকজন সন্তান-সন্ততির জননী হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর সাথে দরবেশের বেশে অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে জীবন কাটিয়েছেন। পাঁচজন ছেলে এবং পাঁচ মেয়েকে অতি উত্তমভাবে লালন পালন করেছেন। সন্তানদের সবাই বিবাহিত এবং তাদেরও সন্তানসন্ততি রয়েছে।

মরহুমা মূসী ছিলেন। কাদিয়ানের বেহেশ্‌তী মাকবেরায় তিনি সমাহিত হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার রূহের মাগফিরাত করুন। তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন। স্বীয় সন্তুষ্টির জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন আর তার উত্তরসূরীদের ধৈর্য প্রদর্শনের তৌফিক দিন, আমীন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

কুসংস্কারের উপর প্রার্থনার বিজয়

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

ইসলামের এক ঘোরতর শত্রু 'জিয়ন সিটি'র প্রতিষ্ঠাতা ডঃ জন আলেকজান্ডার ডুই, যে নিজকে 'এলিজা-৩' এবং 'যীশু খ্রীষ্টের অগ্রদূত' বলে দাবী করে। ডঃ ডুই ইসলাম, ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) এর প্রতি অসহিষ্ণু এবং গালিগালাজ বর্ষণকারী। সে এ ঘোষণা দিয়েছিল যে, ইসলামকে সে খতম করবে এবং খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় ক্যাথলিক চার্চ সম্পর্কে তার নিজস্ব-মতবাদ সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করবে। কাদিয়ানে আবির্ভূত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ডঃ ডুইকে প্রার্থনা- যুদ্ধে আহ্বান জানালেন এবং এ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর জীবদ্দশায় ডঃ ডুই এক যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু বরণ করবে।

সেই চরম ভবিষ্যদ্বাণী, আমেরিকা ও পশ্চিমের জন্যে খোদার এমন এক নিদর্শন, যেটা মহানবী (সা.) এর মর্যাদা, ইসলামের সত্যতা আর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর সত্যতা বিশ্বজগতে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

জন্মসূত্রে জন আলেকজান্ডার ডুই স্কটল্যান্ডবাসী। ১৮৪৭ সনে সে এডিনবার্গ-এ জন্মগ্রহণ করে এবং প্রাথমিক জীবনে চার্চ-সম্পর্কিত বিদ্যা অর্জন করেন। ১৮৭২ সনে যাজক হিসেবে সে অষ্ট্রেলিয়া যায় এবং সেখানে চিকিৎসাবিদ্যায় কতিপয় ডিগ্রী অর্জন করে খ্যাতি লাভ করে। ১৮৮৮ সনে সে আমেরকিা যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমায় এবং সেখানে 'লীভস অব হীলিং' নামক পত্রিকার প্রকাশনার কাজ শুরু করে। ১৮৯৬ সনে সে 'খ্রীষ্টিয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়' প্রতিষ্ঠা করে। ১৯০১ সনে সে ইলিয়ন্স্ ষ্টেট-এ 'জিয়ন সিটি' নামে একটি শহর নির্মাণের কাজ শুরু করে। এই শহর- এলাকায় সে অনেকগুলো কারখানা প্রতিষ্ঠা করে এবং কার্যতঃ জিয়ন সিটির 'মুকুট-হীন সম্রাটে' পরিণত হয় সে। একই বছর সে নিজকে 'এলিজা-৩' বলে দাবী করে।

ডুই ইসলাম ও এর পবিত্র নবী (সা.) এর প্রতি বিষোদগারী ভয়ানক এক শত্রু। ইসলামের বিরুদ্ধে সে বহু শত্রুতামূলক বক্তব্য ও লেখা প্রকাশ করে, যেগুলো তার 'লীভস্ অব হিলিং' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একবার সে নিজে ইসলামের প্রতি নিম্নরূপ জঘন্য এক ব্যাঙ্গাত্মক-মন্তব্য প্রকাশ করে :

'অতীব ঘৃণার সাথে আমি মুহাম্মদ-এর ছলনার কথাটি নিয়ে চিন্তা করি। যদি আমাকে এসব মিথ্যাচার গ্রহণ করতে হতো, তাহলে আমাকে এটাও বিশ্বাস করতে হতো যে, এই জমায়েতে এবং বাস্তবিকপক্ষে খোদার জমিনের যে-কোন অংশে এখন একটিও নারী থাকতো না, যে অ-মরণশীল-আত্মার ধারক। আমাকে এটা মানতেই হতো যে, তোমরা নারীরা হচ্ছো হিংস্র জন্তু, যারা একঘন্টা অথবা একদিনের জন্যে খেলার-বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারো এবং তোমাদের কোন চিরস্থায়ী অস্তিত্ব নেই, এবং যারা পাশবিক কামেচ্ছা দ্বারা শাসিত হয়ে তোমাদের সাথে তাদের কামেচ্ছা চরিতার্থ করেছে, তারা কুকুরের মৃত্যু বরণ করেছে। এটাই হচ্ছে তোমাদের পরিনতি আর এটাই হচ্ছে মুহাম্মদের ধর্ম' (লীভ্স্ অব হিলিং, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা নং-২৫, ২৬ শে মে, ১৯০০ সন)।

অন্য এক উপলক্ষ্যে সে আরও বলে :
'আমেরিকা ও ইউরোপের লোকদেরকে আমি সাবধান করছি যে, ইসলাম এখনো মরে যায়নি। যদিও ইসলাম ও মুহাম্মদ অবশ্যই ধ্বংস হবে, তবুও ইসলামের বিরাট শক্তি রয়েছে। অলস লাতিন চার্চ অথবা শক্তিহীন গ্রীক চার্চের মাধ্যমে ইসলামের ধ্বংস নির্নিত হবে না' (লীভ্স্ অব হিলিং, আগষ্ট, ১৯০০ সন)।

ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) এর প্রতি তীব্র গালিগালাজে তাকে রত দেখে এবং ইসলাম ও মুসলমানদেরকে তার ধ্বংস করার ব্যগ্রতা প্রত্যক্ষ করে হযরত আহমদ (আ.) ১৯০২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে নিম্নবর্ণিত প্রতিদ্বন্দ্বীতার মাধ্যমে তার মোকাবিলা করেন :–

"কতিপয় খ্রীষ্টান মিশনারী, যারা দর্শন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা ইত্যাদি অধ্যয়ন করেছেন, তাদের মনোভাব দেখে আমি বিস্মিত যে, এত বিদ্যা অর্জন করার পরও তারা লোকদেরকে এক দুর্বল মানব-সন্তানকে খোদা হিসেবে গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানায়। যীশুর প্রচারক হিসেবে সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এক লোকের উদ্ভব হয়েছে, যার নাম ডুই। তিনি দাবী করেন যে, খোদার ক্ষমতা ধারণ করে লোকদেরকে এ মতবাদের দিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে যীশু তাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, যীশু ছাড়া অন্য কোন খোদা নেই। কিন্তু তার যে খোদা, তিনি কী ধরনের খোদা, যিনি নিজকে ইহুদীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি; যিনি তার এক বিশ্বাসঘাতক শিষ্যের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন, যার প্রতারণার শিকার হয়ে তিনি অসহায় অবস্থায় ইহুদীদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। তিনি এক ডুমুর গাছের ফল খেতে সেদিকে দৌড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু জানতেন না যে ঐ গাছে কোন ফল ধরেনি; বিচার-দিবস কবে আসবে, সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি সে-বিষয়ে তার অজ্ঞতা স্বীকার করেছিলেন। তিনি অভিশপ্ত হয়েছিলেন, যাতে এটা বুঝায় যে, তার অন্তর অশুদ্ধ হয়েছিল এবং তিনি খোদা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন এবং তিনি খোদা এমনকি তার দয়া থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, কারণ পিতা তার থেকে বহু দূরে, এমন কি লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে ছিলেন, এবং এই দূরত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত অতিক্রম করা যেতো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নশ্বর দেহ নিয়ে সেখানে আরোহণ করতেন। এ বর্ণনায় কতই না স্ববিরোধিতা বিদ্যমান। একদিকে তিনি এ দাবী করেন : 'পিতা আর আমি একই অস্তিত্ব': আর অন্যদিকে তার সাথে সাক্ষাত করতে তিনি লক্ষ লক্ষ মাইলের বেশী দূরত্বের পথ ভ্রমণ করলেন। পিতা আর পুত্র যদি একই হয়, তাহলে এই দীর্ঘ-পথভ্রমণের শাস্তি তাকে কেন সহ্য করতে হয়েছে? পিতা তো ছিলেন তিনি নিজেই, যেহেতু উভয়েই ছিলেন একই সত্তা, তাহলে কার ডান হাতের উপর তিনি বসা ছিলেন"?

এবার আমরা ডুই-এর দিকে আমাদের মনযোগ ফিরাতে চাই, যিনি যীশুকে দেবতা জ্ঞান করেন এবং নিজকে তার প্রচারক হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং একথা বলেন যে Deut ১৮ : ১৫ তে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীটি তার আবির্ভাবে পূর্ণ হয়েছে এবং সে নিজেই 'এলিজা' এবং এ যুগে খোদার বাণীর প্রচারক। তিনি এটা জানেন না যে, তার কৃত্রিম খোদা মূসা কর্তক আদৌ গৃহিত হয়নি, এবং মূসা বার বার বনি ইসরাঈলদেরকে এ উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন কখনো কোন সৃষ্টজীবকে ঈশ্বরতুল্য মনে না করে, সে স্বর্গ অথবা এ জগতের মানুষ অথবা পশু, যা-ই হোক। তিনি তাদেরকে একথা স্মরণ করাতেন যে, খোদা তাদের সাথে কথা বলেন, তথাপি তারা খোদাকে দেখেন নাঃ এবং খোদা কোন আকৃতি অথবা দেহের উর্ধ্বে।

কিন্তু ডুই, যিনি মূসার খোদাকে প্রত্যাখ্যান করে, এমন এক খোদাকে পেশ করেন, যার চারজন ভাই ও এক মা আছে। তার লেখায় তিনি বার বার এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, তার খোদা যীশু তাকে বলেছেন যে, সব মুসলমান ধ্বংস হবে এবং তাদের একজনও টিকে থাকবে না, কেবল

তারা ব্যতীত, যারা মরিয়ম-পুত্রকে তাদের খোদা বলে এবং ডুইকে সেই কৃত্রিম খোদার প্রচারক হিসেবে মেনে নেবে।

ডুই-এর জন্য আমাদের একটি বার্তা রয়েছে, আর তা হচ্ছে, সব মুসলমানকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তার উদগ্রীব হবার কোনই প্রয়োজন নেই। কিভাবে তারা বেচারী মেরীর নম্রপুত্র যীশুর ঈশ্বরত্বকে স্বীকার করবে, বিশেষ করে যেভাবে ডুই-এর খোদার সমাধি এযুগে এদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তাদের মাঝখানে প্রতিশ্রুত মসীহ্ উপস্থিত রয়েছেন, যিনি ৬ষ্ঠ সহস্রাব্দের শেষে এবং ৭ম সহস্রাব্দের শুরুতে আবির্ভূত হয়েছেন, যার আবির্ভাবের সাথে সাথে অনেক নিদর্শন সুস্পষ্টাকারে প্রদর্শিত হয়েছে? ডুই-এর যে দাবী, তা হচ্ছে সব মুসলমান ধ্বংস হবে এবং কেবল তারাই রক্ষা পাবে, যারা যীশুকে খোদা এবং ডুই-কে খোদার প্রচারক বলে স্বীকার করবে, একথাটি সেইসব খ্রীষ্টানদের জন্যেও বিপদের কারণ, যারা মরিয়ম-পুত্র যীশুকে খোদা বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু ডুই-কে মিথ্যা প্রচারক হিসেবে জ্ঞান করে। ডুই-এর প্রতি নাজেল হয়েছে বলে দাবীকৃত ওহী, যা Deut ১৮ : ১৫ তে উল্লেখ করা আছে ডুই পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কেবল যীশুকে খোদা হিসেবে স্বীকার করাই যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ডুই কেও-'এলিজা-৩' এবং এ যুগের একজন প্রচারক হিসেবে স্বীকার করা না হয়েছে। তারা রক্ষা পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এসব স্বীকার করবে, এবং তা না করলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এই অবস্থায় ইউরোপ ও আমেরিকার খ্রীষ্টানগণের উচিত শীঘ্রই মি. ডুইকে মেনে নেয়া, পাছে না জানি তারা ধ্বংস হয়ে যায়। যীশুর ঈশ্বরত্বের মত অযৌক্তিক দাবী মেনে নিয়ে ডুইকে সেই খোদার প্রচারক হবার আরেকটি অযৌক্তিক মতবাদ মেনে নিতে তাদের কোনই অসুবিধা থাকা উচিত নয়।

মুসলমানদের ব্যাপারে আমরা মি. ডুই-এর প্রতি সম্মানের সাথে একথা উল্লেখ করতে চাই যে, তার উদ্দেশ্য পূরণ হতে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে ধ্বংস হতে বাধ্য করার প্রয়োজন নেই। ডুই-এর খোদা-ই সত্য, না আমাদের খোদা সত্য, সে প্রশ্নের সমাধান করার খুব সহজ একটি পন্থা আছে। পন্থাটি হচ্ছে, বার বার মিঃ ডুইকে সব মুসলমানের ধ্বংস হবার ভাবিষ্যদ্বাণীটি প্রচার করার কোনই প্রয়োজন নেই, বরং তার মনে একাকী আমাকে স্মরণ রেখে এ প্রার্থনা করা উচিত যে, আমাদের দু'জনের মধ্যে যেব্যক্তি মিথ্যুক, অন্যজনের আগেই তার মৃত্যু বরণ করা উচিত। ডুই যীশুকে খোদা বলে বিশ্বাস করে, আমি যীশুকে এক বিনম্র-সৃষ্ট এবং একজন নবী হিসেবে বিবেচনা করি। এখন বিচার্য বিষয় হচ্ছে, আমাদের এ দুজনের মধ্যে কে সঠিক? মিঃ ডুই-এর উচিত এ প্রার্থনাটি কমপক্ষে এক হাজার লোকের সাক্ষ্যসহ প্রচার করা। যখন এই প্রচার পত্রটি আমার কাছে পৌঁছাবে, তখন আমিও একইভাবে প্রার্থনা করবো এবং আমার সেই প্রচারপত্রেও এক হাজার লোকের সাক্ষ্য থাকবে, ইন্‌শা আল্লাহ্। আমি নিশ্চিত যে, এই কার্যধারা অবলম্বনের মাধ্যমে মিঃ ডুই এবং অন্যান্য খ্রীষ্টানদের জন্যে সত্যকে শনাক্ত করার একটি পথ খুলে যাবে।

এ ধরনের প্রার্থনার প্রস্তাব আমিই প্রথম দেইনি। মিঃ ডুই-ই সেই ব্যক্তি, যিনি তার ঘোষণাগুলোর মাধ্যমে নিজেকে সেই অবস্থানে স্থাপন করেছেন। এটা পর্যবেক্ষণ করে খোদা, যিনি সদা সতর্ককারী তিনিই আমাকে এ অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে প্রেরণা দিয়েছেন। স্মরণ রাখা উচিত যে, আমি কেবল এদেশের একজন মাঝামাঝি ধরণের নাগরিক নই। আমি হলাম প্রতিশ্রুত মসীহ্, যে ডুই-এর অপেক্ষায় ছিলাম। পার্থক্য কেবল একটি, আর তা হলো এই যে, ডুই বলেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ পঁচিশ বছরের মধ্যেই আবির্ভূত হবেন, আর আমার ঘোষণা হলো তিনি ইতোমধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন এবং আমিই সেই ব্যক্তিত্ব। আমার সমর্থনে শত শত নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে প্রকাশ পেয়েছে। আমার জামাতের সদস্য সংখ্যা প্রায় এক লক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং এ সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলছে।

মিঃ ডুই এর গর্ব হলো, তিনি হাজার হাজার পীড়িতকে তার পরিচর্যার মাধ্যমে আরোগ্য দান করেছেন। আমাদের জবাব হচ্ছে : তবে কেন তিনি তার আপন কন্যাকে আরোগ্য দান করতে পারলেন না, তাকে মরতে দিলেন এবং তার তিরোধানের কারণে এখনো তিনি শোক প্রকাশ করছেন? কেন তিনি তার অনুসারীর স্ত্রী, যে সন্তান প্রসবের চরম অবস্থায় ছিল তাকে আরোগ্য দান করতে পারলেন না এবং মিঃ ডুইকে তার পাশে তলব করে আনার পরও সে মারা গেল? এটা লক্ষ্যণীয় যে, এদেশের শত শত লোক আরোগ্য-দান-বিদ্যা অনুশীলন করে থাকে এবং তাদের অনেকেই এতে দক্ষতাও অর্জন করেছে এবং তাদের কেউই এটা স্বীকার করে না যে, তারা আধ্যাত্মিক গুণের অধিকারী। এটা বিস্ময়কর যে, কিভাবে আমেরিকার সাদাসিধা লোকেরা মিঃ ডুই-এর ফাঁদে পা দিল। যীশুকে ভুলক্রমে ঈশ্বরতুল্য করার এক দায়িত্ব তো তারা বহন করছেই, এরপরও কি দ্বিতীয় এই বোঝাটি তারা কাঁধে নেবে? মি. ডুই যদি তার দাবীতে সঠিক হয় এবং যীশু যদি বাস্তবিকই খোদা হয়ে থাকে, তবে কেবল একটি মানুষের মৃত্যু দ্বারাই তো বিষয়টির নিস্পত্তি করা যেতে পারে, সব দেশের মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার কোন প্রয়োজন তো নেই। কিন্তু মি. ডুই যদি আমার এ বিজ্ঞপ্তির কোন জবাব না দেন, কিংবা তার দম্ভ মোতাবেক প্রার্থনা না করেন এবং অত:পর আমার জীবদ্দশাতেই এ পৃথিবী থেকে অপসারিত হন, তাহলে সমগ্র আমেরিকাবাসীর জন্যে এটা এক নিদর্শন হতে পারে। একমাত্র অবস্থা হচ্ছে, আমাদের দুজনের মৃত্যুই কোন মানুষের হাত দ্বারা নয়, বরং অসুস্থতা, অথবা আগুনে পুড়ে, অথবা সর্প-দংশনে, অথবা হিংস্রজন্তুর আক্রমণ দ্বারা সাধিত হওয়া উচিত। আমার অনুরোধ মানার জন্যে আমি মিঃ ডুইকে তিন মাস সময় দিচ্ছি এবং আমি প্রার্থনা করি যে, খোদা তাদেরই সঙ্গী হোন, যারা সত্য।

যে পদ্ধতিটির প্রস্তাব আমি করছি, তা হচ্ছে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় মিঃ ডুইকে তার মিথ্যা-খোদার অনুমতিক্রমে মাঠে নামতে হবে। আমি একজন ষাট বছরোর্ধ্ব বয়সের বৃদ্ধ। আমি ডায়াবেটিস, আমাশয়, মাইগ্রেন এং রক্তাল্পতায় ভুগছি। যা হোক, আমি বুঝতে পারছি যে, আমার বেঁচে থাকা আমার স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর নয়, বরং খোদার নির্দেশের উপর নির্ভর করছে। মি. ডুই এর মেকি খোদা যদি কোন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই মি. ডুইকে আমার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার অনুমতি দেবেন। সব মুসলমানের ধ্বংসের পরিবর্তে যদি আমার একার মৃত্যু দ্বারা মি. ডুই-এর উদ্দেশ্য সফল হয়, তবে তিনি এক বিশাল নিদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, যার পরিণতিতে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়ম-পুত্রকে খোদা আর মি. ডুইকে তার প্রচারক হিসেবেও শনাক্ত করতে পারবে। আমি বিশ্বস্ততার সাথে এ বিষয়ে জোর দিয়ে বলছি যে, খ্রীষ্টানদের খোদার প্রতি বিশ্বের মুসলমানরা যে বিরাগ পোষণ করে, সেটা এক পাল্লায় রেখে অন্য পাল্লায় আমার একার অনুভূত বিরাগ স্থাপন করলে আমার বিরাগের পাল্লাই সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মোট বিরাগ থেকে অধিকতর ভারী হবে। সত্যটি হচ্ছে এই যে, আমার অস্তিত্বেই মরিয়ম-পুত্র যীশু অস্তিত্ব লাভ করেছে, আর আমি হলাম খোদা থেকে আগত। সেই অস্তিত্ব কতই না মহিমান্বিত, যিনি আমাকে শনাক্ত করতে পেরেছেন, আর চরম দুর্ভাগা হচ্ছে সে, যার দৃষ্টিতে আমি পরিত্যাজ্য (রিভিউ অব রিলিজিয়নস-উর্দু, খন্ড-১, সংখ্যা-৯, পৃ: ৩৪২-৩৪৮)।

প্রতিশ্রুত মসীহ্-র প্রতিদ্বন্দ্বীতার এই আহ্বান আমেরিকার সংবাদ পত্রগুলোয় বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছিল, যার কতকগুলোতে আবার প্রায় আক্ষরকিভাবেই এর সারাংশও প্রকাশিত হয়েছিল, ওগুলোর মধ্যে ১৯০৩ সনের ২০শে জুনের 'লিবার্টি ডাইজেষ্ট', ১৯০৩ সনের ২৭শে জুনের 'দি বার্লিংটন ফ্রি প্রেস' এবং একই বছরের ২৬শে অক্টোবরের 'দি নিউইয়র্ক কমার্শিয়াল এড্‌ভার্টাইজার'-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

০"মির্যা সাহেব ডুইকে সংক্ষেপে

লিখেছেন–'আপনি একটি সম্প্রদায়ের নেতা। আমারও একটি আলাদা জামাত রয়েছে। আমাদের মধ্যে কে খোদার তরফ থেকে এসেছে, সে ফয়সালা সহজেই চাওয়া যেতে পারে। আমাদের প্রত্যেকেরই এ প্রার্থনা করা উচিত যে, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে মেকি, তাকে যেন খোদা অন্যজনের জীবদ্দশায় উঠিয়ে নেন। যার দোয়া কবুল হবে, তাকে 'সত্য-খোদার তরফ থেকে আগত' বলে বিবেচনা করা হবে"। এরপর সংবাদ পত্রটির মন্তব্য ছিল–

'প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত ও ন্যায্য কথা'। হযরত আহমদ (আ.)-এর এই প্রতিযোগিতার আহ্বানের কোন জবাব মি: ডুই প্রদান করেন নি, কিন্তু তার 'লীভ্‌স অব হিলিং'-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩-সংখ্যায় মি: ডুই ঘোষণা করেন, –'আমি আমার খোদার কাছে এ প্রার্থনা করি যে, বিশ্ব থেকে শীঘ্রই ইসলাম অদৃশ্য হবে। হে খোদা, তুমি আমার এ প্রার্থনা গ্রহণ করো। হে খোদা, তুমি ইসলামকে 'ধ্বংস করো'।

১৯০৩ সনের ২৩ আগষ্ট তারিখে হযরত আহমদ (আ.) মি: ডুই-কে সম্বোধন করে আরেকটি বিবৃতিতে বলেন–'এটা কেবল আমার মুখের কথাই নয় যে, আমি হচ্ছি প্রতিশ্রুত মসীহ্। খোদা, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমার সাক্ষ্য বহন করেন। তাঁর সাক্ষাতের পূর্ণতায় আমার সমর্থনে তিনি শত শত নিদর্শন প্রকাশ করেছেন এবং এখনো করে চলেছেন। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, আমার পূর্বে আবির্ভূত মসীহ্‌র উপর তিনি যত অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন, তদোপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ তিনি আমার উপর নাযেল করেছেন। মসীহ্-র আয়নায় তাঁর চেহারা যতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, তদোপেক্ষা অনেক প্রশস্তভাবে তা আমার আয়নায় প্রদর্শিত হয়েছে। এটা যদি কেবলই আমার মুখের কথা হয়, তাহলে আমি মেকি; কিন্তু তিনি যদি আমার পক্ষে সাক্ষ্য বহন করেন, তাহলে কেউ-ই আমাকে 'মেকি' বলতে পারে না। তাঁর সন্নিধান থেকে আমার সপক্ষে হাজার হাজার সাক্ষ্য বিদ্যমান আছে, যেগুলো আমি গণনা করে শেষ করতে পারি না। একটি সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে, মি: ডুই যদি আমার সাথে প্রতিযোগিতার আহ্বান গ্রহণ করেন, এবং প্রকাশ্যে অথবা ইশারায় আমার বিপরীতে নিজেকে দাঁড় করান, তবে আমার জীবদ্দশাতে তিনি অতীব দুঃখ ও যন্ত্রণার সাথে ইহজীবন ত্যাগ করবেন'।

আজোবিধি মি: ডুই আমার এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানের জবাব দেননি, অথবা তার কাগজেও তা উল্লেখ করেননি। এমতাবস্থায় আমি অদ্য ২৩শে আগষ্ট, ১৯০৩ থেকে তাকে ৭ মাসের সময় সীমা নির্ধারণ করছি। এ সময়ের মধ্যে যদি তিনি আমার বিরোধীতায় এগিয়ে আসেন এবং তার কাগজে এ ঘোষণা প্রকাশ করেন যে, তিনি পূর্ণভাবে আমার পরিকল্পনা গ্রহণ করে নিলেন, তাহলে বিশ্ব শীঘ্রই এ প্রতিযোগিতার পরিণতি প্রত্যক্ষ করবে। এখন আমার বয়স ৭০ বছর আর মি: ডুই-এর বিবৃতি মোতাবেক তিনি হচ্ছেন ৫০ বছর বয়সের এক জোয়ান। আমাদের বয়সের এই অসমতার কারণে আমি উদ্বিগ্ন নই, এবং বিয়য়টি বয়সের যোগ্যতার নিরিখে ফয়সালা হবার নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে খোদার উপর নির্ভর করছে, যিনি আকাশ ও জমীনে সর্বাপেক্ষা উত্তম বিচারক। মি: ডুই যদি এ প্রতিযোগিতায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন, তাহলে আমি আমেরিকা ও ইউরোপের জনগণকে সাক্ষী হিসেবে এ আহ্বান জানাবো যে, এটাও তার জন্যে পরাজয় বলেই ধরা হবে এবং এমতাবস্থায় এ উপসংহারে আসা উচিত হবে যে, 'এলিজা হবার তার যে দাবী, তা হচ্ছে কেবলই এক দম্ভ এবং প্রতারণা। এভাবে মৃত্যু থেকে তিনি পালাবার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু তার এটা বুঝা উচিত যে, প্রস্তাবিত প্রতিযোগিতা থেকে পলায়নের এ প্রচেষ্টাও হচ্ছে মৃত্যুরই আরেক অবস্থা। অতএব নিশ্চিত হোন যে, তার 'জিয়ন' এর উপর খুব শীঘ্রই এক দুর্যোগ অবশ্যই পতিত হবে'।

অবশেষে মি: ডুই তার 'লীভ্‌স অব হিলিং'-এর ডিসেম্বর, ১৯০৩ সংখ্যায় নিম্নরূপ ঘোষণা দিলেন–

'ভারতবর্ষে একজন মুহাম্মদী মসীহ্ রয়েছেন,যিনি আমাকে লিখে চলেছেন যে, যীশুখ্রীষ্ট কাশ্মীরে সমাহিত আছেন। লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করে, কেন আমি তাকে প্রয়োজনীয় জবার প্রেরণ করি না। আপনারা কি মনে করেন যে, এমন ডাঁশ ও মাছিদের কথার জবাব দেবো? আমি যদি তাদের উপর আমার পা রাখি, তাহলে তারা পদদলিত হয়ে মারা যাবে। ঘটনা হচ্ছে, আমি তাদেরকে শুধু উড়ে গিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ দিচ্ছি'।

এভাবে উভয় দিক থেকে করা এ প্রচার, হযরত আহমদ ও মি: ডুই–পরস্পরকে মুখোমুখি করে দিয়েছিল, আর সেই মুহূর্ত থেকেই মি: ডুই তার সব বিষয়ে ক্রমাগত এক অবনতির দিকে যেতে থাকলেন। তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে শুরু করলো, তার অনুসারীরা তাকে সন্দেহ করতে লাগলো এবং তার দাবী সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করলো। তিনি অর্থনৈতিক অসুবিধাদির সম্মুখীন হতে লাগলেন। ১৯০৫ সনে তিনি পক্ষাঘাতের কঠিন আক্রমণে সহসা আক্রান্ত হলেন এবং তার চিকিসকরা তাকে একটি অধিকতর উষ্ণ আবহাওয়া সম্পন্ন স্থানে চলে যেতে নির্দেশ দিলো। তাকে মেক্সিকো এবং অত:পর জ্যামাইকাতে নেয়া হলো। জিয়নের কার্যক্রম তার এমন এক মনোনীত ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করা হলো, যে শীঘ্রই তার বিরুদ্ধাচরণ করলো। তার স্ত্রী ও সন্তানরা তাকে ত্যাগ করলো এবং তার বিরুদ্ধে ভিন্নমুখী অবৈধ ও অনৈতিক অপরাধের অনুশীলনের অভিযোগ আনা হলো। ১৯০৭ সনের ৯ই মার্চ এক মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করল সে। হযরত আহমদ ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সার্বিকভাবে পূর্ণতা পেলো।

ড্যান ভিল গেজেট, ৭ জুন, ১৯০৭ এ প্রসঙ্গে লিখলো :

কয়েকমাস পূর্বে করা সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সুনাম 'জনাব আহমদ ও তার মান্যকারীদেরকে প্রদান করা যায় আর সেজন্যে তাদের ক্ষমাও করা যেতে পারে'।

১৫ই জুন, ১৯০৭ এর 'ট্রুথ সীকার' লিখল :

'কাদিয়ানের লোকটি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, যদি মি: ডুই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান গ্রহণ করে, তবে সে তার সম্মুখেই অনেক দুঃখ ও যন্ত্রণা নিয়ে পৃথিবী ত্যাগ করবে। মির্যা আরো লিখেন যে, যদি মি: ডুই তা প্রত্যাখ্যান করেন, তবে পরিনতিটি কেবলই কিছুকাল মুলতবি রাখা হবে, মৃত্যু তার জন্যে একইভাবে অপেক্ষমান থাকবে এবং দুর্যোগ শীঘ্রই 'জিয়ন'-কে গ্রাস করবে। সেটি ছিল এক পরম ভবিষ্যদ্বাণী : জিয়নের পতন এবং জনাব আহমদ (আ.)-এর আগেই ডুই-এর মৃত্যু সংঘটিত হওয়া অবধারিতই ছিল।

'হেরাল্ড অব বোষ্টন'-এর ২৩শে জুন, ১৯০৭ সংখ্যায় মন্তব্য করে :

'ডুই তার জিয়ন সিটি টিম ও অভ্যন্তরীণ-বিরোধ নিয়ে এক দুঃখজনক মৃত্যু বরণ করেছেন।

জনাব আহমদ প্রায়ই একথা স্বীকার করতেন যে, যে অতীব প্রগাঢ় যন্ত্রণা তার মনকে পীড়া দিত, সেটা হচ্ছে খ্রীষ্টান চার্চ দ্বারা যীশুকে ঈশ্বরতুল্য জ্ঞান করা এবং তিনি কতিপয় সে সব উপায় বের করার জন্যে খুবই উদগ্রীব ছিলেন, যা দ্বারা এ বিষয়টি অবশ্যই সন্দেহমুক্ত ভাবে সমাপ্ত করা যায় এবং মানবজাতি এই মস্ত অপরাধ থেকে মুক্তি পায়। তিনি পবিত্র কুরআন, খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ এবং মানবীয় বিচার-বুদ্ধির ভিত্তিতে সত্য উদ্ঘাটনের কোন সুযোগ হাত ছাড়া করেননি। যীশুর ঈশ্বরত্বের ভিত্তিহীন নীতি প্রকাশের সময় তিনি সর্বদাই এ বিষয়টি উল্লেখ করতে যত্নবান থাকতেন যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মোতাবেক তিনি নিজে যীশুকে খোদার এক সত্য নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন এবং তাকে সেভাবেই শ্রদ্ধাও করেন।

[স্যার জাফরুল্লাহ্ খান প্রণীত আহমদীয়াত : ইসলামে রেনেঁসা অবলম্বনে]

আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের স্বরূপ ও নিদর্শন

মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি
পিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

"তুমি বল, তিনিই আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ সর্বনির্ভরস্থল। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

মহান আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের অন্যান্য সকল সমস্যা বা বিষয়াদি আবর্তিত হয় এই বিষয়কে কেন্দ্র করে যে আল্লাহ্ আছেন বা নেই। আল্লাহ্ যদি থাকেন তাহলে সবকিছু এক প্রকারে বা একভাবে দেখা হবে। আল্লাহ্ যদি না থাকেন তাহলে সবকিছু অন্যভাবে দেখা হবে। পৃথিবীতে উভয়প্রকার মানুষ আছে। এক প্রকার মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আর এক প্রকার মানুষ আছে যারা আল্লাহ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তারা বলে যে, কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। সবকিছু এমনিতেই হয়েছে এবং কোন নিয়ন্ত্রন কর্তা ছাড়া সবকিছু প্রাকৃতিক নিয়মে চলছে। প্রকৃতির বিধান অপরিবর্তনীয়।

তারা বলে, রূহ বলে কিছু নেই, ম্যাটার (matter) বা বস্তু-ই সবকিছু। সবই শরীর সর্বস্ব, যা মারা গেলে মাটিতে মিশে যাবে। কোন কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। মৃত্যুর পর কোন জীবন নেই। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই।

যারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তারা বলে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং অবশ্যই আছেন এবং তিনিই আল্লাহ। এ সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে লালন পালন করেন। তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই সবকিছু নিয়ন্ত্রন করেন। কোন কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রনের বাইরে নয়। তিনিই সবকিছু জীবিত রেখেছেন এবং রক্ষা করছেন। তিনি রক্ষা না করলে কিছুই বেঁচে থাকতে বা টিকে থাকতে পারে না।

২. আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখেন। তিনি তাঁর পবিত্র এবং প্রিয় বান্দার সাথে কথাও বলেন।

৩. মানুষ সৃষ্টি অনর্থক নয়। মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহ্‌র সকল নির্দেশ মেনে চলবে এবং ইবাদত করবে। এভাবে সে আল্লাহ্‌র রং এ রঙ্গীন হবে। অর্থাৎ তার মধ্যে আল্লাহ্‌র গুণাবলী সৃষ্টি হবে। এবং সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করবে। মানুষ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যমে পরম শান্তি বা আরাম ও সাফল্য লাভ করবে। রূহ বা আত্মা এমন জিনিষ যে আল্লাহ্‌র সান্নিদ্ধ্য ব্যতিত শান্তি বা আরাম পায় না।

৪. প্রকৃতির বিধান Autometic বা এমনিতে অনায়াসে সৃষ্টি হয় নি। আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রন করছেন। মানুষের মঙ্গলের জন্য সবকিছু করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিত একটি পাতাও নড়ে না।

৫. মানুষের মাঝে রূহ বা আত্মা আছে। এই রূহ অনন্ত কাল পর্যন্ত জীবিত থাকবে। মৃত্যুর পরে এই রূহ্ নতুন জীবন লাভ করবে। মানুষের কর্মের বিচার হবে। সে ভাল করেছে না মন্দ করেছে। মন্দ করলে শাস্তি হবে। ভাল করলে পুরস্কার পাবে।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যাবধান। যারা বিশ্বাস করে না তাদের সন্দেহের বা অবিশ্বাসের কারণ দূর হওয়া উচিত। আল্লহ্‌র অস্তিত্বের প্রমান অনেক। বহু যুক্তি দিয়ে প্রমান করা যায়।

যারা বিশ্বাস করে না, তারা কেন করে না? তারা মনে করে যে, (১) তারা খোদাকে চোখে দেখে না। তাদের মতে কোন প্রমানও নেই যে, বিবেক দিয়ে বিবেচনা করা যায়।

আল্লাহ্‌কে চোখে দেখা যায় না, অতএব আল্লাহ্ নেই এটি কোন যুক্তি হোল না। কারণ আরো অনেক কিছুর অস্তিত্বে সবাই বিশ্বাস করে অথচ চোখে দেখে না। না দেখেও বিশ্বাস করে অবিশ্বাস করতে পারে না। অথচ সেগুলো চোখে দেখা যায় না।

বিদ্যুৎকেও চোখে দেখা যায় না। কিন্তু সবাই বিশ্বাস করে যে বিদ্যুৎ আছে। প্রেম ভালবাসা চোখে দেখা যায় না। অথচ এতে সবাই বিশ্বাস করে এবং এগুলো অনেক বড় বড় শক্তি। গ্যাস চোখে দেখা যায় না। কিন্তু গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে আমরা চুলা জালাচ্ছি। গাড়ী চালাচ্ছি। চোখে না দেখলেও বিবেকের কাছে গ্রহন যোগ্য অনেক যুক্তি আছে।

মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, বিশাল বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তাকে চোখে দেখতে চাওয়াও বাড়াবাড়ি। বিশ্ব-জগতের মাঝে মানুষ একটি অতি ক্ষুদ্র বিন্দুর চেয়ে বড় কিছু নয়। সে কি করে আশা করে যে স্রষ্টাকে দেখবে। কিন্তু না দেখলেও মানতে হবে। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে আমরা বেঁচে আছি। আনন্দ করে বেড়াচ্ছি। তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া এক মুহূর্তও আমরা বাঁচতে পারি না।

আল্লাহ্‌র গুণাবলী (সিফাত) atributs দিয়ে খোদাকে জানতে হবে। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমানের জন্য বড় বড় তিনটি বিষয় উল্লেখ করা যায়- (১) সমগ্র সৃষ্টি। (২) মানব জাতির শ্রেষ্ট হযরত মুহাম্মদ (সা.) (৩) কুরআন মজিদ আল্লাহ্‌র কালাম।

সৃষ্টির রহস্যকে বিচার করলে দেখা যায় যে মহা শক্তিশালী অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তা ব্যতিত এই বিশ্ব কখনই সৃষ্টি হয় নি।

আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত পবিত্র এবং অনেক বড়। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি অতুলণীয় 'লাইসা কামিসলিহি শায়উন'। আল্লাহ্‌র মত বা তাঁর অনুরুপ কিছু নেই। 'লা তুদরেকুহুল আবসার' চোখ তাকে দেখার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু তিনি তাঁর সিফাত বা গুনাবলীর মধ্য দিয়ে সর্বক্ষন বিকশিত, দর্শনীয় এবং লক্ষ্যনীয়। আল্লাহ্‌র সিফাতকে দেখে তাঁর অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায়। যেমন বিদ্যুৎ দেখা যায় না। কিন্তু যখন বাল্‌ব জ্বলে উঠে তখন বোঝা যায় যে বিদ্যুৎ এসে গেছে।

আমি সংক্ষেপে তিনটি সিফাত থেকে কয়েকটি প্রমানের উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত : রাব্বুল আলামীন সিফতের বিকাশের কথা বলি।
আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু বা প্রাণীকে লালন পালন করেন। বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করে যে, একদিন

এই সৃষ্টির কিছুই ছিল না। একসময় সর্বপ্রথম বিগ ব্যাং বা মহা বিস্ফোরন ঘটেছে। তারপর দেখা গেছে যে এক ধরনের সুপ বা ঝোলের মত আধারের মাঝে পরমানু সাঁতার কাটছে। এর থেকে কোটি কোটি বছরে আবর্তন ও বিবর্তনের ফলে আজকের এই বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে। আজকে সৃষ্টির মধ্যে চমৎকার নৈপূণ্য দেখেই মনে করা হয়েছে যে, এসব অটোমেটিক হয়েছে। অথচ হর হামেশা সৃষ্টি ও ধ্বংস জারি আছে। পুরাতন ধ্বংস হচ্ছে আর নতুন সৃষ্টি হচ্ছে। যিনি শক্ত হাতে এসব নিয়ন্ত্রন করছেন তিনিই আল্লাহ্। তাঁর নিয়ন্ত্রন ছাড়া কিছুই হচ্ছে না।

আমরা যে বিশ্বজগত দেখছি, এর নভোমন্ডলে কোটি কোটি সূর্য বিরাজ করছে। বলা হয়েছে যে সূর্যের সাথে কোন বড় নক্ষত্রের ধাক্কা লাগার ফলে সূর্যের একটি অংশ ভেঙ্গে পৃথক হয়ে যায়। তারপর কোটি কোটি বছরে ঠান্ডা হয়েছে এবং এর মাঝে সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে।

প্রথমে উদ্ভিদ সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। বলা হয়েছে সর্ব প্রথম সমুদ্রে উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়েছে, তারপর ভূপৃষ্ঠে। তারপর প্রাণী সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। বিস্তারিত বিবরণে যাওয়া সম্ভব নয়। ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ সৃষ্টি শুরু হয়েছে ৪০কোটি বছর পূর্বে। তারপর জীবজন্তু।

মানুষও একদিনে এমন অবস্থা লাভ করেনি। হাজার হাজার বছরে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। বলা হয়েছে ৪০ হাজার বছর পূর্বেও আমাদের মত মানুষ ছিল।

আল্লাহ্‌র প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) ৬ হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তা এই যে, এই বিশ্বজগতের কোন শেষ প্রান্ত নেই। অসংখ্য নিহারীকা (গ্যালাক্সি) আছে। এক এক গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রপুঞ্জে হাজার হাজার সূর্য আছে। আমাদের সূর্য বা আমরা যে গ্যালাক্সিতে আছি বলা হয়েছে যে এই গ্যালাক্সিতে আনুমানিক ১০০০ কোটি নক্ষত্র আছে। এগুলো সব সম্প্রসারিত হচ্ছে। নতুন সৃষ্টিও হচ্ছে। ধ্বংসও হচ্ছে। তারপরও বেড়েই চলেছে।

কুরআনকে এজন্য মানতে হবে যে, কুরআনে ১৪০০বছর পূর্বে যেসব তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে তা মানুষ তখন কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু আজ বিজ্ঞানীরা গবেষনা করে তা বলছে। মানুষ এক সময় মনে করত যে, পৃথিবী স্থির হয়ে আছে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু আজ বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবী এবং সকল গ্রহ নক্ষত্র নিজ কক্ষ পথে ঘুরছে। কুরআন মজিদে বলা হয়েছে চন্দ্রকে ধরে ফেলার ক্ষমতা সূর্য্যের নেই এবং রাত দিনকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আর এরা প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) কক্ষপথে ধাবমান রয়েছে। (সূরা ইয়াসিন-৪১)

তারপর গ্যালাক্সিগুলোও সম্প্রসারিত হচ্ছে। কুরআন বলছে : আমরা এক (বিশেষ) ক্ষমতাবলে আকাশ বানিয়েছি এবং অবশ্যই আমরা একে সম্প্রসারিত করে চলেছি। (সূরা আয যারিয়াত, ৪৮) বিজ্ঞানীরা আজ আবিস্কার করছেন। এসব কথা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ১৪০০ বছর পূর্বে ওহী করে বলা হয়েছে যা কুরআন শরীফে লেখা আছে।

এ রকম শত শত হাজার হাজার তথ্য কুরআন শরীফে দেয়া হয়েছে। যা মানুষ কখনও জানত না। তিনি সৃষ্টিকর্তা তাই তিনি এসব কথা জানতেন এবং তিনি বলেছেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা না হলে এসব কথা কি করে বলেছেন? মানুষকেও এসব জানার বা আবিস্কার করার ক্ষমতা আল্লাই দিয়েছেন যেন তারা আল্লাহ্‌র মহিমা প্রত্যক্ষ করতে পারে।

বিজ্ঞানীরাও বিভিন্ন সময় স্বীকার করেছেন যে, এই সৃষ্টি অবশ্যই একজন স্রষ্টার সৃষ্টি। এমনি এমনি হয়নি। বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন একজন স্রষ্টার কথা বলার কারনে তাকে (ট্রিনিটি কলেজ) ক্যাম্ব্রীজ ইউনির্ভাসিটির শিক্ষকতা থেকে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছিল। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও বলেছিলেন যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। কিন্তু পরে পাদ্রীদের ভয়ে অস্বীকার করেছিলেন। ডঃ আব্দুস্ সালাম একজন বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ বিদ বিজ্ঞানী তিনিও এক খোদার উপর বিশ্বাস রাখতেন এবং ইবাদত গুযার আহমদী মুসলমান ছিলেন। আগামীতে বড় সংখ্যায় বিজ্ঞানীরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের কথা বলবেন।

আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, উদ্ভিদ জগৎ, প্রাণী জগৎ যা-ই বলেন দুইটি প্রধান সৃষ্টি (১.) বস্তু/ matter (২.) প্রাণ।

matter বা বস্তু সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছিল এর সবচেয়ে ছোট বিন্দু বা কণা atom এটম। একে ভাঙ্গা যায় না। এখন পর্যন্ত মোট ৯২ প্রকার এটম আছে বলে জানা গেছে। পূর্বে এর সংখ্যা অনেক কম বলা হোত। আস্তে আস্তে এগুলো আবিস্কার হয়েছে। একই ধরনের অনেকগুলো atom এটম মিলিত হয়ে বিভিন্ন উপাদান, elements সৃষ্টি করে। সোনা-চান্দি, অক্সিজেন, গ্যাস, প্যারা, রেডিয়াম, ইউরোনিয়াম ইত্যাদি। প্রথমে বলা হয়েছে atom বা পরমানুর চেয়ে ছোট আর কিছু নেই আর এটি ভাঙ্গাও যায় না। পরবর্তীতে জানা গেল যে, atom-ও ভাঙ্গা যায় এবং এর মধ্যে অনেক কণা আছে যা ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন নামে পরিচিত। সমস্ত সৃষ্টি উপর বিচার করে একথা বলা যায় না যে কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই এসব কিছু হয়েছে এবং নিয়মিত সচল ও সক্রিয় আছে।

তারপর আর একটি জরুরী বিষয় প্রাণ বা জীবন, ষরভব । এটি কি, কোথা থেকে আসলো? এর কোন আকার/আকৃতি নেই, ওজন নেই, এর দৈর্ঘ্যও নেই প্রস্থও নেই।

প্রকৃতি থেকে অর্থাৎ matter/বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েছে? এটি তো প্রাণ। এতে এত শক্তি যে এটি আকাশ ও সমুদ্রকেও জয় করেছে। একটি গাছের শেকড় পাথরকে ছিদ্র করে বের হতে পারে। একটি সচ্ছ কোষ/ পবষষ যার মধ্যে মবৎস জীবানু বা বীজ থাকে যা থেকে জীবন সৃষ্টি হয়। এটি কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? কে সৃষ্টি করেছে?

তারপর দেখুন, মানুষ কথা বলতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, বলতে শিখিয়েছেন। (আর রাহমান ৪-৫)

কথা বলতে কে শিখিয়েছেন? কারো কাছ থেকে না শুনে না শিখে কেউ কথা বলতে পারে না। অতএব মানতে হবে যে, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তালাই মানুষকে কথা শিখিয়েছেন।

অন্যান্য প্রাণীর মতই মানুষ ও প্রাণী। কিন্তু মানুষের মাঝে রূহ বা আত্মা আছে। মানুষ কথা বলতে পারে। মানুষ মত বিনিময় করতে পারে, পরামর্শ করতে পারে। অন্যান্য কোন প্রাণী তা পারে না। কথা বলার ক্ষমতা কে দিল? বুদ্ধিমান কে বানাল? বড় বড় হিসাব মানুষ করতে পারে, গননা করতে পারে। অন্য প্রাণী তা পারে না। যদি আল্লাহ্ না থাকতেন এবং সব কিছুই প্রকৃতির নিয়মে হতো তাহলে সবাই একই ধরনের হতো। কোন ব্যতিক্রম থাকতো না। সবকিছুতেই ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রম গুলো দেখে বিশ্বাস করতে হয় যে, কেউ একজন নিয়ন্ত্রন কর্তা অবশ্যই আছেন।

১. আরো দেখুন; মানুষ বা অন্যান্য সৃষ্ট জীব বা যা কিছু - এসব কিছুর মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জড় পদার্থগুলে নড়াচড়াই করতে পারে না। তারপর উদ্ভিদ। এদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। অনেক বড় হতে পারে না। আম গাছ হাজার ফুট উচু হতে পারে না। প্রাণী জগৎও অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়ে বেঁচে আছে। ঘোড়া ঘন্টায় হাজার মাইল দৌড়াতে পারে না। মানুষেরও বহু সীমাবদ্ধতা আছে। অথচ মানুষ সবচেয়ে শক্তিশালী। মানুষের দৃষ্টি সীমিত, শ্রবনশক্তি সীমিত।

যদি কোন মহাশক্তিশালী স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা এসব কিছু নিয়ন্ত্রন না করতেন, এরা যদি স্বাধীন থাকত নিজেরা স্রষ্টা হোত তাহলে এরা সীমাবদ্ধতা নিজেদের জন্য গ্রহন করত না।

আবার দেখুন, ২. প্রত্যেকটি বস্তু বা প্রাণী অসম্পূর্ণ। নিজেরা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। অনেক

কিছুর সাহায্যে জীবন ধারন করে। মানুষ শ্রেষ্ট। কিন্তু সেও তো জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুর সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকে। পানি, খাদ্য পোশাক, ঘরবাড়ী, অজস্র অপূর্ণতার মাঝে সে নিজে কিভাবে সৃষ্টি হয়ে গেল? নিশ্চয় তাকে কেউ সৃষ্টি করেছে।

অতএব একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আছেন। যিনি লালন পালন করেন। রক্ষনাবেক্ষন করেন। এমন সৃষ্টিকর্তা যিনি সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি হোত না। কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা অবক্ষয় মুক্ত। তিনি এক অদ্বিতীয়। বাকী সবকিছু ক্ষয় প্রাপ্ত। তিনি ব্যতিত কোন কিছুই একক নয়, অদ্বিতীয় নয় বরং সব কিছুরই অনুরুপ আরো অনেক কিছু আছে। এটি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বড় প্রমাণ।

প্রশ্ন করা হয় যে খোদা কোথা থেকে আসলেন?

উত্তরঃ খোদা যদি কারো মুখাপেক্ষী হন তাহলে তো তিনি খোদা হতে পারেন না। তাকে যদি কেউ পয়দা করে তাহলে তো সে স্রষ্টা নয়-সৃষ্টি। যেমন : সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে, খোদা স্বয়ং সম্পূর্ণ। হামেশা ছিলেন, আছেন, থাকবেন। (সূরা ইখলাসঃ ৩-৪) তিনি কে? কিভাবে থাকেন? এটা মানুষের বোধগম্য নয়। মানুষের মেধা তো সৃষ্টির রহস্য সমূহের খুব ছোট একটা অংশ। সে এর বেশী জ্ঞান ধারন করতে পারে না।

এতক্ষন আমি রাব্বুল আলামীনের গুনের কথা বললাম। এবার আল্লাহ্‌র অপর এক গুন বা সিফাত 'কথা বলা'। এ সম্পর্কে একটু বলছি। খোদা বাণী নাযিল করেন বা নিজে কথা বলেন। মানুষকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। রাব্বুন গুণের এর বিকাশ যখন একজন মানুষ পূর্ণ মাত্রায় লাভ করে তখন তার মাঝে রহমানের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তার সাথে কথা বলেন।

যে মানুষ রাব্ব সিফত দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হয় তখন সে রহমান সিফাতের বিকাশস্থল হয়। অর্থাৎ রাব্ব তাকে উত্তম মানুষ বানান। তখন সে রহমান খোদার নিকট থেকে হেদায়েত লাভ করে। আল্লাহ্‌কে জানতে পারে। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান লাভ করে। এবং এর ফলে সে আল্লাহ্‌র ইবদত করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্‌র প্রেমে আশক্ত হয়। এক পর্য্যয়ে আল্লাহ্‌ তার সাথে কালাম করেন বা কথা বলেন।

এক রেওয়ায়াত অনুসারে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী আবির্ভূত হয়েছেন। তারা সবাই আল্লাহ্‌র কালাম প্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপে অংশ নিয়েছেন। অগনিত আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ্‌র বাণী শুনেছেন। যেমন : হযরত পীর আব্দুল কাদের জিলানী প্রমুখ। প্রত্যেক যুগে কিছু মানুষের সাথে আল্লাহ্‌ কথা বলেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ট মানব-সর্বশ্রেষ্ট নবী। তিনি সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছেন। কুরআনের সমস্ত আয়াত থেকে প্রমান হয় যে, এটি মানুষের রচনা নয়। আল্লাহ্‌র কালাম। আল্লাহ্‌ তা'লা এটি নাযেল করেছেন।

মানুষ যতবেশী গবেষনা করবে, বিজ্ঞান যত উন্নতি করবে ততবেশী কুরআনের মর্যাদা প্রকাশ পাবে। মানুষ মানতে বাধ্য হবে যে কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম। অতএব আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রামানের কোন অভাব নেই। কুরআন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের জন্য বিরাট নিদর্শন।

কোন মানুষ এমন নেই যে কখনও কোন ভুল কথা বলে না। কোন কিতাব নেই যার প্রত্যেকটি বাক্য গভীর অর্থপূর্ণ তাৎপর্য্য পূর্ণ। কিন্তু কুরআন মজিদ এমন কিতাব যাতে কোন ভুল বা দুর্বল বাক্য নেই। কখনোই এর কোন তথ্য অসত্য প্রমাণিত হবে না। 'যালিকাল কিতাবু লারাইবা ফিহে' (সূরা বাকারা:২)

এমনি কিতাব যার প্রত্যেক আয়াত মহামূলবান, গভীর অর্থ বহন করে। এতে কোন ভুল তথ্য নেই। কোন অসত্য কথা মানুষের জন্য অকল্যানকর কোন বাক্য নেই। সারা পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষের জন্য মঙ্গল ও কল্যান বহনকারী কিতাব। চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে এর কোন একটি সূরা বা আয়াতের মত সূরা বা আয়াত কেউ রচনা করতে পারবে না। তহালে এই কিতাবের রচয়িতা বা বর্ণনাকারী বা নাযেল কারী মহান আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ নেই যেমনটি দাবী করা হয়েছে। মানুষ মানুক বা না মানুক এতে কোন সন্দেহ নেই। এত গভীর জ্ঞানগর্ভ কিতাব কোন মানুষ রচনা করতে পারে না। কারণ সৃষ্টির রহস্য কেউ জানে না, কারো এমন জ্ঞান নেই। কেবল মাত্র বিশ্ব স্রষ্টা যিনি তিনিই সৃষ্টির গভীর রহস্যকে জানেন যা তিনি বর্ণনা করেছেন। কুরআন শরীফে হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং যুগে যুগে তা পূর্ণতা পেয়ে আসছে, পূর্ণতা পেতে থাকবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সৃষ্টির সেরা মানব। তাঁর (সা.) এর চেয়ে বেশী উন্নত বা উচ্চতর মানব কখনই সৃষ্টি হয়নি হবেও না। তাই তাঁর প্রতি এমন মহামূল্য বা গ্রন্থ নাযেল হয়েছে। যেদিন প্রথম হযরত জিব্রাঈল ফেরেস্তা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়ে বললেন- ইকরা পড়। তিনি বললেন 'মা আনা বে কারী' আমি পড়তে জানি না। হযরত জিব্রাঈল তাকে জড়িয়ে ধরে জোরে জোরে চাপ দিলেন। তিনবার এমন হওয়ার পর জিব্রাঈল বললেন 'ইকরা বিসমে রাব্বি কাল্লাযি খালাক্ব'।

তুমি আল্লাহ্‌ যিনি মহান সৃষ্টিকর্তা তার নামে পড় তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) পড়লেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঐ জনশুন্য হেরা গুহায় কোন ভয় পেলেন না। এদিন থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে গেলেন। আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলেন। সর্বকালের জন্য আল্লাহ্‌ তা'লা তার সাথি হয়ে গেলেন। এরপর থেকে আল্লাহ্‌ প্রতিনিয়ত তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি সর্বদা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করেছেন। আল্লাহ্‌ সর্বক্ষন তার সাথে ছিলেন। তিনি এক মুহুর্তের জন্যও কখনো অনুভব করেননি যে, আল্লাহ তার সাথে নেই। তিনি কি উম্মাদ ছিলেন যে তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র সমর্থন পাচ্ছেন অথচ আদৌ কোন খোদা নেই? এমনটি তো হতে পারে না।

তাঁর কর্মকান্ড, তাঁর কথাবার্তা, তাঁর ভাষন বা বক্তব্য, তাঁর কর্মে তাঁর বক্তব্যের প্রতিফলন দেখে এটাই প্রমাণ হয় যে সর্বদা তার সাথে আল্লাহ্‌র সক্রিয় সমর্থন ছিল। তিনি কখনোই কোন অসংলগ্ন কথা বলেন নি।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌ তা'লার তাজাল্লীর বা জোত্যির বিকাশস্থল ছিলেন। তাঁর (সা.) এর প্রতিটি বাক্যই বড় মাহাত্ম্যপূর্ণ হতো এবং এটি প্রমানিত সত্য।

বদরের যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে হুযুর (সা.) সাহাবাদের দেখিয়েছিলেন যে, এই জায়গায় আবু জাহাল মরে পড়ে থাকবে, এই জায়গায় অমুক মরে পড়ে থাকবে.....। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) কিসের উপর ভিত্তি করে এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, ঠিক ঐ ঐ স্থানেই তাদের লাশ পড়ে ছিল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ বলছেন : সে নিজ প্রবৃত্তির বশেও কথা বলে না। ইহা কেবল এমন ওহী যা (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) ওহী করা হয়েছে। (সূরা নযম ৪,৫)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) অবশ্যই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের জন্য নিদর্শন স্বরুপ। আল্লাহ্‌ তা'লার আর একটি গুণ এই যে তিনি দোয়া কবুল করেন। মানুষের আকুতি মিনতি কান্নাকাটি শোনেন এবং মানুষের আবদার রক্ষা করেন।

তিনি বলেছেন-এবং আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার সম্বন্ধে জানতে চায় তখন তুমি বল, নিশ্চয় আমি তাদের নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। (সূরা বাকারা: ১৮৭)

দোয়া কবুলের বিষয়টি আদিকাল থেকে চলে এসেছে। প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের দোয়া শুনেছেন। এখনও শোনেন। যে কোন মানুষের দোয়া তিনি শুনতে পারেন। অবিশ্বাসীদের দোয়াও শোনেন। ছোট বড় যে কোন মানুষের দোয়া কবুল হতে পারে। আবু জাহালের দোয়াও শুনেছিলেন।

আবু জাহাল বলেছিলেন, যদি মুহাম্মদ (সা.) সত্য দাবীকারক হন তাহলে আমাদের উপর

পাথর বর্ষিত হোক। বদরের যুদ্ধে এটাই হয়েছিল। আল্লাহ্ তার বান্দাকে এতটা মর্যাদা দিয়েছেন, যে কোন মানুষের দোয়া তিনি শোনেন বা শুনতে পারেন।

বদরের ময়দানে মক্কার মুশরেকীন তথা পৌত্তলিকদের ১০০০বাহাদুর সৈন্য রণকৌশলে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী। অপর দিকে মদিনার ৩১৩অনভিজ্ঞ কৃষিজীবি মুসলমান দন্ডায়মান। মুশরেকরা মক্কার মুসলমানদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) দোয়া করছেন- আল্লাহুম্মা ইন তুহলিক হাযিহিল ইসাবাতা মিন আহলিল ইসলামে ফালা তু'বাদ্ ফিল আরযে আবাদা (মুসনদ আহমদ) অর্থাৎ হে আল্লাহ! আজ এই মুষ্টিমেয় মুসলমান ছোট্ট দলটি যদি ধ্বংশ হয়ে যায় তাহলে হে আল্লাহ্ ! তোমার ইবাদত কে করবে? কখনই আর তোমার ইবাদত হবে না।

আল্লাহ্ বললেন (যুদ্ধের সময়) তুমি এক মুঠ নুড়ি মুশরেকদের উদ্দেশ্যে ছুড়ে মার। হুযুর (সা.) এক মুঠি নূড়ি ছুড়ে মারলেন। দেখতে দেখতে প্রচন্ড ঝড় সৃষ্টি হোল এবং মক্কার বিশাল বাহিনী ধরাশায়ী হোল। এগুলো সবই আল্লাহ্‌র নিদর্শন। এটি কে করেছিলেন? যদি বলেন ঝড় প্রকৃতির নিয়মে এমনিতেই হওয়ার কথা ছিল তাহলে বলুন হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে কে ওহী করেছিলেন?

কোন কিছু দিয়ে প্রমান করা যাবে না যে, প্রকৃতির কারনে এমনিতেই হয়েছিল। কুরআন বলে এটি আল্লাহ্ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ...আর তুমি নিক্ষেপ করনি যখন তুমি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলে বরং আল্লাহ্ স্বয়ং নিক্ষেপ করেছিলেন... (সূরা আনফালঃ ১৮)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দোয়া সবসময় কবুল হোত, ব্যক্তিদের জন্যও কবুল হয়েছে এবং জাতির জন্যও কবুল হয়েছে। মাত্র কয়েক বছরে আরবে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল তার কোন যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝানো যাবে না। চুড়ান্ত ও চরম সত্য কথা এই যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দোয়াতে আরবের মরুভূমিতে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। মক্কা ও আশে পাশের আরবরা কেমন ছিল? তাদের মধ্যে সভ্যতার কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলাম গ্রহনের ফলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কল্যানে তারা সবাই অতি উত্তম চরিত্রের উত্তম মানব হয়ে গিয়েছিলেন। ওলি আল্লাহ্ হয়ে গিয়েছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র দেখুন তারা কত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। স্মরণ রাখবেন অসভ্য মানুষকে সভ্য মানুষ বানানো তরবারি দিয়ে সম্ভব নয়। দোয়া দিয়ে সম্ভব এবং একমাত্র দোয়া দিয়েই সম্ভব। আল্লাহ্ তাঁর নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে নবীগনের দোয়া কবুল করেন। যুগে যুগে নবীগণের দোয়ার কল্যাণে মানব জাতি আজ সভ্যতার এই পর্যায়ে এসেছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দোয়া এ যুগেই শেষ হয়ে যায় নি। দরুদ শরিফ পড়ে দেখুন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দোয়া আজও কবুল হচ্ছে। এবং হতে থাকবে। আপনি আল্লাহ্‌কে ও রসুল (সা.)কে ভালবেসে দুরুদ পাঠ করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মেনে চলুন। আপনার দোয়া কবুল হবে।

এ যুগে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)কে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর ধর্মকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। ইসলামকে সকল দেশের সকল রং এর মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর জামাত আহমদীয়া মুসলিম জামাত হযরত ইমাম মাহদী (আ.) খলীফার হেদায়েত অনুসারে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচারকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে রাত দিন ব্যাস্ত আছে।

আজ পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির আহমদীরা আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখছে। দোয়া কবুলের নিদর্শন দেখছে। সকল দেশে হাজার হাজার আহমদী এমন আছেন যারা সাক্ষ্য দিবেন যে আল্লাহ্ তা'লা তাদের দোয়া কবুল করেন। জামাতের পত্র পত্রিকা দেখুন।

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন: "আমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আমার হাজার হাজার দোয়া কবুল হয়েছে। লিখলে অনেক বড় বই হবে।" (হাকিকাতুল ওহী পৃ: ৩২১)

হাকিকাতুল ওহী বা তিরিয়াকুল কলুব ইত্যাদি গ্রন্থে অনেক দোয়া কবুলের ঘটনার উল্লেখ আছে। হাজার হাজার আহমদী সাক্ষ্য দিবে যে তাদের দোয়া কবুল হয়।

আমি আজকের এই সুযোগে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি-যারা আল্লাহ্‌র সম্পর্কে জানতে চান আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখতে চান তারা আহমদীয়া জামাতের ইমাম বা যুগ খলীফার হাতে দীক্ষা নিন, বয়আত করুন। হযরত খলীফা সাহেবের কাছে আবেদন করুন তিনি যেন দোয়া করেন। আপনি যদি খাঁটি অন্তকরনে পবিত্র নিয়্যতে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বয়আত করেন। আপনি আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখবেন। আল্লাহ্‌র সীমাহীন অনুগ্রহ ফযল ও রহমত লাভ করবেন।

লোগো কে এঁহি নূরে খোদা পাও গে

লো তুমহে তওর তাসাল্লি বাতায়া হামনে

"হে লোক সকল! তোমরা আমার কাছে আস, এখানে আল্লাহ্‌র নূর লাভ করবে। তোমাদের জন্য সান্তনা ও শান্তি লাভের পথ বাতলে দিলাম।" (দূরের ছামীন)

আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলা উচিত। চেষ্টা না করলে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় না। আল্লাহ্‌কে পাওয়ার চেষ্টা না করা নির্বুদ্ধিতা ও অহংকার প্রদর্শন।

আল্লাহ্ সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন: "আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং তাঁহাকে সকল সৌন্দর্য্যের অধিকারী পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়ে হলেও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য।" (কিশতিয়ে নূহ)

আমার নিজের অভিমত এই যে, চেষ্টা করলে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ করা যায়। আমি মানতে পারি না যে, চেষ্টা করেও আল্লাহ্‌র সন্ধান পাওয়া যায় না। আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমি গভীর তত্ত্ব-কথা, মারেফাতের কথায় না গিয়ে সহজ ভাবে এতটুকু বলতে চাই যে আপনারা তবলীগে ঝাঁপিয়ে পড়ুন আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখবেন। কারন যারা তবলীগে নেমেছেন তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা শুধু আছেন তা-ই নয় বরং মানুষ সব সময় আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখছে এবং দেখতে থাকবে। যেমন কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, 'কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফি শান' অর্থাৎ সর্বক্ষন আল্লাহ্ তা'লার মহিমা বিকশিত হচ্ছে। একদিন সব মানুষ আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেছেন, খোদা তাআলা চাহিয়াছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তাহারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্তদের বা দাসদেরকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। ইহাই খোদা তা'লার অভিপ্রায় আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। (আল ওসীয়্যত পৃ:১৭) অর্থাৎ একদিন অধিকাংশ মানুষ বরং প্রায় সবাই আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে এবং তৌহিদে বিশ্বাস আনয়ন করবে।

আল্লাহ্ তা'লা মানব জাতির উপর দয়া করুন। মানুষ তাড়াতাড়ি হেদায়াত পাক। আল্লাহ্‌র প্রতি সবারই ঈমান লাভ হোক। আল্লাহ্ তা'লা জোর-জবরদস্তি করেন না। যারা আল্লাহ্‌কে মানবে না তারা শেষ হয়ে যাবে। তারাই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করবে যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার করবে।

[আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৮তম সালানা জলসার নির্ধারিত বক্তব্য]

পোপ বেনিডিক্ট-১৬ রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান-কে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায়

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর উদাত্ত আহ্বান

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার উদাত্ত আহ্বানপূর্ণ বাণী সম্বলিত একখানা পত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কাবাবী-র প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ শরীফ ওদেহ্‌কে ব্যক্তিগতভাবে রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান পোপ বেনিডিক্ট-১৬-কে হস্তান্তর করার জন্য প্রদান করেন। জনাব ওদেহ্ ইসরাঈলের বিভিন্ন ধর্মীয় পন্ডিতদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে পোপের সাথে সাক্ষাতকালে উক্ত পত্রখানা পোপের নিকট হস্তান্তর করেন আর সেই সাথে অনুবাদসহ পবিত্র কুরআনের একটি কপিও পোপকে উপহার দেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত ঐতিহাসিক সেই পত্রের অনুবাদ নিম্নে পত্রস্থ হলো :

সম্মানিত পোপ বেনিডিক্ট-১৬,

এটা আমার প্রার্থনা যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ আপনার উপর বর্ষণ করুন।

বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের প্রধান হিসেবে আমি সম্মানিত পোপকে পবিত্র কুরআনের একটি বাণী প্রদান করছি : "তুমি বল, 'হে আহ্‌লে কিতাব, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমতাপূর্ণ সেই কথাটির দিকে এসো যে, আমরা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কারো উপাসনা করিনা, আর আমরা তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার মানি না, এবং আমাদের মধ্যে কেউই, প্রভু হিসেবে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাউকে গ্রহণ করি না'।

বর্তমান সময়ে ইসলাম, বিশ্বের জ্বলন্ত-দৃষ্টির নীচে রয়েছে এবং বারবার জঘন্য আপত্তির লক্ষ্য-স্থল হচ্ছে। যাহোক, যারা এসব আপত্তি উত্থাপন করছে, তারা ইসলামের প্রকৃত কোন শিক্ষা অধ্যয়ন না করেই এসব করছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, মুসলমানদের কিছু সংগঠন কেবল তাদের কায়েমী-স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যেই ইসলামকে সম্পূর্ণ এক ভ্রান্ত চেহারায় অঙ্কিত করছে। ফলে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষের অন্তরে এবং অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামের প্রতি অবিশ্বাস এমন মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে যে, উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ (সা.) এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন সব আপত্তি উত্থাপন করছে।

প্রত্যেকটি ধর্মেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে খোদার অধিকতর নিকটে আনা এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাই এ শিক্ষা দেননি যে, তার অনুসারীরা অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে অথবা তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করবে। এজন্য ভুল পথের পথিক অল্প সংখ্যক কিছু মুসলমানের কার্যকলাপকে, ইসলাম ও এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতাকে আক্রমণ করার জন্য মিথ্যা ওজর হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। সব ধর্মের নবীকে সম্মান করার শিক্ষা ইসলাম আমাদেরকে দান করে, আর এ কারণেই একজন মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসের অপরিহার্য অনুসঙ্গ হলো যীশুখ্রীষ্ট সহ

পবিত্র বাইবেল ও কুরআনে উল্লেখিত সব নবীকেই বিশ্বাস করা। আমরা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) এর বিনম্র গোলাম, আর এ কারণে আমাদের পবিত্র নবী (সা.) এর উপর আক্রমণ করায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও দুঃখিত। আর এর পরও আমরা অবিরতভাবে তাঁর মহৎ গুণাবলী বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করছি এবং পবিত্র কুরআনের সুন্দর শিক্ষাগুলো আরো অধিক পরিমাণে প্রকাশ করে এর জবাব দিচ্ছি।

কোন লোক যদি নির্ধারিত কোন শিক্ষা যথাযথভাবে অনুসরণ না করেও উহাকে মানার দাবী করে, তবে সে নিজেই ভ্রান্তিতে নিপতিত, উক্ত শিক্ষটি নয়। 'ইসলাম' শব্দটির অর্থই হচ্ছে 'শান্তি, ভালবাসা এবং নিরাপত্তা'। 'ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই'-এটা হচ্ছে কুরআনের সুস্পষ্ট আদেশ। কুরআনের প্রত্যেক পাতায় ভালবাসা, স্নেহ-মমতা, শান্তি, সমন্বয়-সাধন এবং ত্যাগ এর শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করে, একে উৎসাহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন বার বার এ বর্ণনা দান করে যে, যে ব্যক্তি ন্যায়-পরায়ণতা অবলম্বন করে না, সে আল্লাহ্ থেকে বহু দূরে অবস্থানরত এবং সেজন্যে সে ইসলামের শিক্ষাসমূহ থেকেও বহু যোজন দূরে। অতএব, কেউ যদি ইসলামকে এক চরম এবং রক্তপাতের শিক্ষায় পূর্ণ হিংসাত্মক ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করে, তবে এ ধরনের চিত্রায়নের সাথে প্রকৃত ইসলামের কোনই সংযোগ নেই।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত কেবলই প্রকৃত ইসলামের অনুসরণ করে, আর কেবলই সর্বশক্তিমান খোদাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। যদি কোন গির্জা অথবা অন্য কোন প্রার্থনার স্থানের সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়, তবে তারা আমাদেরকে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দন্ডায়মান হতে দেখবে। আমাদের মসজিদ থেকে যদি কোন বার্তা প্রতিধ্বনিত হয়, তবে সেটা হচ্ছে 'আল্লাহ্ মহান' এবং 'আমরা এ সাক্ষ্য বহন করি যে, তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক'।

বিশ্বের শান্তি বিনষ্টে বড় ভূমিকা পালনকারী একটি উপাদান হচ্ছে কতিপয় লোক এটা উপলব্ধি করে যে, যেহেতু তারা বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত এবং স্বাধীন, সেজন্যে ধর্মসমূহের প্রতিষ্ঠাতাগণকে তারা অবাধে উপহাস ও বিদ্রূপ করতে পারে।

সমাজে শান্তি বজায় রাখতে প্রত্যেকের মন থেকে শত্রুতার সব অনুভূতিই দূর করা এবং সহিষ্ণুতার মাত্রা বৃদ্ধি করা জরুরী। একজন অপরজনের নবীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে দন্ডায়মান হওয়ার প্রয়োনজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বিশ্ব এক অস্থিরতা ও অশান্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আর এজন্যে প্রয়োজন হচ্ছে ভালবাসা ও মমতার এমন এক পারিপার্শিক অবস্থা সৃষ্টি করা, যাতে আমরা এই উদ্বিগ্নতা ও ভয় দূর করতে পারি, চতুর্দিকে ভালবাসা ও শান্তির বাণী ছড়িয়ে দিতে পারি; যাতে আমরা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ঐকতানের জীবন যাপন করতে শিখি, এবং যাতে আমরা মানবতার মূল্যসমূহ উপলব্ধি করতে পারি।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছোট ছোট যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে চলছে। এদের কোন কোন দেশে বৃহৎ শক্তিধররা শান্তি আনয়নের প্রচেষ্টা করার দাবী করছে। একথা এখন আর গোপন নেই যে, বাহ্যিকভাবে আমাদেরকে এক কথা বলা হয়, কিন্তু সে কথার আড়ালে তাদের নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের নীতিসমূহ গোপনে আর বাস্তবে পূর্ণ করে নেয়া হয়। এমতাবস্থার বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে কি-না, সেটি এখন এক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমরা যদি আন্তরিকভাবে বিশ্বের বর্তমান অবস্থা এখন পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখতে পাই যে, আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি ন্যায়বিচারের পথে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করা হতো, তবে আমরা বিশ্বের বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করতাম না, যা দ্বারা বিশ্ব পুনরায় যুদ্ধের অগ্নিশিখাসমূহ দ্বারা গ্রাস হতে চলেছে। অনেক দেশের হাতে এখন পারমানবিক অস্ত্র থাকার পরিণতিতে ঈর্ষা ও শত্রুতা বেড়ে চলছে এবং বিশ্ব ধ্বংসের গিরিচূড়ায় উপস্থিত হয়েছে। বৃহদায়তনের ধ্বংসের এসব অস্ত্র যদি সহসা বিস্ফোরিত হয়, তবে অনেক ভবিষ্যৎ প্রজন্মই তাদের উপর স্থায়ী পঙ্গুত্বের শাস্তি আরোপিত হবার কারণে আমাদেরকে কখানোই ক্ষমা করবে না। বিশ্বের জন্যে এখনো সময় আছে, সৃষ্টিকর্তা ও তার সৃষ্টের অধিকার সমূহের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

আমি বিশ্বাস করি যে, বর্তমান সময়ে বিশ্বের উন্নতির দিকটি ফোকাসে আনার চাইতে বাস্তবে আমাদের জন্যে এটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় যে, জরুরী ভিত্তিতে আমরা বিশ্বকে এই ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে আমাদের প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধি করি। মানবজাতির জন্যে তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারা এখন খুবই জরুরী, কারণ তিনিই হচ্ছেন মানবজাতিকে রক্ষা করার একমাত্র জামিনদার। অন্যথায় বিশ্ব দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ যদি আজ প্রকৃতই শান্তি স্থাপনে সফল হতে চায়, তবে অপরের ত্রুটি অন্বেষণ করার বদলে নিজের ভিতরকার শয়তানকে দমন করার চেষ্টা করতে হবে। নিজের ভিতরকার মন্দগুলো অপসারণ করে একজন মানুষের উচিত ন্যায়বিচারের অনুকরণীয় উদাহরণ উপস্থাপন করা। প্রায়শ:ই আমি বিশ্বকে এ বিষয়টি স্মরণ করাই যে, অন্যদের প্রতি এসব অতিরিক্ত শত্রুতা মানবিক মূল্যবোধকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করছে, আর সেটা বিশ্বকে নিশ্চিহ্ন হবার দিকে পরিচালিত করছে।

যেহেতু বিশ্বে আপনার প্রভাবশালী এক কণ্ঠস্বর রয়েছে, তাই বৃহত্তর বিশ্বকে এ মর্মে অবহিত করতে আমি আপনাকে অনুপ্রাণিত করি যে, 'খোদা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক ভারসাম্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণে তারা দ্রুতই সার্বিক ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এ বার্তাটি পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও অধিকতর উন্নতভাবে তাদের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন'।

বিশ্বের সব ধর্মের সমন্বয় এবং সব লোকের মধ্যে ভালবাসা, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা জরুরী। এটা আমার নিবেদন যে, আমরা সবাই আমাদের দায়িত্বগুলো বুঝে নেই এবং শান্তি ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করতে এবং আমাদের স্রষ্টাকে চিনতে আমাদের ভূমিকা পালন করি। আমরা নিজেরাও প্রার্থনা করি এবং অবিরতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে মিনতি করি যে, বিশ্বের এই ধ্বংস যেন পরিহার করা যায়।

আমি দোয়া করি, আমাদের জন্যে যে ধ্বংস অপেক্ষা করছে, তা থেকে যেন আমরা রক্ষা পাই।

আপনার আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী–

মির্যা মাসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস

বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান

ভাষান্তর : মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশে ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ৭ম ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ০৪ জুন ২০১২ এর মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। ৪নং বকশী বাজার বরাবর পৌঁছতে হবে। আগামী ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ জুন ২০১২ তারিখ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ্। আবেদনকারী ছাত্রদেরকে অবশ্যই ১১ জুন ২০১২ তারিখ বিকাল ৫-০০টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা নিম্নরূপ হবে ঃ

১. এস. এস. সি/এইচ. এস. সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং গড়ে নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে।

২. এ বছর এইচ. এস. সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস. এস. সি -তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে।

৩. ভালো স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪. সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস. এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ. এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর।

৫. ওয়াকফে নও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে।

৬. কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে।

৭. জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে।

৮. ভাল আহমদী তাকওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে।

৯. আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে।

১০. বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হতে হবে।

১১. ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে।

১২. আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে–অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতা (চ) স্বহস্তে লিখিত আবেদন পত্র হতে হবে (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সুপারিশ থাকতে হবে (জ) জামাতি মজলিসি চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মাল এর সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামাতের এমন দুইজন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে থাকে তবে তা উল্লেখ করুন।

বিঃ দ্রঃ প্রত্যেক স্থানীয় জামাতে একাধিক জুমুআর নামাযের দিনে সার্কুলারটি এলান এবং নোটিস বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে যোগাযোগ করার মোবাইল নাম্বার ০১১৯১৩৬৩৪১৮ অথবা ০১৯২২০২৪৫৯১।

সেক্রেটারী
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্
বোর্ড অভ গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ বাংলাদেশ

২৩ মার্চ আহমদীয়াতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একটি দিন

কৃষিবিদ : মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

আজ হতে ১২৩ বৎসর পূর্বের ২৩ মার্চ আহমদীয়াতের ইতিহাসে তথা ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় একটি দিন। ইসলামের কল্যাণার্থে আকাশ ও মর্ত্যের শাসক মহান খোদা তাআলা কর্তৃক পরিচালিত এদিনের অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব ও মাহাত্ম নিতান্তই অপরিসীম ও অতুলনীয়। জন্মকালের অপরূপ বৈশিষ্ট্য বিবর্জিত ইসলাম যখন তার শত্রু বৈরীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে সুরাইয়া নক্ষত্রে গিয়ে আশ্রয় নিল ঠিক সেই মুহূর্তে এই অনাথ অসহায় ভগ্নদশা ইসলামকে আবার মহাপ্রতাপ প্রতিপত্তিতে জনসমক্ষে এনে উপস্থাপন করলেন জামানার পবিত্র ইমাম ও মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সালে। ইসলামের একজন হিতৈষী হিসাবে একারণেই এদিনটি (২৩ মার্চ) আমার কাছে অতীব গৌরব ও অতীব সম্মানের একটি দিন। মুসলমান মাত্রই সবার কাছে এদিনটি তেমনি আদরের তেমনি কদরের হওয়া উচিত। কেননা এদিনটি হলো হারিয়ে যাওয়া ইসলামকে কুড়িয়ে পাওয়ার অজস্র আনন্দের এক অপূর্ব সময়-লগ্ন।

সেদিন ইসলামের ভালবাসায় বিমুগ্ধ, তার সেবার লক্ষ্যে আত্মোৎসর্গকারী কতক সাধুজন (সাহাবীবৃন্দ) ইসলামের আনুগত্যে সাড়া দিয়ে খোদা প্রদত্ত মসীহ্ (আ.) এর অভীষ্ট কাজে সহযোগিতা করায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। যাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ জন। এতদসত্ত্বেও এই দুর্বল ও নড়বড়ে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সেই মসীহ্ (আ.) ঐদিনের সূচনা লগ্নেই দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, অদূর সময়ের মধ্যেই খোদা আমাকে ইসলামের একটি বড় দল দিবেন। পৃথিবীর প্রতি প্রান্ত কোণে আমার বিজয় সূচিত হবে। হে জগত জেনে রাখ, আমার অস্তিত্ব হিমালয় সদৃশ, যে আমার উপর পতিত হবে সে-ও টুকরো টুকরো হয়ে যাবে আর আমি যার উপর নিপতিত হবো সে-ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। বিশেষ সেই দিনের বিশিষ্ট ব্যক্তির পবিত্র মুখের মুখ নি:সৃত বাণী নিচয় জ্যোতিষ্কের আলোর ন্যায় উজ্জ্বলতায় আজ শনৈ: শনৈ: অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে চলছে। যার কর্ণ আছে সে শুনুক আর যার চক্ষু আছে সে দেখুক এ দাবীর সত্যতা কত জোরালো, কত বাস্তব। তাই এদিনটি ইসলামের জন্য এক অসাধারণ বরকতময় দিন, অনন্য সম্মানের দিন। আঁ-হযরত (সা.) এর আধ্যাত্ম সন্তান-প্রতিটি মুসলমানের জন্যই এদিনটি বিশেষভাবে গৌরব বিকাশের দিন।

পৃথিবী যখন সম্পূর্ণভাবে ধর্ম বিধান বিচ্যুত হয়ে খোদার অস্তিত্বের কথা বেমালুম ভুলতে বসলো, মুসলমানগণের প্রচুর অর্থ ব্যয়ে নির্মিত তাদের চাকচিক্যপূর্ণ মসজিদগুলি যখন একেবারেই হেদায়াত শূন্য হয়ে পড়ল, কুরআনের মূল শিক্ষা হতে সরে যাওয়ার পর মানুষের অন্তরে যখন কেবল তার অক্ষরগুলিই অবশিষ্ট থাকল, যখন তাক্ওয়া পরায়ণ কতক আত্মা খোদা তাআলার তালাশের আশায় ছটফট কাঁদছিল ঠিক সেই ক্লান্তি লগ্নে ১২৩ বৎসর পূর্বে স্বর্গ সনদ প্রাপ্ত হয়ে মর্ত্য জগতে আগত হলেন সেই তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আ.)। সেই দিনের শুরু থেকেই স্বর্গ কর্তৃক খেতাব প্রাপ্ত 'সুলতানুল কলম' হযরত ইবনে মর্তুজা (আ.) ৮৮ খানা আধ্যাত্ম সম্পদে সমৃদ্ধ কিতাব রচনা করে ইসলামের সৌন্দর্যের পক্ষে পান্ডিত্যপূর্ণ পান্ডুলিপি উপহার দিলেন বিশ্ববাসীর সৌজন্যে। সাথে তিনি তাঁর (আ.) দাবীর সপক্ষেও ঐশীগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে অসংখ্য দলিল প্রমাণ পেশ করলেন। তাঁর (আ.) প্রভুত ধর্মজ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রয়োগে লিখিত সম্পদের শক্তিতে মৃতপ্রায় ইসলাম পুনরায় জীবনীশক্তি লাভ করত: সদম্ভে তার পূর্ব পরিচয়ে ফিরে এল। ইসলাম তার হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরে পেয়ে জলদ গম্ভীর স্বরে বললো, খোদার সম্মুকে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। এতদিন খোদা তা নীরবে সহ্য করে নিয়েছেন। কিন্তু এখন আর তা করবেন না। এবার তিনি রুদ্রমূর্তিতে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করবেন। হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ, হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ। কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না....., যদি আমার বিজয় স্বার্থে হযরত মসীহ্ (আ.) কর্তৃক ঘোষিত কর্ম পরিচালনা বাস্তবায়নে তোমরা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত না কর।

প্রিয় বন্ধুগণ! ইসলামের গৌরব মন্ডিত সম্মান সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব পালনে আহমদীয়া জামাত একান্তভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কেননা ইহা খোদা প্রদত্ত মহান দায়িত্ব। খোদা তাঁর প্রিয় প্রতিনিধি যুগ ইমামের উপর পরম আস্থার সাথে এ দায়িত্ব অর্পন করেছেন। আমরাও তাঁর (আ.) সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে এ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য আপন সত্তাকে সমর্পন করে দিয়েছি। আমাদের বক্তব্য হলো, "হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা তোমার এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (এই বলিয়া) আহ্বান করিতে শুনিয়াছি যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন, সুতরাং আমরা ঈমান আনিলাম, অতএব হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর.....(আল কুরআন ৩ : ১৯৪)। আমরা ইসলামের পক্ষের এই আহ্বানকারীর আহ্বানকে কুরআন, হাদীস, গীতা, বাইবেল, ঋষী, বেদ ও অতীতের ওলী আউলিয়াদের উক্তি যুক্তি ও শর্ত সমূহের দ্বারা পরখ করে দেখেছি। তাঁর (আ.) এই সত্যতায় শতভাগ পরিশুদ্ধ পেয়েছি। উপরন্তু আসমান ও জমিন তাদের অঙ্গনে অসাধারণ সব ঘটনা গঠিয়ে, তাঁর (আ.) এই সত্যতার সপক্ষে অজস্র সাক্ষ দিয়েছে। কাজেই আমরা তাঁর (আ.) উপর ঈমান এনেছি। অতএব কারণে এখন আমাদের গুরু দায়িত্ব হলো এ শুভ সংবাদটি আপনাদের কর্ণ কুহরে পৌঁছে দেয়া।

একথা অবশ্য সত্য যে, আমরা আমাদের উপর অর্পিত এ দায়িত্ব পালনে মোটেই কাল বিলম্ব করিনি। কোনভাবেই কোন অবহেলা প্রদর্শন করিনি। বই-পুস্তক ছাপিয়ে, অর্থ ও বিত্ত-বিভব কোরবানী করে, পোষ্টার ম্যাগাজিন ও লিফলেট বিলিয়ে, সভা সমাবেশ ও মটিং বসিয়ে, বাজারে বন্দরে ঘুরে ঘুরে, বেতার টিভি ও এমটিএ চ্যানেলের মাধ্যমে, বাস ট্রাক ও গাড়ীতে ভ্রমণ করে আপনাদেরকে এই সেই ঐশী

নেয়ামতপূর্ণ সংবাদটি দেয়ার জন্য চিত্তাবেগে সেজদায় নিমগ্ন থেকে চিৎকারে কেঁদেছি। কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য যে, আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়ার মত সমমনা কোন সহোদর কাউকেই পায়নি। কেউ বলেনি যে, "হ্যাঁ, শুনিলাম এবং মানিলাম।" বরং উল্টা তিক্ত ভাষায় তিরস্কার পেয়েছি, প্রবঞ্চক বলে গালমন্দ খেয়েছি, অমুসলমান বলে আখ্যায়িত হয়েছি। নিজের অর্থে নির্মত মসজিদে বসে তপজপ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি, কেউ কেউ করারুদ্ধ হয়েছি আবার কেউবা শহীদও হয়েছি। তবে তা সত্ত্বেও এরজন্য বেদনার কিছুই নেই। কেননা ঐশীরাজ্যের সত্যের পক্ষ সমর্থনকারীদেরকে অনুরূপভাবেই নিগৃহীত হতে হবে ইহা স্বর্গীয় সিদ্ধান্ত। মহান আল্লাহ্ বলেন, "ওয়ামা ইয়াতিহিম্ মিররাসূলিন ইল্লাকানু বিহি ইয়াসতাহজিউন অর্থাৎ এবং তাহাদের নিকট এমন কোন রাসূল গমন করে নাই যাহাকে নিয়া কিনা তাহারা হাসি ঠট্টা বিদ্রূপ না করিয়াছে" (আল কুরআন ১৫ : ১২)। খোদার এই শাশ্বত শিক্ষা আমাদেরকে একথাই শিখায় যে, আমরা যেন খোদা প্রদত্ত বাণীর প্রচার প্রসার করতে গিয়ে সব ধরণের প্রতিকূলতা, বাধা বিপত্তি ও মৃত্যু ভয়ে সব সময় চরম ধৈর্যের সাথে অনড় অবিচল থাকি। হুযূর আনোয়ার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১২৩ বছর পূর্বে এই দিনে অনুরূপ আদর্শ কথা শিখিয়েই আমাদেরকে তাঁর (আ.) দলের সৈনিক করে ইসলাম প্রচার রণাঙ্গনে পাঠিয়েছেন। তাই এদিনটি আমাদের জন্য অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন। ভক্তি আপ্লুত হৃদয়ে খোদাকে স্মরণ করার দিন। এ বিষয়ের আলোচনা আপততঃ এখানেই শেষ করছি।

তবে এখানেই কিন্তু আমার দায়িত্বের পরিসমাপ্তি হয়নি। এই দিনে হুযূর আকদাস (আ.) তাঁর যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লোকদের দীক্ষা গ্রহণ শুরু করেছিলেন, তাঁর সেই উদ্দেশ্যকে কাঁধে বহে এখন আমাকে আরো অনেক দূর অনেক দেশের অনেক জনের ঘরে দ্বারে যেতে হবে। আপনাদের জন্য আরো অনেক লিখতে হবে। আর বড় গলায় বলতে হবে, "সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য" (আল কুরআন : ১৭ :৮১)।

হে খোদার প্রণয় লাভে প্রলুব্ধ বন্ধু বৃন্দ! হাক্কুল এবাদ অর্থাৎ খোদা তাআলার হক তথা স্বীয় আত্মার জন্ম উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন থেকে নিথর নিশ্চুপ ঘুমিয়ে থাকলেই চলবে না। অনুরূপ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মৃত। এমনটি মোটেই কাম্য নয়। খোদার তরফ হতে এক মহামানী প্রতিনিধি এসে আপনাদের ঘুম ভাঙ্গাবার আপ্রাণ চেষ্টায় ব্রত। তাকে আর উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। বিষয়টি নিয়ে গভীর মনোনিবেশে চিন্তা করা দরকার। এ বিষয়ে সত্য ও মিথ্যার মিমাংসা হওয়া দরকার। আজ হতে প্রায় সোয়াশত বছর পূর্বে হযরত মসীহ্ (আ.) তাঁর এই শুভ কর্মের সূচনা করেছেন। এখানো কি এ সত্যকে বুঝার ক্ষেত্রে সংশয় থাকতে পারে? মোটেই নয়। তাই আবারও আপনাদেরে স্মরণ করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে আমার লেখার বিষয়বস্তু এই দিনটিকে ঘিরেই।

আমরা আহমদীয়া জামাত, প্রতি বছরই এই দিনটির আগমন উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করি এবং আমন্ত্রণ জানাই সব ধর্মের সবাইকেই। উদ্দেশ্য একটাই, আর তা হলো, সবাইকে আকুল আবেগে খোদা প্রেমের প্রেমিক করা। আহমদীয়া জামাতের সদস্যরা অমুসলীম নয়। ইসলাম দ্রোহীও নয়। তারা খাতামান নবীঈন (সা.) এর বিশ্বাস পরিপন্থী দলও নয়। বরং তারাই ইসলামে আনুগত্যের আসল দল, প্রকৃত ইসলামের উৎকৃষ্ট প্রচারক। শ্রেষ্ঠ ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক। ইসলামের অনন্য মোহন্ত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আমার প্রিয় স্রষ্টা যাঁর কাছে আমার প্রাণ সোপর্দ তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আহমদ! তোমাকে কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। সেইগুলি তোমারই পাওনা ছিল। তোমার মর্যাদা আশ্চর্যজনক এবং তোমার পুরস্কার নিকটবর্তী। আকাশ ও পৃথিবী তোমার সাথে আছে (পুস্তক হাকীকাতুল ওহী, পৃ: ৬৩)। সুতরাং সে অবশ্যই হতচ্ছাড়া হতভাগা যেকিনা এমন প্রবল পরাক্রমশালী ও ক্ষমতাধর ঐশী প্রতিনিধির আঁচল ধরে না। তাঁর (আ.) সাথে সন্ধি স্থাপন করেনা। তাঁর (আ.) আহ্বানে লাব্বায়েক বলে নিজেকে তাঁর (আ.) সাথে সম্পৃক্ত করে না।

হে খোদার প্রেমাসক্ত বান্দাগণ! আপনারা যারা সত্য পথের সন্ধান লাভের প্রত্যাশী, জীবন্ত খোদার সাথে জলন্ত সম্পর্ক গড়তে চান তারা যেন ইসলামে আসুন, ইসলামের সেভায় নিবেদিত হউন। ইসলামের সৌন্দর্যে নিজেকে সৌন্দর্যমন্ডিত করুন। ইসলাম সন্ত্রাসী ধর্ম নয়, সংহার কিংবা সংঘাত করার ধর্মও নয়। যারা এমনটি বলে তারা কেবল মনের খেদ ও ঈর্ষা থেকেই এ কথা বলে। তারা ইসলামের সান্নিধ্যে এসে দেখে না যে তার মাঝে কত প্রেম, কত মায়া-মমতা ও স্নেহ সৌহার্দ রয়েছে। বিশ্বের প্রত্যেককে প্রাগাঢ় ভালবাসার দ্বারা বন্ধনের সৈষ্ঠব শিক্ষা রয়েছে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, ইতোমধ্যে কতক নাম সর্বস্ব মুসলমান এমন সব অনৈসলামিক কাজ করেছে যার ফলে ইসলামের সব অসম্ভব সুন্দর রূপ ও শিক্ষা সমূহ নিন্দার সাথে সমালোচিত হয়েছে। এরজন্য আমরা আহমদী মুসলমানগণ অত্যন্ত দু:খিত। ক্ষমাপ্রার্থী। বিনিময়ে আরজ করছি যে, আপনারা আহমদীয়াতে আসুন, আহমদীয়াত কর্তৃক প্রচারিত ইসলামকে দেখুন। ইহা নিশ্চিত সত্য যে, সে ইসলাম আপনাকে দান করবে আত্মপ্রসাদ সাথে আপনার অন্তর পরিপূর্ণ হবে শান্তির প্রাচুর্যে। আপনার সকল দুর্বলতাকে দূর করে নিরঙ্কুশ নির্মল করত: আপনাকে পরিণত করবে খোদার একান্ত একজনে। তখন আপনিই হবেন দুনিয়ার তাবৎ দুর্জনের মাঝে অবিরাম শান্তি বিতরণের মস্ত বড় উৎস।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি সকল দিক চিন্তা প্রসারিত করে ক্লান্ত প্রান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু কোন ধর্মকেই মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের মত পায়নি। কোন ধর্মই ইসলামের মত স্বর্গীয় জ্যোতি ও নিদর্শন দেখাতে পারেনি। ইসলামকে আমি স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখেছি। তাতে রয়েছে কেবলই জ্যোতি আর জ্যোতি। আকাশের নীচে এটাই খোদার একমাত্র ধর্ম। সুতরাং বন্ধুগণ! নিদ্রাভঙ্গ কর এবং উঠ আর তোমার বুদ্ধিজ্ঞানে তা যাচাই কর। স্নেহের আরজে বলছি যে, তোমরা ইসলাম থেকে আর পালিও না। একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, ইহাই তোমার আত্মার রোগ নির্মূল করার একমাত্র আরোগ্যালয়। ইসলামের এ বাগানই চির জীবন্ত থাকবে। কিয়ামতকালতক তাতে ফুল ফুটবে ফল দিবে আর সব ধর্মবাগানই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। তোমরা অপেক্ষা কর, দেখবে পরিণামে আমার কথাই সত্যে পরিণত হবে।

ওয়াসসালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা, যারা হেদায়াত সন্ধানী তাদের উপর বর্ষিত হউক অঢেল শান্তি।

স্বাধীনতার পূর্ণ উৎকর্ষদানকারী হলেন আমাদের মহানবী (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

আমাদের মহান স্বাধীনতার ৪১ বছর পূর্ণ হয়েছে ২৬ মার্চ। ১৯৭১ সালের এই দিনে স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাঙালি পরাধীনতা থেকে দেশমাতৃকাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র। আক্রমণকারী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নেমেছিল সশস্ত্র যুদ্ধে। নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। একটি জাতির স্বাধীনতা তার ইতিহাসে যেমন গৌরবের, তেমনি বেদনার। অনেক রক্ত, অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের বিজয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে দু'একটি কথা উল্লেখ করতে চাই।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সম্মানিত নবীগণ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে যেসব কাজের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সমাজ ও দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। স্বাধীনভাবে জীবন ধারণের সমস্ত ব্যবস্থাদি সৃষ্টি করা। আর সেই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য নবীগণ অত্যাচারী শাসক বা ফেরাউনদের দাসত্ব থেকে জাতিকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে আজীবন সংগ্রাম করে থাকেন। তারা চান সবাই যেন স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন এবং জীবন পরিচালনা করতে পারেন। এছাড়া নবী রাসূলরা ধর্ম বিকৃত হওয়ার কারনে, অথবা ধর্মের নামে ধর্ম ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে যে সকল কুপ্রথা সমাজে সৃষ্টি হয় এসব ধর্মীয় রীতি-নীতির দাসত্ব থেকেও জাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করার জন্যই মহান খোদা তাআলা তাঁদেরকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন। এক কথায় বলা যায়, সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্তি কেবল মাত্র আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত নবীদের সাহায্যেই অর্জিত হয়ে থাকে।

এ পর্যন্ত যত নবী রাসূলকে আল্লাহ্ তাআলা এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মানবের সংশোধনের জন্য তারা সবাই স্বাধীনতার আহ্বান করেছেন তবে পরিপূর্ণভাবে মানব ইতিহাসে স্বাধীনতার জন্য প্রথম যিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি হলেন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আমাদের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কয়েক মাস পূর্বে স্বাধীনতার উপরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খুতবা দিয়েছিলেন, তিনি তার খুতবার একাংশে বলেছিলেন, 'এটি বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অনেক জাতি এই সত্যকে বুঝেনি এবং স্বাধীনতার প্রকৃত পতাকাবাহীদের অস্বীকার করে আর এর ফলে কেবল নিজেরাই প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়নি বরং আল্লাহ্ তাআলার আযাবগ্রস্ত হয়ে ধ্বংসও হতে হয়েছে বিভিন্ন জাতির। তারা সর্বোত্তম শাসকের (আল্লাহর) শাসনের উপর জাগতিক শাসকের দাসত্ব করাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে যার ফলে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করা থেকে জাতি বঞ্চিত থেকে যায়'।

এ কথা একান্তই সত্য যে, বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়ার কারনে স্বাধীনতা কেবল তাদের হাতছাড়া হয়নি বরং মানুষের ইহ ও পরকালও ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা যদি প্রকৃত স্বাধীনতার মর্মোদ্ধার করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই আসল স্বাধীনতা সম্মানিত নবীদের মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে। আমাদের সামনে স্বাধীনতার সবচেয়ে উজ্জল সূর্য হজরত মুহাম্মদ (সা.)। যাঁর কিরণ দূর-দূরান্তে বিস্তৃতি লাভ করেছে, যিনি নিজের মাঝে সকল প্রকার স্বাধীনতাকে ধারণ করে রেখেছেন। যিনি মানুষকে শুধু বাহ্যিক দাসত্ব থেকেই স্বাধীনতা দেন নি, বরং সমাজ ও দেশ থেকে সকল প্রকার নৈরাজ্য দূর করে সকলকে করেছিলেন স্বাধীন। সকল প্রকার স্বাধীনতার পূর্ণ উৎকর্ষতা হচ্ছেন মহানবী (সা.)। বিশ্বের এক বিশাল জনগোষ্ঠি অবলোকন করেছে যে, কিভাবে ইসলামের নবী বিশ্ব নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) সমাজে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশের জন্যেও স্বাধীনতার সবিশেষ প্রয়োজন। অন্যদিকে পরাধীনতার মত অভিশাপ, কলঙ্ক ও দুর্ভোগ আর কিছুই নেই। এ অবস্থায় মানুষের প্রাণের আবেগ রুদ্ধ হয়, তার বৈষয়িক ও আত্মিক বিকাশ হয় বাধাগ্রস্ত। তাই স্বাধীনতা সব মানুষের অত্যন্ত প্রিয়।

পরাধীনতার আগৌরবের ও অমর্যাদার বলে এ অবস্থায় মানুষে-মানুষে কঠিন সংহতি ও একাত্মতা রচিত হয়। তখন নিজেদের স্বার্থ ভুলে গিয়ে জাতির প্রতিটি ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী হয়ে ওঠে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসও সে সাক্ষ্যই বহন করে। ১৯৭১-এর সংগ্রামদীপ্ত দিনগুলোতে আমাদের মধ্যে কোন মত পার্থক্য ছিল না। এ দেশের ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষ মানুষই স্বাধীনতার যুদ্ধে কখনো প্রত্যক্ষে আবার কখনো পরোক্ষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ, লালন এবং তার আশীর্বাদ প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাদের আরো প্রস্তুতি, আরো পরিশুদ্ধি ও ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সব কিছুর উর্ধ্বে দেশ, সব স্বার্থের শীর্ষে জাতীয় স্বার্থ। তাই দেশের সব মানুষের মধ্যে যদি স্বাধীনতা বোধ থাকে, সবাই যদি জাতি ও দেশের মঙ্গল কামনায় ব্রত হোন তাহলে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকবে। যেসব গুণের জন্য একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হিসেবে পরিচয় লাভ করে তার মধ্যে স্বদেশপ্রেম অন্যতম। জননী এবং জন্মভূমি এক সূত্রে গাঁথা।

স্বাধীনতা সবার মৌলিক অধিকার আর বিশ্ব নবী (সা.) নিজেই স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। আমাদের এই স্বাধীনতা যেন প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত হয় এটাই মহান খোদা তাআলার কাছে আমাদের আকুতি। পুনরায় যেন দাসত্বের জীবনে আমাদের আর ফিরে যেতে না হয়। আজ জঙ্গি হামলায় জর্জরিত পাকিস্তানের দিকে তাকালে মনে হয়, স্বাধীনতা না এলে হয়তো আমাদের অবস্থাও হতো তাদের মতো। সৌভাগ্য, আমরা এড়াতে পেরেছি সে পরিস্থিতি। সরকার, প্রশাসন, সর্বোপরি জনগণ এ কৃতিত্বের দাবিদার। আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব যখন আমরা হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর সেই পথ বা পদ্ধতির অনুসরণ করব যা তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

masumon83@yahoo.com

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল **'বাজামাত নামাযের ফযিলত'**। পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

নামায বেহেশ্‌তের চাবি

"নামায" ফারসী শব্দ। এর আরবী হলো "সালাত"। সালাত বা নামায কায়েম করা প্রত্যেক বয়স্ক ও বুদ্ধিমান মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। নামায এক প্রকারের নেয়ামত। এটি সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া। মানুষের প্রতি মহামহিম আল্লাহ্ তাআলা এই প্রার্থনার বিধান করে অশেষ অনুগ্রহ করেছেন। নামায মু'মিনের মেরাজ এবং বিশ্বাসীগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির পাথেয়। পবিত্র কুরআন করীমের সূরা আনকাবূত এর ৪৬নং আয়াতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই নামায (নামাযীকে) অশ্লীলতা এবং মন্দ কাজ থেকে মুক্ত করে।" সুতরাং নামায পড়া সত্ত্বেও যদি কেহ দোষমুক্ত না হয় পবিত্র কুরআনের মতে তার নামায প্রকৃত নামায নয়।

পবিত্র কুরআন করীমে ৮২ বার নামাযের যে তাগিদ দেওয়া হয়েছে সেখানে বাজামাত নামাযেরও আদেশ দেওয়া হয়েছে। বাজামাত নামায ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। বাজামাত নামাযের ফজিলত অপরিসীম। বলা হয়েছে এতে ৭০ গুণ বেশী সওয়াব লাভ হয়। তবে অপারগ হলে সে কথা ভিন্ন। কুরআন করীমের মূল আদেশই তো হল ফরজ নামায যেন বাজামাত আদায় করা হয়। বুখারী ও মুসলিম হাদীসে বর্ণিত আছে, "আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় দ্বীন সেটা যার উপর তার ধারক সর্বদা টিকে থাকে।" বাজামাত নামায পড়লে তাতে শুধু ব্যক্তিগত কল্যাণই হয় না বরং সামগ্রিক-কল্যাণও লাভ করা যায়। অবশ্য ফরজ নামায ব্যতীত অন্যান্য নামায ব্যক্তিগত ভাবে একাকীই পড়তে হয়। একাধিক সদস্য হলেই বাজামাত নামায পড়া যায়। জামাত নামাযের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র সমীপে গ্রহণীয় হতে পারব এবং সত্যিকার অর্থে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।

পরিবারের ছোট সদস্যও যেন বাজামাত নামাযে শরীক হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যেখানে বাজামাত হচ্ছে তৎক্ষণাৎ জামাতে শামিল হওয়া উচিত। হাদীস মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "ইশার নামায ও ফজরের নামায পড়া মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানত যে এই দু'টি নামাযের পুরস্কার বা সওয়াব কত তা হলে হামাগুড়ি দিয়ে বা বুক হেঁচড়ে হলেও তারা এই দুই ওয়াক্তের জামাতে উপস্থিত হতো। আমার ইচ্ছা হয় কাউকে ইমামতি করতে বলে, আর আমি জ্বালিনী কাঠের বোঝা সহ কিছু লোককে নিয়া যারা নামাযের বাজামাতে উপস্থিত হয় নাই তাদের কাছে যাই এবং আগুন দিয়ে তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই।" হযরত রাসূল করীম (সা.) এর সময়ে রোগ গ্রস্থ ব্যক্তিও মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে নামাযের জামাতে শরীক হতেন। কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে কোন মসজিদে উপস্থিত হয় তার প্রক্যেকটি কদমের পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্য একটি করে নেকী দেন। তার মর্যাদাও বৃদ্ধি করে দেন এবং পাপও দূরীভূত করে দেন। বাজামাত নামায সার্বিক দিক দিয়েই খুব ফলদায়ক তা মসজিদে হউক বা গৃহেই হউক।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার সাক্ষাত হয়

প্রত্যেক ধর্মেই নামায বা উপাসনাকে একটি মূল স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়। যার ভিত্তিতে খোদার সাথে মানবের সম্পর্ক রচিত হয়। খোদা তাঁর চিরস্থায়ী ধর্ম ইসলামে নামাযকে দ্বিতীয় স্তম্ভ হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। তাই মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাজামাত নামায পড়ার জন্য নিজেদেরকে অভ্যস্ত করে তোলা এবং অন্যদেরকে নামায পড়ার উপদেশ দিতে থাকা।

হাদীসে বর্ণিত আছে, নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সাথে বান্দার সাক্ষাত লাভ হয়ে থাকে। দুনিয়াতে অনেক পুণ্য কর্ম রয়েছে কিন্তু নামাযকে আল্লাহ্ তাআলাই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রতিবন্ধকতা না থাকলে নামাযের সময় মসজিদে আসা খুবই জরুরী। যে ব্যক্তি জামাতে নামায পড়তে দুর্বলতা প্রদর্শন করবে, সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

রাসূল করীম (সা.) এর কাছে একবার এক অন্ধ ব্যক্তি এসে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার বাড়ী মসজিদ থেকে অনেক দূরে, মসজিদে আসতে আমার অনেক কষ্ট ও অসুবিধা হয়। এ কারণে যদি আমাকে অনুমতি দান করেন তাহলে ঘরেই নামায পড়ে নেব। হযরত রাসূল করীম (সা.) বললেন, মসজিদে আসতে যদি আপনার কষ্ট হয় তাহলে ঘরেই নামায পড়ে নিবেন। এ কথা শুনার পর অন্ধ ব্যক্তি যখন বাড়ির দিকে রওনা হল বেশী দূর না যেতেই রাসূল করীম (সা.) তাকে ডেকে বললেন, আপনার ঘর থেকে কি আযানের আওয়াজ শুনা যায়। অন্ধ ব্যক্তি বললেন, হ্যাঁ, হুযূর (সা.) তখন বললেন, আযানের আওয়াজ যেহেতু শুনতে পান তাহলে এর জবাব দিবেন অর্থাৎ কষ্ট হলেও মসজিদে এসে বাজামাত নামায আদায় করবেন। রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, আমি কি তোমাদিগকে সে কথা বলে দেবনা, যাতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের গোনাহ্ মোচন করেন এবং মান-মর্যাদা সমুন্নত করেন? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অবশ্যই বলুন। হুযূর (সা.) বললেন, ঠান্ডা বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনে না চাওয়া সত্ত্বেও খুব ভালভাবে ওযু করা এবং বেশী করে মসজিদে আসা এবং একটি নামায আদায়ের পর আর এক নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করা। (মুসলিম)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেন, "যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে না সে আমার সম্প্রদায় ভুক্ত নহে"। খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "যে এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দিল সে ঐ ওয়াক্ত থেকে আহমদীয়াত থেকে দূরে সরে গেল।" মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে বাজামাত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের তৌফিক দিন, আমীন।

আহমদ উজ্জ্বল, ঘাটুরা

নামায অশ্লীলতা, বিদ্রোহ ও অসঙ্গত আচরণ হতে বিরত রাখে

নামায বেহেশ্‌তের চাবি। নামায অশ্লীলতা বিদ্রোহ ও অসঙ্গত কথা ও আচরণ হতে মানুষকে বিরত রাখে। ইসলাম শান্তির ধর্ম আর এ শান্তির ধর্মের ব্যপ্তি ব্যক্তি হতে বিশ্বব্যাপী। ইসলাম ইহকাল ও পরকালের সঠিক পথ নির্দেশনা দান করে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো তৌহীদ। মুসলমানদের দায়িত্ব সে তৌহিদের ঘোষণা করা এবং আত্মসমর্পণ করা। ইসলামের প্রতিটি কাজই শান্তিপূর্ণ। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোথাও বিশৃঙ্খলা খুঁজে পাওয়া যায় না। সূরা ফাতেহাতে আল্লাহ্ শিখিয়েছেন–আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। অতএব আমাদিগকে সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর। (সূরা ফাতেহা : ৫-৬)। আর এই পথ প্রদর্শন আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রদান করে থাকেন যার চরম বিকাশ এ যুগে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত। এর অনুশীলন অপরিহার্য। পাঁচ ওয়াক্ত নামায তো অবশ্যই জামাতবদ্ধ ভাবে আদায় করা অপরিহার্য। হুযূর (সা.) তিন জনের পথ চলতে হলেও একজনের নেতৃত্বে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্বে মৌলিক অশান্তির কারণ অনক্য। নামায আমাদের এক নেতার অধীনে একই পদ্ধতিতে দৈনিক পাঁচবার ঐক্য সংহতি ও আনুগত্যে পূর্ণ একক সত্তা ও আল্লাহ্‌র সমীপে বর্ণিত হয়ে তার ভালবাসা লাভ করা এবং তাঁর রঙ্গে রঙ্গীন হওয়ার ব্যবস্থা শেখায়। নামাযের মাধ্যমে আমরা শান্তির চাবি প্রাপ্ত হই। তাই বৃহত্তর স্বার্থ সামনে রেখে একা একা না পড়ে জামাতবদ্ধভাবে নামায পড়া সর্বোত্তম। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে জামাতবদ্ধভাবে নামায আদায় করা এবং এর পূর্ণ ফজিলত লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

নামায এক প্রকার নিয়ামত

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মহান আল্লাহ্ পাক এই পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই মানুষের কল্যাণের জন্য। তাই মানুষের উচিত, খোদার এই অপার অনুগ্রহের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি জ্বীন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য। নামায বা সালাত হলো সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া বা প্রার্থনা। নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারী এবং বয়স্ক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য ফরয ও অবশ্য কর্তব্য। পবিত্র কুরআন পাকে আল্লাহ্ তাআলা প্রায় ৮২ বার নামায কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। নামায এক প্রকার নিয়ামত। এই প্রার্থনার বিধান করে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অপার অনুগ্রহ দান করেছেন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিষ্ঠার সাথে আদায়ের পাশাপাশি বাজামাত নামায পড়ার গুরুত্বও অপরিসীম।

প্রতিটি মুসলমান ব্যক্তিরই বাজামাত নামায পড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। একটি হাদীসে তিনি (সা.) বলেছেন, "যে গ্রামে বা প্রান্তরে তিনজন লোকও অবস্থান করে অথচ তারা জামাত কায়েম করে নামায পড়ে না তাদের ওপর শয়তান সওয়ার হয়ে যায়। কাজেই জামাতের সাথে নামায পড়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ দল ছোট একক বকরীকেই বাঘে ধরে খায়।" অর্থাৎ স্বল্প সংখ্যার সদস্য হলেও জামাতে নামায পড়া অপরিহার্য হয়ে পরে। মহান আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে বাজামাত নামায প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দিন।

শবনাম নাজ দৃষ্টি, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে না সে আমার জামাতভুক্ত নহে

নামায পড়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ বা কর্তব্য। শুধু নামায পড়লেই চলবে না নামাযকে বাজামাত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ বাজামাত নামাযের মধ্যে রয়েছে এক প্রকারের নেয়ামত বা ফজিলত। আল্লাহ্ তাআলা নামাযের মাধ্যমে মানুষের জন্য যেই প্রার্থনার বিধান করেছে এর মাধ্যমে তিনি মানুষের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করেছেন। নামাযের মাধ্যমে আমরা আমাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব করতে পারি। পাপ হতে মুক্তি লাভ করতে পারি। খোদা তাআলা নিজে কুরআনে উল্লেখ করেছেন। জিন এবং মানবজাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। খোদা তাআলার এই উদ্দেশ্যকে আমাদের পরিপূর্ণতায় রূপ দেয়া প্রয়োজন। আর এজন্য নামায পড়লেই চলবে না নামাযকে কায়েম করতে হবে। আর নামায কায়েম করার ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় রয়েছে। যেমন বিনা ব্যতিক্রমে যথা সময়ে নামায আদায় করা। ফরজ নামায বাজামাত আদায় করা। নামাযে ব্যবহৃত দোয়ার অর্থ বুঝে নামায পড়া।

আল্লাহ্‌র সাহায্য ও তার করুণার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। মহান আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বহু বার নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি খোদা তাআলা আমাদের নামাযের ব্যাপারে কতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর এজন্য আমাদেরকে নামায জামাতের সাথে অর্থাৎ বাজামাত আদায় করা প্রয়োজন। কারণ তাতে শুধু ব্যক্তিগত কল্যাণই নয়, সামগ্রিক কল্যাণ লাভ করা যায়। আর বাজামাত নামাযের মধ্যে রয়েছে অশেষ ফজিলত। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে বাজামাত নামায আদায় এবং এর ফজিলত হাসিল করার তৌফিক দিন, আমীন।

ইব্রাহীম আহমদ (মামুন), ঘাটুরা

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

প্রতি সংখ্যার পাঠক কলামে লিখার জন্য একটি নির্দ্ধারিত বিষয় উল্লেখ থাকবে।এবারের পাঠক কলামের বিষয় **'ইসলামে একক নেতৃত্ব অপরিহার্য'**।

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ এপ্রিল ২০১২-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী

(পাঠক কলাম)

৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬৪ তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

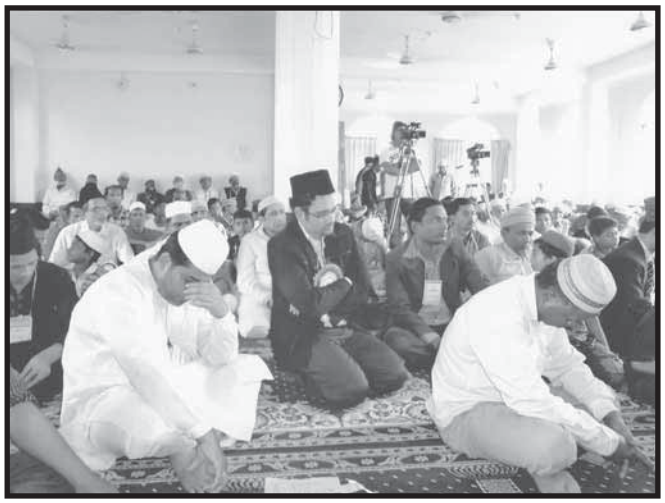

গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রোজ শুক্র ও শনিবার মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত মহতী জলসায় সর্বমোট উপস্থিত ছিল ১৪৬৫ জন, যার ২৫০ জন ছিল মেহমান।

১৭/০২/২০১২ বিকাল ৩টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বসহ উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম মোবাশ্ শের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। ১৮-০২-২০১২ সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বেলা ৩টায় সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ সাহাবউদ্দিন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

উক্ত মহতী জলসার ৩টি অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন যথাক্রমে তৌফিক সরকার, কওসার আহমদ মঞ্জুর এবং মৌলবী আসাদুল্লাহ্ আসাদ। উর্দু নযম পাঠ করেন যথাক্রমে মুফতি মাহমুদ মৌসাদ, নাসির আহমদ এবং তৌফিক আহমদ। বাংলা নযম পাঠ করেন যথাক্রমে রায়হান আহমদ রোদ্র, মোবারিজ আহমদ সানী এবং মোহাম্মদ এস এম সামী, বাংলা কোরাস পাঠ করেন আলমগীর কলিন ও তার দল। জলসার ৩টি অধিবেশনের জ্ঞানগর্ব বক্তব্য প্রদান করেন সর্বজনাব মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, মোহাম্মদ তাসাদ্দক হুসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ, মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ, মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মওলনা নওশাদ আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন, মোস্তাক আহমদ খন্দকার, অফিসার জলসা কমিটি।

এ ছাড়া ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারী বাদ মাগরীব থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ২টি তবলীগি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ৫০ জন জেরে তবলীগ বন্ধুর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। জলসায় আগত উক্ত জেরে তবলীগ বন্ধুদের মাঝ থেকে ১ জন বয়আত করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দাখিল হন, আলহামদুলিল্লাহ জলসায় ২টি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ৭টি পত্রিকায় জলসার স্বচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়। পত্রিকাগুলি হলো দৈনিক ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দৈনিক আমাদের কথা, দৈনিক দিনদর্পণ, দৈনিক সমতট বার্তা, দৈনিক ইস্টার্ন মিডিয়া, দৈনিক আজকের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দৈনিক তিতাস কণ্ঠ।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

ব্রীজ মেরামত এর মাধ্যমে খেদমতে খালক

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার উদ্যোগে ক্রোড়া গ্রামের মানুষ চলাচল করে এমন একটি কাঠের ব্রীজ যা বরাবরই মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ক্রোড়া মেরামত করে থাকে। এবারো মাটি ভরাট, কাঠ ক্রয় করে এবং নিজস্ব টাকা ব্যয় করে পুন:নির্মণ করে জনগণের চলাচলের জন্য উপযোগী করে দেয়া। এতে গ্রামের মানুষের উপকার হয়।

মোহাম্মদ নাছির খান

অভাবনীয় সাফল্যের সাথে চট্টগ্রাম জামাতের ৩১তম সালানা জলসা সম্পন্ন

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ তাআলার খাস ফজল ও রহমতে চট্টগ্রামের ৩১তম সালানা জলসা সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ০৯ ও ১০ মার্চ ২দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান সূচীতে তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অতীতের চেয়ে এই জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। রেজিষ্ট্রেশনের রেকর্ড অনুযায়ী ১২৩৩ পাওয়া গেলেও মহিলা ও শিশু এবং জলসার কর্মীগণসহ আরো বেশী সংখ্যায় উপস্থিত ছিলো। বাংলাদেশের বৃহত্তর চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও বীরগাঁও, শ্রীমঙ্গল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মেহমানগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে জলসায় উপস্থিত হয়েছেন। দুপুরের মধ্যাহ্ন ভোজের পর জুমুআর নামায এবং বেলা ৩টায় জলসার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশ্ শের উর রহমান। শুরুতে পবিত্র কুরআন করীমের তেলাওয়াত করেন হাফেজ মওলানা নেজাম উদ্দিন এবং নযম পেশ করেন আব্দুল ওয়াহেদ। ন্যাশনাল আমীর এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। 'আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব ও গুণাবলী' সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন, আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ। অধিবেশনে একটি হিন্দি নযম গেয়ে শুনান ইব্রায়েতুল হাসান। এ অধিবেশনে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে দুজন অতিথি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যের আগে দর্শক শ্রোতাদেরকে অতিথি বক্তার পরিচয় করিয়ে দেন জনাব আলহাজ্জ নেছার আহমদ। শুভেচ্ছা বক্তৃতায় প্রথমে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড: জিনবোধি ভিক্ষু। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আন্ত ধর্মীয় সম্প্রীতি ও নৈতিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে তুলে ধরেন এবং এরপর দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড: এ.এফ. ইমাম আলী। তিনি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করার ব্যাপারে নিয়োজিত রয়েছেন বলে উল্লেখ করেন এ সময় জনাব নেছার আহমদ ঈমান ও উদ্দীপনা যোগানোর লক্ষ্যে দর্শক শ্রোতাদেরকে জামাতের নারা (শ্লোগান) দিয়ে উজ্জীবিত করেন। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর জামাতের সকলকে নিজেদেরকে অনুকরণীয় আদর্শ ধরে রাখার জন্য নসিহত করেন। এ অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, চট্টগ্রাম জামাতের আমীর মোহতরম মাহমুদ হাসান সিরাজী। তিলাওয়াতে কুরআন পেশ করেন আনোয়ার আহমদ এবং উর্দু নযম পেশ করেন সুলতান আহমদ। 'খাতামান নবীঈনের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। পর্দার গুরুত্ব ও আদর্শ সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন। বাংলা নযম উপস্থাপন করেন মৌ. আব্দুল হক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবনের কিছু কথা সম্পর্কে আলোকপাত করেন, মোহতরম ন্যাশনাল আমীর । 'চট্টগ্রামের সালানা জলসা কেন ভাল লাগে' এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, জনাব মীর ইউসুফ আলী।

'যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না'–এই বাণীর আলোকে বক্তব্য রাখেন, জেলা কায়েদ জনাব এস এম ইব্রাহীম। দুপুর একটা নাগাদ দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হলে মধ্যাহ্ন ভোজ ও জামাত নামাযের বিরতির পর বেলা ৩টায় সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনের সভাপত্বি করেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর জনাব মীর মোবাশ্বের আলী। এ অধিবেশনের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ মোস্তাক আহমদ। এরপর উর্দু কোরাস রাখা হয়, এতে অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম জামাতের কয়েকজন তরুন খোদ্দাম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মামুর মিনাল্লাহ্ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। এরপর একটি বাংলা কোরাস গেয়ে শুনান জনাব আলমগীর ও তার দল। এ অধিবেশনে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে দুজন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল এবং প্রখ্যাত আইনজীবি জনাব এডভোকেট রানা দাশ গুপ্ত। তিনি বলেন, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা মানব সভ্যতাকে বিপর্যস্থ করতে চায় তারাই ধর্ম নিয়ে বিরোধ করে। এ অধিবেশনে আরো বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, প্রফেসর অব এমিরেটস্ জনাব ড: জামাল নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, আমাদের ঐক্যের প্রয়োজন। অনেক ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা

সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। এ অধিবেশনে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জামাতের আমীর। শুকরিয়া জ্ঞাপন ও জলসায় যোগদানের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অফিসার সালানা জলসা জনাব সৈয়দ মমতাজ আহমদ। জলসার প্রথম দিন উদ্বোধনী অধিবেশনের পর সন্ধ্যায় হুযূর আকদাস (আই.) এর খুতবা MTA তে LIVE শ্রবনের পর জেরে তবলীগ মেহমানগণকে নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বের অনুষ্ঠান করা হয়। এ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ এবং মওলানা আব্দুল মতিন। সহযোগিতায় ছিলেন মৌ. দেলোয়ার হোসেন এবং আঞ্চলিক কো-অর্ডিনেটর জনাব আলহাজ্জ নেছার আহমদ এবং কেন্দ্রীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ। এ জলসায় আট জন জেরে তবলীগ মেহমান বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দান করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর জনাব মীর মোবাশ্বের আলী। সভাপতির ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি হয়। এ জলসায় বৃহত্তর চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়। দৈনিক প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ ছাড়াও স্থানীয় ৩টি দৈনিকে জলসার ছবিসহ লাগাতার ৪ দিন সংবাদ প্রচার ছাড়াও Rtv-এর সংবাদে জলসা অনুষ্ঠানের কিয়দংশ দৃশ্যসহ সম্প্রচারিত হয়।

মোহাম্মদ হাসান

আনসারুল্লাহ্‌র মিলনমেলা-২০১২ উদযাপিত

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে গত ২১ শে ফেব্রুয়ারি রোজ মঙ্গলবার আশুলিয়ার জিরাবো বাজার সংলগ্ন নিরিবিলি ও অত্যাধুনিক সুসজ্জিত আকর্ষণীয় পরিবেশ বর্ণচ্ছটা পিকনিক স্পটে মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা আয়োজিত আনসারুল্লাহ্‌র মিলনমেলা-২০১২ উদযাপিত হয়।

সকাল ৮ ঘটিকায় কাকরাইলস্থ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটের সম্মুখস্থ রাস্তা থেকে ৪টি বড় বাসযোগে সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে মিলনমেলার কাফেলা যাত্রা শুরু করে। মোহতরম যয়ীমে আলা আমীরে কাফেলা হিসেবে প্রবীণ বুজুর্গ জনাব মোহাম্মদ ফজলুর রহমানকে নিয়োজিত করেন।

পিকনিক স্পটের সুদৃশ্য ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে কাফেলা। গেটের ডান পাশে সুন্দর বিশ্রামাগার। পুকুরের পাশ ঘেঁষে সরু পাকা রাস্তা চলে গেছে স্পটের উত্তর প্রান্তে। সেখানে রয়েছে একটি ছায়াদানকারী বিরাট সুদৃশ্য বটবৃক্ষ। বটবৃক্ষের পশ্চিমপাশে রয়েছে দেয়ালবেষ্টিত, ফুলের বাগানসজ্জিত ও সুরক্ষিত অত্যাধুনিক দুটি কটেজ 'স্বর্ণালী' ও 'বর্ণালী'।

নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ও প্রশান্তিদায়ক পরিবেশে বটগাছের বেদীর উপর মিলনমেলার ব্যানার টানিয়ে দেয়া হয়। ছায়ানিবিড় বটের নিচে সারি সারি চেয়ার পাতা হয়। এর পেছনে পর্দা টানিয়ে লাজনা ও নাসেরাতদের বসার জায়গা করা হয়েছিল। এরপর অনুষ্ঠানের উপস্থাপক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিঠুর ঘোষণা মোতাবেক মোহাম্মদ আবু তাহের দুলালের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মিলনমেলার গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান 'পরিচিতিপর্ব' শুরু হয়। এ অনুষ্ঠানে এক এক করে সবাই যার যার পরিচয় মাইকে বর্ণনা করেন। এ বছর মিলনমেলায় লোকসমাগম বেশী হওয়ার কারণে (উপস্থিতি ২৮০ জন) পরিচিতিপর্বটিও চলতে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে। এ পর্বের এক পর্যায়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সাবেক আমীর জনাব মাশরেক আলী মোল্লা এবং জনাব গোলাম আলী সাহেবদ্বয়। তাদের উপস্থিতিতে মিলনমেলা আন্তর্জাতিক রূপ নেয়। এছাড়া বেলজিয়াম মজলিসের খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোতামাদ জনাব আবুল বাশার তসলিম এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত UNDP-এর ডাক্তার পাকিস্তানী আহমদী ডা: শরীফ আহমদ কাওকাহাফ উপস্থিত ছিলেন।

পরিচিতিপর্ব শেষ হওয়ার সাথে সাথে শুরু হয় খেলাধূলা পর্ব। খোদ্দাম ও আনসারদের আকর্ষণীয় ফুটবল ও ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এ খেলায় ঢাকা জামাতের আমীর জনাব আফজাল আহমদ খাদেম এক পক্ষের দলনেতা ছিলেন এবং অন্যপক্ষের দলনেতা ছিলেন সাবেক ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী। খেলা চলাকালীন পুরো সময় জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী ও জনাব ইব্রায়েতুল হাসান-এর রসালো ধারাভাষ্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল। মাঠের দুদিক ঘিরে বসা দর্শকগণ এ খেলা অত্যন্ত আনন্দের সাথে উপভোগ করেন। দু'খেলাতেই ঢাকা জামাতের আমীর-এর দল বিজয়ী হয়। খেলার শেষ পর্যায়ে আমাদের সাথে এসে সম্মানিত এক বন্ধুসহ যোগ দেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশ শের উর রহমান। তাঁর উপস্থিতিতে আমাদের মিলনমেলা আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

এরপর বটবৃক্ষের ছায়ার নিচে নামাযের বিছানা পাতা হয়। নামায যোহর ও আসর জমা ও কসর আদায় করা হয়। নামায পড়ান মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। লাজনাদের নামাযের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিল। তারপর দুপুরের খাবার শেষে গল্প বলার আসর শুরু হয়।

এরপর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার ৮ জন নতুন যোগদানকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রবীণতম আনসার জনাব শেখ ওয়াজেদ আলী, মাদারটেককে পুরস্কৃত করা হয়। সবশেষে সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে এবং বিকাল ৫:৩০ এর মধ্যেই মিলনমেলার কাফেলা পিকনিক স্পট ত্যাগ করে গন্তব্যে ফেরত আসেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

মোহাম্মদ আবু তাহের দুলাল

বিভিন্ন জামা'তে ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্যের সাথে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ ক্রোড়া

গত ০২/১১/২০১১ রোজ বুধবার বেলা ৩টায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার উদ্যোগে নার্গিস আক্তার প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ এর সভানেত্রীত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন হাফিয়া বেগম ও নাজমা আহমদ।

তারপর সীরাতুন নবী (সা.) জলসা তাৎপর্য সম্পর্ক পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন শামসুন্নাহার কল্পনা, উম্মে কুলসুম পুষ্প, তানভিয়া আক্তার জেমী, আঞ্জুমান আরা বেগম। শেষে সভানেত্রী রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এতে মোট ৪৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

নার্গিস আক্তার

ঘাটুরা

গত ০৬/০৩/২০১২ রোজ সোমবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মজিবুর রহমান লস্কর, প্রেসিডেন্ট। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সজীব আহমদ, উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব এস, এম, নাদিম । হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন, জনাব আহমদ উজ্জল, মৌ. এনামুল হক রনি, জনাব এস এম ইব্রাহীম। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব লোকমান লস্কর ও ফজল আহমদ। সবশেষে সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। এতে ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মজিবুর রহমান লস্কর

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার শিক্ষা সফর

গত ১৬ মার্চ ২০১২ তারিখে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে এক শিক্ষা সফর সফলভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সকাল ৯টায় বকশী বাজার দারুততবলীগ হতে দোয়ার মাধ্যমে সফর শুরু হয়। শিক্ষ সফরের লক্ষ্য ছিল ঘোড়াশাল 'প্রাণ' গ্রুপ এর ফ্যাক্টরী এবং তাদের কর্মশক্তি প্রদর্শন। দুপুর ২-৩০ মি. এ ফ্যাক্টরীতে পৌঁছে পরিদর্শন শুরু হয়। শুরুতেই প্রাণ গ্রুপ ও PP-1 সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়া হয়। এরপর জুমুআ ও আসর নামায আদায়ের পর খাবার পরিবেশন করা হয়। খাবারের পর PP-1 এর বিভিন্ন প্রজেক্ট ও উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কারখানাগুলো পরিদর্শন করা হয়। অত:পর সবাই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই।

এ সফরে ৩৮ জন খাদেম ও ২ জন মেহমান অংশগ্রহণ করেন। এই শিক্ষা সফরের মাধ্যমে খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকা প্রথমবারের মত ইন্ডাস্ট্রিয়াল শিক্ষা সফরের অভিজ্ঞতা লাভ করে।

কায়েদ, ঢাকা

কুমিল্লায় নবনির্মিত মসজিদ উদ্বোধন

গত ০৮/০২/২০১২ তারিখ হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে কুমিল্লার নবনির্মিত মসজিদ উদ্বোধন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সোহাত আহমদ। তারপর স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আকবর ভূঞা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৪, মাশরেক আলী মোল্লা, সাবেক আমীর, ভারত। মওলানা আব্দুল আউয়ল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ। এরপর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। তিনি বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন তা যেন স্থানীয় লোকেরা পালন করতে পারে তার জন্য খাস দোয়ার আবেদন করছি। তাছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঘাটুরা, আম্বরনগরসহ বিভিন্ন জামাতের লোকেরা উপস্থিত হন। উক্ত মসজিদটি উদ্বোধনের পর দোয়া এবং দুপুরের খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। কুমিল্লায় নবনির্মিত মসজিদটি দ্বিতল সুন্দর মসজিদ, সবাইকে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবন

১২/০২/২০১২ তারিখ দুপুর ১-৩০ মি. থেকে ৪টা পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবনের উদ্যোগে তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দীনা নাসরীন। তিনি মহানবী (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী নারীর অধিকার, ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আগমন এবং তাকে মান্য করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর জেরে তবলীগ বোনদের বিভিন্ন উত্তর দেন দীনা নাসরীন, ফাতেমা আহমদ, সেলিনা ইসলাম। সেমিনারে বলিয়ানপুর, কেরেলমাতা, কয়রা, কৈখালী এবং সুন্দরবনের ২০ জন জেরে তবলীগ বোন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে ৮ জন বোন বয়আত গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

ফাতেমা আহমদ

বিভিন্ন জামা'তে যথাযোগ্য মর্যাদায় মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত

মিরপুর

গত ২৫/০২/২০১২ রোজ শানিবার বিকাল ৫ ঘটিকা হতে রাত্র ৮টা পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত মিরপুরে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এতে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মওলানা সোলায়মান সুমন, মওলানা আরিফুর রহিম, মৌ. মোহাম্মদ ইয়াহিয়া এবং এ্যাডভোকেট আব্দুস সামাদ। উক্ত দিবসে জামাতের প্রায় ৩০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বি. আকরাম খান চৌধুরী

মজলিস আনসারুল্লাহ মিরপুর

গত ১০ মার্চ রোজ রবিবার বাদ মাগরিব মিরপুর মসজিদ কমপ্লেক্সে মজলিস আনসারুল্লাহ্, মিরপুরের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসের সভাপতিত্ব করেন মোহতরম যয়ীম আলা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব কোরাইশী আহমদ সাদেক। এরপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে আনসারুল্লাহ্দের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর। এরপর বক্তব্য পেশ করেন মওলানা মোহাম্মদ আরিফুর রহিম, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন। সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন প্রফেসর মোশারফ হোসেন, যয়ীমে আলা, মিরপুর। এরপর সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ করা হয়। এতে ৬৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেসর মোশারফ হোসেন

কুমিল্লা

গত ২৪/০২/২০১২ আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুমিল্লার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়াকুব লস্কর। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব জামাল উদ্দিন আহমদ। নযম পাঠ করেন সোহাগ আহমদ। এরপর দিবসের পটভূমি সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মনিরুল কবির এবং হেলাল উদ্দিন আহমদ। শেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সমাপ্তি করা হয়। এতে ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

মাহিগঞ্জ

গত ২১/০২/২০১২ রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব মাহিগঞ্জ জামাতে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ রাশেদ মিলন এরপর দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। এরপর নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন ও মোহাম্মদ নাসের আহমদ। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ মোবারক মিয়া, মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন মিয়া, মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, মোহাম্মদ মোফাখখারু ইসলাম ও মৌ. মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতির মূল্যবান বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি করা হয়। এতে মোট ৮৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মিয়া

আহমদনগর

গত ২০ ফেব্রুয়ারী আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমনগর-এর জামে মসজিদে বাদ মাগরিব মহান মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়, উক্ত দিবসের সভাপতিত্ব করেন আহমদনগর জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ তাহের যুগল। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিবস আরম্ভ করা হয়। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব জিয়াউল হক, আলহাজ্জ তাহের আহমদ, মৌ. আব্দুস সালাম এবং শেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের কার্যক্রম শেষ করা হয়। এতে মোট ৭৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আনোয়ার আলী ইমরান

নরায়ণগঞ্জ

গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রোজ সোমবার বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় আমীর জনাব মঈন উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মারুফ আহমদ সাগর। নযম পাঠ করেন সাইফুল আলম বিপুল এবং ফালাউদ্দিন আহমদ। বক্তৃতা পর্বে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর কর্মময় জীবন সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মুহাম্মদ ফজল মাহমুদ, রফি উদ্দিন আহমদ, ডা: মুজাফ্ফর উদ্দিন আহমদ, মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের। শেষে সভাপতি তার ভাষণে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ঐশী প্রতিশ্রুতি তাঁর কর্মময় জীবনে এর পূর্ণতা তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে ইসলাম ও আহমদীয়াতের একনিষ্ঠ সেবক হওয়ার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। এতে ১৬০ জন দর্শক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মনির উদ্দিন আহমদ

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

তারিখ ও URDV নং	এপ্রিল- ২০১২ এম টি এ বাংলা অনুষ্ঠান সূচী
০১/০৪/১২, রবিবার	"সত্যের সন্ধানে", ১৫তম পর্বের শেষ দিন (রাত ৮ টা থেকে ২ ঘন্টা)।
০২/০৪/১২ সোমবার URDV 516 (পুণঃপ্রচার)	(১) সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানঃ অংশগ্রহনে - জানব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী ও মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাক্ষাৎকার গ্রহনেঃ আহমদ তবশির চৌধুরী।
০৩/০৪/১২ মঙ্গলবার URDV 519 (পুণঃপ্রচার)	(১) বক্তৃতাঃ "বাংলায় আহমদীয়াতের শতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল অতীত এবং আমাদের দায়িত্ব" - এডভোকেট মুজিব উর রহমান সাহেব (Urdu & Bangla) ৮৮তম জলসা সালানা, বাংলাদেশ।
০৪/০৪/১২, বুধবার URDV 520 (পুণঃপ্রচার)	(১) বক্তৃতাঃ "ঐশী খিলাফতের ডাক এবং আমাদের দায়িত্ব" - মাওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব, ৮৮তম জলসা সালানা, বাংলাদেশ। (২) বাংলাদেশের উপর একটি প্রামান্য চিত্র।
০৫ থেকে ১২ এপ্রিল বৃহস্পতি - বৃহস্পতি	"সত্যের সন্ধানে" ১৫তম পর্বের পুণঃপ্রচার, ৮ দিন (প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে)।
১৪/০৪/১২ শনিবার URDV 520 (পুণঃপ্রচার)	(১) বক্তৃতাঃ "ঐশী খিলাফতের ডাক এবং আমাদের দায়িত্ব" - মাওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব, ৮৮তম জলসা সালানা, বাংলাদেশ। (২) বাংলাদেশের উপর একটি প্রামান্য চিত্র।
১৬/০৪/১২, সোমবার URDV 521 (পুণঃপ্রচার)	(১) ঢাকার উপর একটি প্রামান্যচিত্র; (২) সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানঃ এডভোকেট মুজিব উর রহমান, জনাব মাশরেক আলী এবং প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী; (৩) বক্তৃতাঃ "বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত সমস্যা এর সমাধানের উপায়" - জানব মোবাশশের উর রহমান, ন্যাঃ আমীর, (৮৮তম জলসা সালানা, বাংলাদেশ)।
১৭/০৪/১২, মঙ্গলবার URDV 522 (পুণঃপ্রচার)	(১) দরসে হাদিস - মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী; (২) বক্তৃতাঃ "পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য" - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী; (৩) সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের উপর প্রামান্য অনুষ্ঠান।
১৮/০৪/১২, বুধবার URDV 523 (পুণঃপ্রচার)	(১) সাক্ষাৎকারঃ মাওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব, আমীর অস্ট্রেলিয়া ও মোহতরম মোবাশশের উর রহমান সাহেব, ন্যাশন্যাল আমীর, বাংলাদেশ (৮৮তম জলসার সময় ধারণকৃত); (২) বক্তৃতাঃ মোহতরম মাশরেক আলী সাহেব, জলসা সালানা, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া - ২০১২।
২১/০৪/১২, শনিবার URDV 524 (পুণঃপ্রচার)	(১) বক্তৃতাঃ "আদর্শ ইসলামী পারিবারিক জীবনঃ সন্তানের তরবীয়তের মূল সূত্র " - মোহতরম মাওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব; (২) কবি নজরুলের কবিতা - কাজী সব্যসাচী; (৩) "কোন কাননের ফুল" - একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আহমদীর উপলব্ধি।
২৩/০৪/১২, সোমবার URDV 525 (নতুন)	(১) আলোচনাঃ"দৈনন্দিন জীবনে দোয়া, পর্ব-২, অংশগ্রহনেঃ হাফেজ আবুল খায়ের ও মোয়াল্লেম আমীর হোসেন; (২) বক্তৃতাঃ"আহমদীয়া খিলাফতের অবদান ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার"- আহমদ তবশির চৌঃ।
২৪/০৪/১২, মঙ্গলবার URDV 526 (নতুন)	(১) শিশুদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানঃ পরিবেশনায়- লাজনা ইমাইল্লাহ; (২) বক্তৃতাঃ "নামাজে স্বাদ পাওয়ার উপায়"- মাওলনা বশিরুর রহমান।
২৫/০৪/১২, বুধবার URDV 527 (নতুন)	(১) প্রশ্নোত্তরঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, সুন্দরবন জলসা-২০১২; (২) বক্তৃতাঃ "বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবর্ষঃ ঐতিহ্য ও অর্জন"- মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ।
২৮/০৪/১২, শনিবার URDV 528 (নতুন)	(১) বক্তৃতাঃ "হযরত ইমাম মাহদী ও মসিহে মাউদ (আঃ) এর আগমন এবং আমাদের দায়দায়িত্ব"- আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ; (২) বক্তৃতাঃ "পর্দার গুরুত্ব এবং আদর্শ সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা"- মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান।
৩০/০৪/১২, সোমবার URDV 529 (নতুন)	(১) বক্তৃতাঃ "আল্লাহতা'লার অস্তিত্ব এবং নিদর্শনাবলী"- মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী; (২) বক্তৃতাঃ "পর্দার গুরুত্ব এবং আদর্শ সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা"- মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান।

প্রতিদিনের নিয়মিত বাংলা অনুষ্ঠানঃ সন্ধ্যা ৭ টা ।

প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টা - হযরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস (আইঃ) -এঁর জুমুয়ার খুতবা সরাসরি সম্প্রচার। **প্রতি বৃহঃস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টা** - হুযুরের (আইঃ) জুমুয়ার খুতবার পুণঃপ্রচার। **প্রতি শুক্রবার ও রবিবার সন্ধ্যা ৭ টা** - কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান ।

ঘরে ঘরে এমটিএ ডিশ স্থাপন করুন, নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন

হুযুরের (আইঃ) জুমুয়ার খুতবার সরাসরি বাংলা সম্প্রচার সহ MTA দেখুন

ইন্টারনেটেঃ http://www.mta.tv

অনুষ্ঠান বিষয়ে আপনার মুল্যবান পরামর্শ পাঠানঃ আহমদ তবশির চৌধুরী, ইনচার্জ, এম টি এ, বাংলাদেশ স্টুডিও।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১। Email: atabshir@hotmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

সুসংবাদ ! দুই ফুট ডিশে এম টি এ দেখুন

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষনা করছি যে, আল্লাহতা'লার অশেষ কৃপায় এম টি এ এখন মাত্র ২ ফুট ডিশের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। ২৩ মার্চ, ২০১২, শুক্রবার, আশীষ মণ্ডিত "মসিহ মাউদ দিবস" এ পবিত্র জুমুয়ার খুতবার মাধ্যমে হযরত আমীরুল মুমিনীন খলিফাতুল মসিহ আল খামেস (আইঃ) এই নতুন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। নতুন এই ব্যাবস্থার ফলে বাংলাদেশ , ভারত, পাকিস্তান সহ এশিয়ার দর্শকরা সহজে এবং স্বল্প খরচে এম টি এ দেখার সুযোগ লাভ করলেন। দীর্ঘ প্রতিক্ষীত এবং যুগোপযুগী এই সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাপনার জন্য আমরা আমাদের প্রিয় হুযুরের (আইঃ) কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মূল্যঃ ২ ফুট ডিশ, এলএনবি, রিসিভার ও তার (ক্যাবল) **সর্বসাকুল্যে ৩,৫০০/= টাকা।**

স্যাটেলাইট তথ্যঃ Satellite : ABS-1, Direction : 75 Degree East, Frequency : 12579, Symbol Rate : 22000, Polarization : Horizontal, FEC : 3 / 4, Channel Name : Muslim TV 1.

কি করে লাগাবেনঃ

১) প্রথমে আপনার ডিশ টি এলএনবি সংযুক্ত করে আপনার বাড়ীর দেয়ালে , জানালার কার্নিশে, খোলা বারান্দায় অথবা ছাদে **ঠিক দক্ষিন-পশ্চিম** মাঝ বরাবর স্থাপন করুন এবং এল এন বি-র নীচ দিয়ে **ক্যাবল**-এর একটি প্রান্ত যুক্ত করুন।

২) এরপর ঘরে, **রিসিভারে ক্যাবল**-এর অপর প্রান্তটি যুক্ত করুন।

৩) টিভি ও রিসিভারের **AV Cord** যুক্ত করুন এবং পাওয়ার (বিদ্যুৎ সংযোগ) অন করুন। টেলিভিশন তখন " No TV Program" কথাটি দেখাবে।

৪) **রিসিভারের রিমোট** কন্ট্রোলটি হাতে নিন এবং **Menu** তে চাপ দিন।

৫) এখন রিমোট কন্ট্রোলে ▼ চেপে **Add Channel** এ যান এবং **OK** চাপুন।

৬) এখন ▼ চেপে **Edit Satellite** এ যান এবং **OK** চাপুন।

৭) এরপর **LNB Type** এ যান এবং ▶ চেপে **Universal** সিলেক্ট করুন এবং **Exit** চাপুন।

৮) এরপর **Add TP** তে যান এবং **OK** চাপুন এবং **TP Frequency : 12579** সেট করুন

৯) এরপর **Symbol Rate : 22000** সিলেক্ট করুন।

১০) এরপর **Polarity – H** সিলেক্ট করুন। (H অর্থ Horizontal)

১১) এরপর **Save** এ গিয়ে **OK** চাপুন।

১২) এরপর **Search** চাপুন এবং এরপর **Exit** চাপুন।

১৩) এরপর **OK** চাপুন এবং বা দিকের টিভি চ্যানেল তালিকা থেকে ▼ চেপে চেপে **Muslim TV 1** অর্থাৎ MTA নির্বাচন করুন এবং **OK** চাপুন।

১৪) যদি MTA না আসে তা'হলে **Info** তে চাপ দিন এবং আপনার ডিশটি সামান্য/হাল্কা একটু ডানে-বায়ে অথবা উপর-নীচ করুন। আশাকরি আপনার MTA এসে যাবে। কোন সমস্যা হলে MTA বাংলাদেশ বিভাগ অথবা সরাসরি জনাব মিনারুলকে 01716768331 এ ফোন করুন।

(প্রচারেঃ এম টি এ বাংলাদেশ)।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants

BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 74 | 18th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

31st March, 2012 | Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

তৃতীয় শাখা এখন গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
ওয়ান্ডারল্যান্ড, গুলশান
(পিংক সিটি মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে)।
রোড-১০৩, গুলশান-২
মোবাইল: ০১৯১৩৯৪১৩৯২

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com